নিষিদ্ধ এলাকা

মানিক চৌধুরী



[এই কাহিনীর চরিত্রগুলো কাল্পনিক]

অবসর

ফজলুর রহমান
অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড
সূত্রাপুর, ঢাকা-১
প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৮৬
কাহিনী : একটি বিদেশী কাহিনীর ছায়া অবলম্বনে

মুদ্রণে : ক্ষণিকা প্রিন্টিং প্রেস
৩৯, জাস্টিস লাল মোহন
দাস লেন, ঢাকা
বিক্রয় কেন্দ্র ও পরিবেশক : বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন, পাটুয়াটুলী, রাজশাহী, রংপুর ও যশোহর। স্টুডেন্ট ওয়ে', মাওলা ব্রাদার্স, বড়াল প্রকাশনী, ডানা পাবলিকেশন্স, বাংলা বাজার, ম্যারিয়েটা, (ঢাকা স্টেডিয়াম,) কারেন্ট নিউজ (ঢাকা কলেজ গেট)।

বিষণ্ণ সন্ধ্যা। ফিকে হয়ে গেছে আকাশের রঙ। অন্ধকারে ধীরে-ধীরে ডুবে যাচ্ছে নির্জন সমুদ্র-সৈকতে দাঁড়িয়ে থাকা গ্রীসের প্রাচীন মন্দিরটি। আকাশের এখানে ওখানে মিট মিট করে জ্বলে উঠছে দু'-একটা তারা। শান্ত সমুদ্র। ঢেউয়ের উচ্ছলতা নেই। বাতাস যেন থমকে দাঁড়িয়ে আছে। ফুলের মদির গন্ধ ভেসে আসছে মন্দির থেকে। শান্ত নিঝুম পরিবেশ। এক টানা নীরবতায় ছেয়ে আছে চার পাশ। একটু পর আলোর বন্যায় দিগন্ত ভাসিয়ে একটা হলুদ চাঁদ উঠলো আকাশে। গাছের পাতায়-পাতায় রূপালি আলোর মাখামাখি। আলো আঁধারির লুকোচুরির মধ্যে একটা অদ্ভুত রহস্যের খেলা। সাগরের বুকে খেলে বেড়াচ্ছে রূপালি ঢেউ। রাতের এই স্বপ্নিল পরিবেশে ঘুমিয়ে আছে মন্দিরটি। যেন কয়েক শতাব্দী ধরে ঘুমিয়ে আছে এমনি নির্বিঘ্ন প্রশান্তিতে।

একটা নিশাচর পাখি ডেকে উঠলো কোথাও। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই রাতের অটুট নীরবতা ভেঙে মন্দির থেকে ভেসে এলো একটা তীক্ষ্ণ গুলির শব্দ। থর-থর করে কেঁপে উঠলো নির্জন সাগর-সৈকত। ভয় পেয়ে গাছ থেকে উড়ে গেলো এক ঝাঁক পাখি। মিলিয়ে গেলো অন্ধকারে।

কয়েক শতাব্দীর ঘুম ভেঙে গেলো মন্দিরের। কর্পূরের মত শান্তিও উড়ে গেলো। হিটলারের নিষ্ঠুর নাজি এস্ এস্ বাহিনীর অশুভ পদচারণায় নষ্ট হয়ে গেলো মন্দিরের পবিত্রতা।

নাজি বাহিনীর একজন মেজর জেনারেলের হাতের কোল্ট ফরটি ফাইভ থেকে লতার মতো একেঁ-বেঁকে ধীরে-ধীরে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে একটা সাদা ধোঁয়ার রেখা। তার সামনেই পড়ে আছে মন্দিরের একজন পুরোহিত। কানের পাশে ছোট্ট একটা লাল ফুটো। রক্তের সূক্ষ্ম একটা সাপের মতো এঁকে বেঁকে এগিয়ে চলেছে হলওয়ের দিকে। কি তার অপরাধ ছিলো, কেউ জানে না। পৃথিবীর সবচেয়ে নিষ্ঠুর সেনা বাহিনীর একজন জেনারেলের সঙ্গে হয়তো কোনো ব্যাপারে দ্বিমত প্রকাশ করেছিলো পুরোহিত—এটাই ছিলো হয়তো তার অপরাধ। লাশটাকে টেনে হিঁচড়ে এক পাশে সরিয়ে রাখলো নাজি বাহিনীর সদস্যরা।

মশাল জ্বেলে মন্দিরে আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আলোকিত হলওয়ে দিয়ে নাজিবাহিনীর আট জন সদস্য বয়ে নিয়ে যেতে লাগলো ওক কাঠের সিন্দুকগুলো। কেউ বাধা দেবার সাহস পেলো না। সিন্দুকগুলো আকারে ছোটো, কিন্তু ওজনে খুব ভারি। প্রত্যেকটা সিন্দুক বয়ে নিয়ে যেতে কমপক্ষে চার জন লাগছে। অপারেশনটা তদারক করছিলো একজন সার্জেন্ট।

নীরব দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে আছে চার জন, তাদের মধ্যে দু'জন উচ্চপদস্থ এস্ এস্ অফিসার। একজন মেজর জেনারেল। নাম ওল্ফগেং ভন মেন্টিউফেল। লম্বা, হাল্কা-পাতলা গড়ন। নীল হিমশীতল দু'টো চোখ। বয়স পঁয়ত্রিশের বেশি নয়। অন্যজন কর্ণেল হেইনরিখ স্পাজ। একটু বেঁটে। মোটা। গায়ের রঙ কালো। গোমড়া মুখ। এও পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি। অপর দু'জন মন্দিরের পুরোহিত। তামাটে রঙের যাজকের পোষাক। দু'জনই বৃদ্ধ। প্রাচীন যুগের গর্বিত মানুষ ওরা। কিন্তু এখন চোখে আতঙ্কিত দৃষ্টি। সিন্দুক গুলোর ওপর নিবদ্ধ।

সোনার হাতল লাগানো ছড়ির প্রান্ত দিয়ে সার্জেন্টের গায়ে একটা খোঁচা মারলো ওল্ফগেং।

'আমার মনে হয় সিন্দুকগুলো একবার দেখে নিলে ভালো হতো।' খন্ খনে গলায় বললো ও।

কাছের চার জনের দলটাকে আদেশ করলো সার্জেন্ট। একটা সিন্দুক এনে জোরে নামিয়ে রাখলো ওরা। ঝুঁকে সিন্দুকের ডালাটা খুলে ফেললো সার্জেন্ট। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঝল-মল করে উঠলো হাজার হাজার প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা। মশালের অস্থির আলোর মধ্যেও মনে হলো মুদ্রাগুলো একেবারে নতুন, ঝকঝক করছে। কয়েক হাজার বছর পরে যেন মুদ্রাগুলো আবার ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। হাতের ছড়িটা দিয়ে ঝন্ ঝন্ করে মুদ্রাগুলো নেড়ে চেড়ে দেখলো ওল্ফগেং। চোখ ধাঁধিয়ে গেলো ওর। সন্তুষ্টির রঙ ফুটে উঠলো ওর কঠিন মুখে। স্পাজের দিকে ফিরলো সে।

'একে বারে খাঁটি, কি বলো, হেইনরিখ?'

'স্তম্ভিত হয়ে গেছি আমি,' বললো স্পাজ। 'ফাদাররা এগুলো বেচে ব্যবসা করে নাকি?'

কপট দুঃখে মাথায় হাত দিলো ওল্ফগেং। 'আজকাল কাউকে বিশ্বাস করা যায় না।'

সিন্দুকের ঝলমলে স্বর্ণমুদ্রাগুলোর দিকে দৃষ্টি গেঁথে আছে দুই বৃদ্ধ পুরোহিতের। একটা আবছা বেদনা ওদের চোখে, একজন অনেক কষ্টে সিন্দুকের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ওল্ফগেংয়ের দিকে তাকালো। বয়স নব্বইয়ের কাছে হবে তার। বয়সের ভারে কুঁজো হয়ে গেছে শরীর। মুখটা ভাবলেশহীন রাখার চেষ্টা করছে। কিন্তু চোখ দু'টোকে নিয়ে করার কিছুই ছিলো না তার। স্পষ্ট আতংক ফুটে আছে দু'চোখে।

স্বর্ণমুদ্রা ভরা শেষ সিন্দুকটা নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকলো ওরা। সবগুলো সিন্দুক বাইরে নিয়ে যাওয়া শেষ হলে পুরোহিত দু'জনকে একটা ওক কাঠের দরোজার দিকে ইঙ্গিত করলো ওলফগেং।

'যাও, তোমাদের সঙ্গীদের সঙ্গে গিয়ে অপেক্ষা করো। আমি কথা দিচ্ছি, আমাদের প্লেন টেক-অফ করার সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেয়া হবে তোমাদের।'

ওল্‌ফগেংয়ের নির্দেশ মতো বৃদ্ধ পুরোহিত দু'জন দরোজা দিয়ে নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকলো। দরোজা বন্ধ করে ভারি ভোল্ট দুটো লাগিয়ে দিলো ওল্‌ফগেং। পঞ্চাশ লিটার পেট্রলের একটা ড্রাম ধরা-ধরি করে মন্দিরের ভেতরে ঢুকলো ক'জন সৈন্য। দরোজাটার মুখোমুখি ড্রামটাকে কাত করে শোয়ালো তারা। একজন সৈন্য দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ড্রামটার ক্যাপ খুলে ফেললো। গল্‌-গল্‌ করে ড্রামের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো পেট্রলের ধারা। আরেক দল সৈন্য পেট্রলের কাছ থেকে মন্দিরের মেইন গেট পর্যন্ত পিঁপড়ের সারির মতো করে গান-পাউডার ছিটিয়ে একটা লম্বা ফিউজ তৈরি করলো। অর্ধেকেরও বেশি পেট্রোল গড়িয়ে গেলো হলওয়ের দিকে। বাকিটুকু চুঁইয়ে চুঁইয়ে দরোজাটার নিচ দিয়ে ওপাশে এগিয়ে গেলো। মন্দির থেকে বেরিয়ে যাওয়া সৈন্যদের পিছু-পিছু ওল্‌ফগেং আর স্পাঞ্জও বেরিয়ে এলো। মেইন গেটের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো ওল্‌ফগেং। পকেট থেকে বের করলো একটা ম্যাচ বক্স। অত্যন্ত শান্ত দেখাচ্ছে তাকে। একটা কাঠি জ্বেলে গান পাউডারের উপর ফেলে দিলো তাচ্ছিল্যের সঙ্গে। ফস করে জ্বলে উঠলো গান-পাউডারের লাইনটা।

একটা সিগারেট বের করলো ওল্‌ফগেং আর একটা ম্যাচের কাঠি

জ্বালিয়ে এক গাল ধোঁয়া ছাড়লো। তাকালো আগুনের দিকে। দশ সেকেণ্ডও লাগলো না। পেট্রলের কাছে গিয়ে ছোট্ট ছুটন্ত আগুনটা দপ্‌ করে এক লাফে ছড়িয়ে পড়লো সারা ফ্লোরে। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো ওক কাঠের দরোজাটা। হাতের সিগারেটটা মন্দিরের ভেতরে ছুড়ে মারলো ওলফগেং।

'চলো, মাই ডিয়ার স্পাঞ্জ,' স্পাঞ্জের কাঁধে হাত রেখে বললো ওল্‌ফগেং।

ঘুরে দাঁড়িয়ে এয়ার ফিল্ডের দিকে এগুতে শুরু করলো ওরা দু'জনে। নির্বিকার দেখাচ্ছে দু'জনকেই। পাঁচ পাও এগোয়নি তখনো তারা। এই সময় ক্ষীণ একটা আর্তনাদের শব্দ ভেসে এলো পেছন থেকে। চলার গতি একটুও শিথিল হলো না ওদের।

'ঈশ্বরের দোহাই তোমাদের···বাঁচাও!' আবার ভেসে এলো আর্তনাদটা। '···দরোজাটা খুলে দাও!'

এক সময় চিৎকার থামিয়ে অসহায় ভাবে কেঁদে উঠলো ক'জন বৃদ্ধ। বন্ধ দরোজার ওপাশ থেকে ভালো মতো শোনা যাচ্ছে না ওদের কান্নার শব্দ।

মন্দির থেকে এয়ার ফিল্ড যেতে দু'মিনিট। এয়ার ফিল্ডে পৌঁছে ওরা দেখলো সিন্দুকগুলো ইতিমধ্যে দু'টো জাঙ্কারস এইট এইট প্লেনে বোঝাই হয়ে গেছে। টারমাকে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে প্লেন দু'টো। ইঞ্জিন চালু করে রাখা হয়েছে আগেই। ওল্‌ফগেংয়ের মুখ থেকে একটা শব্দ বেরুতেই দৌড়ে গিয়ে অতিরিক্ত একটা প্লেনে উঠে পড়লো সৈন্যরা। কাছের একটা প্লেনে আরাম করে বসলো দু'জনে। তিন মিনিটের মধ্যে আকাশে উঠে পড়লো তাদের বিমান।

মদের গ্লাস হাতে নিয়ে পাশাপাশি বসে আছে ওল্‌ফগেং আর

স্পাজ। ছ'জনই শান্ত নিরুদ্বিগ্ন। প্লেনের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছে স্পাজ। নিচে তাকালো সে। হাজার বা দেড় হাজার ফুট নিচে সমুদ্রের পাড়ে দাউ দাউ করে জ্বলছে এক প্রাচীন মন্দির। চার পাশে আধ মাইল জুড়ে আলোকিত হয়ে আছে গাছ-গাছালি আর সমুদ্র-সৈকত। ওল্ ফগেংয়ের কাঁধে চাপ দিয়ে সেদিকে দেখালো স্পাজ। জানালা দিয়ে তাকালো ওল্ফগেং। মুখের ভাবটা একটুও পরিবর্তন হলো না তার।

'যুদ্ধ মানেই ধ্বংস,' গ্লাসে কনিয়াক সিপ করতে করতে বললো ওল্ফগেং।

চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকলো ওরা। হতভাগ্য বৃদ্ধ পুরোহিতদের কথা ভাবছিলো স্পাজ। আর ওল্ ফগেং ভাবছিলো ফিল্ড মার্শাল গোয়েরিংয়ের কথা। হাতের ছড়িটা দিয়ে সিন্দুকগুলো নির্দেশ করলো ওল্ফগেং। 'খুব বেশি কিছু নয়,' বললো সে। 'তবু আমাদের মট্ দোস্তের জন্য বেস্ট। তার ভাণ্ডারে আমাদের এবারের কন্ট্রিবিউশনের দাম কত হতে পারে?'

'বলতে পারি না' স্পাজ বললো। তবে মনে মনে ধারণা করলো একশ' মিলিয়ন ডলার হতে পারে এগুলোর দাম। একটু থেমে বললো, 'তুমি কি মনে করো এগুলোর দিকে তাকাবে সে কোনো দিন?'

হেসে আর এক গ্লাস কনিয়াক নিয়ে সিপ করতে লাগলো সে।

'পরিস্থিতি শান্ত হতে আর কত দিন লাগবে, ওল্ ফগেং?'

'আর কত দিন টিকে থাকবে জার্মান? ক'সপ্তাহ?' পাল্টা প্রশ্ন করলো ওল্ ফগেং।'

'উঁহু, যদি আমাদের প্রিয় ফুয়েরার কমাণ্ডার-ইন-চীফ থাকেন, তাহলে নয়।'

কিছু একটা মনে পড়ায় হঠাৎ মুখটা বিরক্তিতে কুঁচকে উঠলো স্পাজের। 'ধেৎ! আমাকে আবার বার্লিনে গিয়ে ওর সঙ্গে যোগ দিতে হবে। এই জঘন্য যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত ওখানেই থাকতে হবে আমাকে।'

'আর আমাকে থাকতে হবে উইলহেমস হেভেনে।' বললো ওল্ফগেং। 'চিন্তা করো না', যুদ্ধের শেষ হলে আমরা ভাগাভাগি করে নেবো উপহারগুলো।'

'নিশ্চয়ই,' বললো স্পাজ। 'কোনো কোড ওয়ার্ড?'

মাথা নেড়ে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ ভাবলো ওল্ফগেং। তারপর বললো: 'উই ফাইট টু দি ডেথ।'

কনিয়াক সিপ করতে করতে এক টুকরো দুঃখের হাসি ফুটিয়ে তুললো স্পাজ। 'অমন অলক্ষুণে একটা কোড তোমাকে মানায় না, ওল্ফগেং।'

পরিস্থিতি খারাপ না হলে উইলহেমস হেভেনে পর্যটন ব্যবসা খুললেও ডকগুলোর কোনো অসুবিধা হতো না। কিন্তু উইলহেমস হেভেনের আবহাওয়া এখন খুবই খারাপ। তীব্র ঠাণ্ডা আর বৃষ্টি ঝরা রাত। ফিকে অন্ধকারে পোর্ট এলাকার প্রায় সব কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো। নর্থ সী সাবমেরিন বেসের উপর আর এ এফ এর ল্যাংকেস্টার বিমানগুলোর অনিবার্য আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য পোর্টে আত্মরক্ষা ব্যবস্থাকে জোরদার করার তড়িঘড়ি প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। হুডেড শেড লাগানো কতগুলো কম পাওয়ারের বাতি পোর্টের একটা এলাকা সামান্য আলোকিত করে রেখেছে। শত্রু পক্ষের বিমানের জন্য পোর্টের আইডেন্টিফিকেশন মার্ক হিসাবে ওই ফিকে আলোই যথেষ্ট।

উইল হেমস হেভেনের লোকেরা বাতিগুলোর জন্য স্বস্তি পাচ্ছিলো না। বাতিগুলো জ্বালিয়ে রাখার কারণ জানারও কারও আগ্রহ ছিলো না, কারণ জেনারেলের আদেশ। এই জেনারেল ফিল্ড মার্শাল গোয়েরিংয়ের ব্যক্তিগত সীল বহন করে থাকে।

জার্মান নেভীর একটা দুর পাল্লার লেটেস্ট ইউ বোটের ব্রীজের উপর দাঁড়িয়ে ছিলো জেনারেল ভন মেন্টিউফেল। উদ্বিগ্ন চেহারায় তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো ইউ-বোটের ক্যাপ্টেন। আসন্ন বিপদের আঁচ পেয়ে অস্থির হয়ে উঠেছে ক্যাপ্টেন। জেটিতে জাহাজ ভিড়িয়ে শত্রুর টার্গেট হওয়ার জন্য এভাবে অপেক্ষা করাটা মোটেই ভাল লাগছিলো না তার। আর এ এফ-এর বিমানগুলো আক্রমণ করতে আসবে বলে নিশ্চিত ধারণা করছে ক্যাপ্টেন। তার চোখে মুখে হতাশা আর পরাজয়ের গ্লানি। ইউ-বোটের (সাবমেরিন) কানিং টাওয়ারে পায়চারি করার মতো বাড়তি জায়গা নেই বলেই যেন থেমে আছে ক্যাপ্টেন। উঁচু শব্দে গলাটা ঝেড়ে পরিষ্কার করলো সে।

'জেনারেল ভন মেন্টিউফেল, আমাকে জোর দিয়েই বলতে হচ্ছে, আমাদের এক্ষুণি এখান থেকে চলে যাওয়া উচিৎ। ভয়ানক বিপদের মধ্যে আছি আমরা।'

কথার মাঝখানে ক্যাপ্টেনকে থামিয়ে দিলো ওল্ফগেং। কর্কশ কণ্ঠে বললো, 'আমি আপনার এবং এডমিরালের কথা ভাবছি না। আমি ভাবছি আমার এবং রীথ মার্শালের কথা।'

'আর এ এফ-এর ল্যাংকেস্টার বিমান গুলোর কথা জানেন ? ওদের প্রত্যেকটা বোমার ওজন দশ টন।' উত্তেজিত কণ্ঠে বললো ক্যাপ্টেন। 'দশ টন ! ওরকম ছ'টো দিয়েই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় যুদ্ধ জাহাজ টার্পিজকে ধ্বংস করে দেয়া যায়। আপনি ধারণা করতে…'

'আমি ভালো করেই ধারণা করতে পারছি, কর্ণেল। রীথ মার্শালের বুলেটটা আমার কপালে কতটুকু গর্ত খুঁড়বে সেটাও ধারণা করতে পারছি।' বললো ওল্ফগেং। একটু অস্থির দেখালো তাকে। 'দ্বিতীয় ট্রাকটা এতো দেরি করছে কেনো !'

জেটির পাড়ের দিকে তাকালো ওল্ফগেং। কতগুলো লোক ওখানে একটা মিলিটারী ট্রাক থেকে কিছু নামাচ্ছে। আর কয়েক জন মিলে দ্রুত খোঁড়াতে খোঁড়াতে গ্যাংওয়ে দিয়ে উঠে ওগুলোকে ব্রীজের সামনের খোলা হ্যাচওয়ের ভেতর নিয়ে যাচ্ছে। বাক্সগুলো দেখতে ছোটো, কিন্তু ওজনে খুব ভারি। সন্দেহ নেই ওগুলোই গ্রীসের প্রাচীন মন্দির থেকে লুট করে এনেছিলো ওলফগেং। একে একে তাড়াহুড়া করে সিন্দুক গুলোকে সাবমেরিনে বোঝাই করছে লোকগুলো।

ক্রিং ক্রিং করে একটা টেলিফোন বেজে উঠলো ব্রীজে। ছোঁ মেরে রিসিভারটা তুললো ক্যাপ্টেন। এক মুহূর্ত শুনে ভন মেন্টিউফেলের দিকে ফিরলো সে।

'বার্লিন থেকে একটা টপ সিক্রেট কল, জেনারেল। আপনি ইচ্ছা করলে নিচে প্রাইভেট লাইনে কথা বলতে পারেন। এটাতেও বলতে পারেন।'

'চলবে,' বললো ওলফগেং। রেইন হার্ডের হাত থেকে রিসিভারটা নিলো সে। 'ওহ্ ! কর্ণেল স্পাজ।'

'উই ফাইট টু দি ডেথ,' বললো স্পাজ। 'রাশিয়ানরা বার্লিনের গেটে চলে এসেছে।'

'মাই গড ! এতো তাড়াতাড়ি ?' খবরটা শুনে সঙ্গে সঙ্গে শক্ খেলো একটা ওল্ফগেং। 'আমার আশীর্বাদ রইলো, কর্ণেল স্পাজ। আমি জানি তুমি তোমার জন্মভূমির জন্য লড়ে যাবে।'

'যেমন প্রত্যেকটা খাঁটি জার্মান লোক লড়বে।' স্পাজের দৃঢ় কণ্ঠস্বরটা ক্যাপ্টেন রেইন হার্ডেরও কানে গিয়ে পৌঁছলো, 'প্রত্যেকটা খণ্ড যুদ্ধে হেরে যাচ্ছি আমরা। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই শেষ প্লেনটা টেক অফ করতে যাচ্ছে বার্লিন থেকে।'

'আমার শুভ কামনা রইলো, মাই ডিয়ার হেইনরিখ। জয় হিটলার!'

রেইন হার্ডের কাছে রিসিভারটা ফেরৎ দিলো ওলফ্‌গেং। জেটির দিকে তাকালো সে। মুখটা কঠিন হয়ে উঠলো। দ্রুত ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরে বললো, 'ওই যে দেখুন। দ্বিতীয় ট্রাকটা, এসে গেছে। আপনার যত লোক আছে প্রত্যেককে কাজে লাগিয়ে দিন!'

'আমার যত লোক ছিলো তাদের প্রত্যেককেই ইতমধ্যে ওই কাজে লাগানো হয়েছে।' তেতো কণ্ঠে বললো ক্যাপ্টেন। 'আমি আর আপনি যে রকম বাঁচতে চাই, ওরাও সেরকম বাঁচতে চায়।'

নর্থ সী'র অনেক উঁচুতে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে ছুটে আসছে এক ঝাঁক ল্যাংকাস্টার বিমান। 'V' আকারে সমান বেগে ছুটছে স্কোয়াড্রন গুলো। সবচেয়ে আগে ছুটে চলা বিমানের ফ্লাইট ডেকে ক্যাপ্টেন তার পাশে বসা নেভিগেটরের দিকে ফিরলো।

'টার্গেট এরিয়াতে পৌঁছতে আমাদের কতক্ষণ লাগবে?'

'বাইশ মিনিট,' বললো নেভিগেটর। 'ঈশ্বরই জানেন আজ রাতে উইলহেমস হেভেনের হতভাগাগুলোর কি হয়।'

'উইলহেমস হেভেনের গুল্লি মারো। আমাদের কি অবস্থা হয়, সেটা ভাবো। এতোক্ষণে আমরা হয়তো ওদের রাডারে ধরা পড়ে

গেছি।'

একই সময়ে পূর্ব দিক থেকে উইলহেমস হেভেনের দিকে ছুটে আসছিলো আরেকটা বিমান। জাঙ্কারস্ এইটি এইট। মাত্র দু'জন যাত্রী পাশা পাশি বসে আছে। এটাই বার্লিন থেকে টেক-অফ করা শেষ প্লেন। পাইলটের পাশের সিটে বসে আছে স্পাজ। নার্ভাস। নার্ভাস হওয়ার কারণ কোনো এটি এয়ার ক্রাফ্‌টের শেল নয়। মনের মধ্যে অন্য চিন্তা। ঘড়ির দিকে তাকালো সে। অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে ফিরলো পাইলটের দিকে।

'দ্রুত, পাইলট। আরো দ্রুত।'

'অসম্ভব, কর্নেল।' হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো পাইলট।

নাবিক এবং সৈন্য উভয় দলই এক সঙ্গে উন্মত্ত গতিতে টেনে হিঁচড়ে ট্রাক থেকে বাকি সিন্দুক গুলো নামিয়ে সাবমেরিনের হ্যাচওয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলো। এমন সময় পুরো পোর্ট এরিয়া কাঁপিয়ে সতর্ক সাইরেন বেজে উঠলো। অনিবার্য বিমান-হামলার কথা জানা থাকলেও যেন কারও কমাণ্ডে কাজ ফেলে কর্মীরা সবাই এক যোগে ভয়ে ভয়ে রাতের অন্ধকার আকাশের দিকে তাকালো।

পাঁচ মিনিট পর পড়লো প্রথম বোমা।

পনের মিনিটের মাথায় দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠলো উইলহেমস হেভেন। পুরো ডক এরিয়া ভয়াবহ নরকের মতো দাউ-দাউ করে জ্বলছে। বিশাল আগুনের স্তম্ভ উঠে গেছে আকাশের দিকে। ধোঁয়া

আর বারুদের উৎকট গন্ধে উইলহেমস হেভেনের আকাশ বাতাস ভরে গেছে। আগুনের বিরাট-বিরাট শিখা পুরো ডক জুড়ে উদ্দাম নৃত্যে মেতে উঠেছে। তার ফাঁকে ফাঁকে দুঃস্বপ্নের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে যেন ছায়া-ছায়া অসংখ্য দৈত্য। মাথার উপর ঝাঁকে ঝাঁকে বিমানের হৃৎপিণ্ড কাঁপানো গর্জন। পোর্টের এখানে ওখানে নীল আলো বিকীর্ণ করে বিকট শব্দে ফাটছে বোমা। নিচে একটানা এন্টি এয়ারক্রাফ্‌ট আর মেশিনগানের ত্রাশ ফায়ারের শব্দ।

সাব মেরিনের কানিং টাওয়ারে দাঁড়িয়ে ওল্‌ফগেং আর ক্যাপ্টেন রেইনহার্ড দু'জনেই ভয়ানক ভাবে কাশতে শুরু করলো। একটা জ্বলন্ত ওয়েল ট্যাঙ্কারের উৎকট ধোঁয়া এসে গ্রাস করছে ওদের দু'জনকে। পানি গড়িয়ে পড়ছে দু'জনের চোখ দিয়ে।

'গড্‌স্ সেক,' কাশতে কাশতে বললো ক্যাপ্টেন। 'শেষের বোমাটা দশ-টন ওজনের। ইউ-বোট পেন্সের ঠিক মাথায় পড়েছে। হোক না দশ ফুট পুরু বা বিশ ফুট পুরু কংক্রিট, তাতে কিছু আসে যায় না। ওখানে প্রত্যেকটা লোক মারা যেতে পারতো আরেকটু এদিকে পড়লে।

'দেখুন, ক্যাপ্টেন, বিমান আক্রমণটা এখন তুঙ্গে। এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হলে আমাদের ধীরে ধীরে এগুতে হবে। কাজটা দ্রুত করা যায় না। যে কোনো মুহূর্তে বোমা পড়ে আমাদের ইউ-বোটটা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।'

'হয়তো তাই, হের জেনারেল, হয়তো তাই। কিন্তু তবু একটা কিছু তো করতে হবে।' এক মুহূর্ত থামলো ক্যাপ্টেন। তারপর বললো, 'তবে আপনি নিশ্চয় জানেন যুদ্ধ জাহাজের কমাণ্ড থাকে ক্যাপ্টেনের কাছে।'

'এবং একজন সৈনিক হিসাবে আমি এটাও জানি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ জাহাজ ডক ছেড়ে না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত কমাণ্ডে ক্যাপ্টেন

থাকেন না। একজন ক্যাপ্টেনের কর্তৃত্ব থাকে শুধু সমুদ্রে চলার পথে।' ওল্‌ফগেং বললো। 'বাক্সগুলো বোঝাই হয়ে যাক।'

'কথাটা বললে আমার কোর্ট মার্শাল হতে পারে, তবু বলছি, আপনি অমানুষ। আপনার ঘাড়ে শয়তান ভর করেছে।'

মাথা ঝাঁকালো ওল্‌ফগেং—'হ্যাঁ-হ্যাঁ, করেছে।'

উইলহেমস হেভেনে একটা প্লেন নাক নিচু করে ডাইভ দিলো। জাঙ্কারস্ এইটি এইট প্লেন ওটা। ভয়ানক একটা ঝাঁকুনি খেয়ে টাচ-ডাউন করলো প্লেনটা। ঘন ধোঁয়ার জন্য রানওয়ে থেকে প্লেনের উচ্চতা ঠিক মতো আন্দাজ করতে পারে নি পাইলট। ফলে সামনের চাকাটা রানওয়েতে ধাক্কা খেয়েছে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এ ধরনের ল্যান্ডিং কল্পনাও করতে পারতো না পাইলট। প্লেনের দৌড় থামার আগেই দরোজা খুলে এদিক ওদিক তাকিয়ে অপেক্ষমান গাড়িটা খুঁজতে লাগলো স্পাজ। খোলা মার্সিডিজটা দৃষ্টিতে পড়তেই এক দৌড়ে গিয়ে উঠে বসলো। বললো, 'জোরসে চালাও।'

সাবমেরিনের চতুর্দিকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী আগের চেয়ে আরো প্রকট হয়ে উঠলো। জ্বলছে ঘরবাড়ি। এই আগুনের কারণে বাতাস বইতে শুরু করলো জোরে। বাতাসের ঝাপটায় ধোঁয়ার মেঘটা ধীরে ধীরে হালকা হয়ে এলো। তখনো সাবমেরিনের ব্রীজের কাছে শ্বাসরুদ্ধকর ধোঁয়া বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। চোখ দিয়ে পানি পড়ছিলো ভন মেন্টিউফেলের, তবু আকাঙ্ক্ষিত জিনিসটা দৃষ্টির আড়াল করলো

না সে।

'হয়ে গেছে, ক্যাপ্টেন, হয়ে গেছে। শেষ সিন্দুকটা তোলা হয়ে গেছে।' বললো ওল্ফগেং।

আর এক সেকেণ্ডও দেরি করার অবস্থা ছিলো না ক্যাপ্টেন রেইন হার্ডের। এন্টি এয়ার ক্রাফ্‌ট আর মেশিনগানের শব্দকে ছাপিয়ে উন্মাদের মতো চিৎকার করে সবাইকে সাবমেরিনে উঠে পড়তে নির্দেশ দিলো সে। সেই সঙ্গে নোঙ্গর তুলে ইউ বোটকে ধীরে ধীরে এগুতে নির্দেশ দিলো। শেষ লোকটা গ্যাংওয়ে দিয়ে পুরো উঠে আসবার আগেই ধীরে ধীরে এগুতে শুরু করলো সাবমেরিন। জেটি থেকে মাত্র কয়েক ফুট এগিয়েছে ওটা, এমন সময় তীর বেগে ছুটে এসে একটা গাড়ি স্কিড করে থামলো জেটিতে। টায়ারের তীব্র আর্তনাদটা ভন মেন্টিউফেলেরও কানে গেলো। ঝট করে পেছন ফিরে তাকালো সে।

স্কিড করে থামার আগেই প্রায় চলন্ত গাড়ি থেকে দরজা খুলে লাফিয়ে পড়েছিলো স্পাজ। পড়তে পড়তে ছুটলো ও। ধাক্কাটা কেটে যেতেই থমকে দাঁড়ালো। বাতাসের ঝাপটায় তখন ধোঁয়া অনেক হালকা হয়ে এসেছে। সামনে তাকালো। দেখলো, একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে সাবমেরিনটা। চোখ দু'টো বিস্ফারিত হয়ে গেলো ওর। দাঁড়ালো এক মুহূর্ত। তার পরই মাথায় যেন বাজ পড়লো ওর।

'ওল্ফগেং!' চিৎকার করে উঠলো স্পাজ। 'ওল্ফগেং! ঈশ্বরের দোহাই, দাঁড়াও!'

ব্রীজের উপর দাঁড়িয়ে আছে ওল্ফগেং। দৌড়ে কয়েক পা সামনে এগিয়ে গেলো স্পাজ। মুখের কাছে হাত এনে চেঁচিয়ে ডাকলো, 'ওল্ফ...' হঠাৎ মুখটা অবশ হয়ে গেলো যেন স্পাজের। ওল্ফগেং-এর পুরো নামটাও উচ্চারণ করতে পারলো না সে। দেখলো, তার

দিকে একটা পিস্তল তাক করে ধরে আছে ভন মেন্টিউফেল। কয়েক সেকেণ্ড। স্থির দাঁড়িয়ে থাকলো স্পাজ। বিস্ময় আর অবিশ্বাসে বরফের মতো জমে গেছে সে। কড়াৎ করে ভন মেন্টিউফেলের পিস্তলটা গর্জে উঠলো। লাফিয়ে মাটিতে পড়ে গড়ান দিলো স্পাজ। এক ফুট সামনে বালি ছিটিয়ে গেঁথে গেলো বুলেটটা। শোয়া অবস্থাতেই হোলস্টার থেকে লুগার বের করে সাবমেরিনের দিকে লক্ষ্য করে প্রত্যেকটা গুলি খরচ করলো। কিন্তু কানিং টাওয়ারের দিকে চোখ পড়তেই দেখলো কেউ নেই। ওটার স্টিলের দেয়ালে আঁচড়ও কাটতে পারেনি লুগারের বুলেট। ধীরে ধীরে আরেকটু এগিয়ে ডুবে গেলো সাবমেরিনটা।

হাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো স্পাজ। উদাস দৃষ্টিতে তাকালো শূন্য সমুদ্রের দিকে।

'দোজখে পুড়ুক তোমার আত্মা, মেজর জেনারেল ভন মেন্টিউফেল,' ধীরে ধীরে বললো স্পাজ। 'নাজি পার্টির ফাণ্ড; এস, এস-এর ফাণ্ড; হিটলার এবং গোয়েরিংয়ের ব্যক্তিগত প্রাপ্য অংশ আর মন্দিরের ধন-সম্পদ। আমার প্রিয় ও বিশ্বস্ত বন্ধু!'

এক টুকরা নিষ্ঠুর হাসি খেলে গেলো ওর মুখে।

'কিন্তু পৃথিবীটা অনেক ছোটো, ওল্ফি, আমার বন্ধু! অনেক ছোট এই পৃথিবী। যেখানেই যাও, আমি তোমাকে খুঁজে বের করবোই। নিস্তার নেই তোমার।'

ধীরে ধীরে লুগারটাকে রিলোড করলো ও। তারপর জামা-কাপড় ঝেড়ে দৃঢ় পদক্ষেপে মার্সিডিস স্টাফ কারটার দিকে এগুলো।

ককপিটে বসে একটা চার্টের ওপর চোখ বুলাচ্ছে পাইলট। তার পাশের সিটে বসলো স্পাজ। অবাক হয়ে তার দিকে তাকালো

পাইলট।

'ফুয়েল ট্যাংকগুলো ভরা আছে?' জানতে চাইলো স্পাজ।

'ভরা। কিন্তু আপনি? আমিতো বার্লিনে ফিরে যাচ্ছিলাম।'

'বার্লিন নয়, মাদ্রিদ!'

'মাদ্রিদ' বিস্ময়ে চোখ দু'টো বড় বড় হয়ে গেলো পাইলটের। 'কিন্তু আমাকে যে আদেশ দেয়া…'

'নতুন করে আদেশ করছি আমি।' হোলস্টার থেকে লুগারটা বের করে দেখালো স্পাজ।

এক

আকাশের সাদা মেঘ ফুঁড়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো একটা থার্টি সিটার প্লেন। রমোনো এয়ার পোর্টের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সোজা। প্লেনের জানালা দিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে রয়েছে হিলার। বেঁটে, মোটা। মাথায় একরাশ ঘন চুল। কঠিন চেহারা। বয়স পঁয়ত্রিশের কোঠায়। পুরো নাম এডোয়ার্ড হিলার। প্লেনে বেশির ভাগ সময়ই নিচের দিকে চেয়ে চেয়ে কাটিয়ে দিয়েছে সে। যদিও ব্রাজিলের দক্ষিণে এদিকটায় তেমন কিছুই দেখার মত নেই। থাকবার মধ্যে আছে আমাজানের একটা উপনদী। ঘন সবুজ বনের ভেতর দিয়ে নদীটা চলে গেছে অনেক দূর।

কয়েক সিট পেছনে বসে হিলারকে অলক্ষ্যে পাহারা দিচ্ছে আর একজন। সিরানো। ছিপ ছিপে লম্বা। কালো চুল, কালো গোঁফ। গায়ের রং শ্যামলা। পরনে অফ্ হোয়াইট স্যুট। ম্যাক্সিক্যান বলে মনে হয়। প্লেনে ওঠার পর থেকেই হিলারের সকল গতিবিধি ফলো করছে সে।

প্লেনের ঘড়ঘড়ে লাউড স্পিকারে পাইলটের কণ্ঠ ভেসে এলো: 'আমরা রমোনোতে ল্যাণ্ড করতে যাচ্ছি। প্লিজ ফেস্‌ন্ ইওর বেল্টস্।'

নাক নিচু করে ধীরে ধীরে নিচের দিকে নেমে যেতে লাগলো

প্লেনটা। সিট বেল্টটা বেঁধে নিয়ে জানালা দিয়ে আবার নিচের দিকে তাকালো হিলার। আসলে নিচের দৃশ্যটা মোটেই ভালো লাগছিলো না ওর। সিরানোর কথা ভাবছে ও। লোকটা গতকাল থেকে অনুসরণ করছে ওকে। কি চায় ও? মনে মনে সাংঘাতিক বিরক্ত হয়ে উঠলো হিলার। বহু নিচে নদী। নদীর সমান্তরালে এগিয়ে চলেছে প্লেন। একটা ছোট্ট মোটর-বোট ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে নদী পথে। বোটে বসে আছে কয়েকটা লোক।

তিনজন। তাদের মধ্যে প্রথমেই যে লোকটা দৃষ্টি কেড়ে নেয়, তার নাম আসাদ মাহমুদ। উচ্চতায় ছয় ফুটের মতো। ঢালু প্রশস্ত কাঁধ। বলিষ্ঠ দেহ। কালো চোখ ক্ষুর ধার দৃষ্টি। এলো মেলো কালো চুল। কোন দেশের অধিবাসী, বোঝা দুষ্কর। বয়স পঁয়ত্রিশের মতো। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাঁড়ি। পরনের পোশাক-আশাক ছেঁড়া। মুখে, গলায় আর কাঁধে ছোপ-ছোপ রক্তের দাগ। দেখে মনে হয় যেন ভয়ানক কিছু একটা ঘটিয়ে এসেছে সে। তার সঙ্গী দু'জন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। হালকা-পাতলা পেশী বহুল দেহ ওদের। বয়স আসাদের চেয়ে পাঁচ-সাত বছর কম হতে পারে। ওরা দু'জন একই রকম। চোখে মুখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর কৌতুকের ছাপ। জমজ ভাই ওরা। রেমন আর নেভারো।

'আপনাকে চমৎকার লাগছে।' বললো রেমন।

মাথা নাড়লো নেভারো, 'কেউ দেখলে বলবে পাঁচটা খুন করে এসেছেন মিঃ আসাদ।' রেমনের দিকে তাকালো সে। 'এতেই চলবে, কি বলো?'

'উঁহু,' এপাশ ওপাশ মাথা নাড়লো রেমন। 'আরো বাকি আছে।'

আসাদের শার্টের উপর রক্তের ছোপ ছোপ দাগগুলোকে আরেকটু বড় করে দিলো সে। মেঝের উপর পড়ে থাকা পশুটার কাটা গলায় হাত বুলিয়ে নিলো। তারপর রক্ত মাখা হাতটা তুলে এনে দক্ষ আর্টিস্টের মতো আসাদের মুখ, গলা আর বুকে নতুন করে রক্তের প্রলেপ দিলো। কাজটা শেষ করে একটু পিছিয়ে গিয়ে নিজের শিল্প-কর্মটাকে ঝানু শিল্পীর মতো বিচার করলো। একটা সন্তুষ্টির ছায়া ফুটে উঠলো রেমনের মুখে।

'মাই গড,' বললো রেমন, 'আপনাকে সত্যিই খুনীর মতো লাগছে, মিঃ আসাদ।'

'তাহলেই ভালো হয়,' বললো আসাদ। 'আবার বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে নাতো? নেভারো তুমি দেখো তো?'

আসাদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিলো নেভারো। 'ঠিক আছে, মাই লর্ড।' বললো সে।

ওদের মোটর-বোটটা এসে পাড়ে ভিড়লো। নৌকাটা বেঁধে দু'ভাইয়ের দিকে ফিরলো আসাদ, 'তোমার সোজা ব্রাসিলিয়া চলে যাবে প্লেনে। আমি তোমাদের সঙ্গে হোটেল ইম্পেরিয়ালে দেখা করবো।'

'আপনার জন্য ভালো বাথরুমের ব্যবস্থা, ভালো পোশাক-আশাক?' জানতে চাইলো নেভারো।

'লাগবে। তিনটা স্যুট ভাড়া করবে সবচে ভালো দেখে। খরচটা তো আর আমাদেরকে দিতে হচ্ছে না।'

'কে দিচ্ছে, মাই লর্ড?'

'মিঃ স্মিথ। সে অবশ্য এখনও জানে না ব্যাপারটা। তবে সে-ই দেবে।'

কৌতূহল চেপে রাখতে পারলো না রেমন। 'মিঃ স্মিথকে চেনেন

আপনি? মানে, তার সঙ্গে পরিচয় আছে আপনার?'

'না।'

'তাহলে কি অপেক্ষা করবেন?'

'দরকার নেই। আগাম ব্যবস্থা করা আছে। ওদিকে আমাদের বন্ধু সম্ভবত ভুলে যেতে বসেছে আমাদের কথা।'

'আপনি অযথা মিঃ হিলারের উপর চটছেন।' বললো নেভারো। 'আপনার ইণ্ডিয়ান বন্ধুদের সঙ্গে তিন দিন ধরে থাকার সময় সে নিশ্চয় ব্যাপারটা ভুলে গেছে।'

'এত তাড়াতাড়ি ভুলবে না। যাই হোক, ইম্পেরিয়ালে থাকার সময় সব সময় টেলিফোনের কাছে থাকবে।'

রেমনের কাঁধে হালকা ছুটো চাপড় দিয়ে এগুলো আসাদ। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আঁকা-বাঁকা অন্ধকার গলিপথ দিয়ে হেঁটে শহরের পশ্চিম প্রান্তে চলে এলো ও। পথে মাঝে মাঝে দু'একজন লোক থমকে দাঁড়িয়ে ওর রক্তাক্ত চেহারাটার দিকে অবাক চোখে তাকিয়েছে। গা করেনি আসাদ। কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা শহরের মাঝখান দিয়ে হেঁটে চলে এসেছে। শহরের এদিকটা অন্ধকার আর বন জঙ্গলে ভরা। জঙ্গলের মধ্যে একটা পুরনো ভাঙ্গা-চোরা ঘর। আগে জ্বালানি কাঠের গুদাম ছিল। এখন খালি। ঘরের দেয়ালে শ্যাওলার সবুজ ছোপ। চুন সুরকি খসে দেয়ালের পাঁজর বেরিয়ে গেছে। এখানে ওখানে দীর্ঘ ফাটল। তার ফাঁকে আগাছা বেড়ে উঠেছে। প্রায় ভাঙা একটা দরোজা। একটা মাত্র জানালা। তার অবস্থাও একই। ভাঙা একটা গ্লাস আটকে আছে ওটার ফ্রেমে। এটাই আসাদের আস্তানা।

দরোজা খুলে ভেতরে ঢুকে অন্ধকারে বাতিটা খুঁজে বের করলো। আলো জ্বাললো। এক পাশে একটা নড়বড়ে খাট। খাটের কাছে

একই রকম কয়েকটা চেয়ার। একটা দুমড়ে যাওয়া টেবিল। টেবিলের দু'দিকে দু'টো ড্রয়ার। পাশে জিনিস পত্র রাখার একটা তাক।

ক্লান্ত ভঙ্গিতে খাটের উপর বসলো আসাদ। কোঁ-কোঁ করে উঠলো খাটের নড়বড়ে পায়াগুলো। ঝুঁকে খাটের নিচ থেকে একটা বোতল বের করে আনলো ও। ছিপিটা খুলে ভেতরের তরল পদার্থটা গল গল করে ঢেলে দিলো গলায়। কি একটা কথা মনে পড়ায় বোতলটা শেষ না করেই উঠে দাঁড়ালো ও।

বাইরে থেকে এক জোড়া চোখ আসাদকে লক্ষ্য করছে। জানালার ভাঙা কাঁচের ফাঁক থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়েছে লোকটা। অফ্-হোয়াইট স্যুট। রমোনো শহরে সিরানো ছাড়া অন্য কেউ সাধারণতঃ অফ্-হোয়াইট স্যুট পরে না। অন্ধকারে ধীরে ধীরে একটা সন্তুষ্টির হাসি ছড়িয়ে পড়লো সিরানোর মুখে।

বোতলটা টেবিলের উপর ঠক করে নামিয়ে রাখলো আসাদ। গায়ের ছেঁড়া শার্টটার একটা পকেট থেকে চামড়ার ছুটো খুদে ব্যাগ বের করলো। একটা ব্যাগের বোতাম খুলে হাতের তালুর উপর উপুড় করলো ও। টপ টপ করে ওর হাতের ওপর গড়িয়ে পড়লো কতকগুলো অমসৃণ হীরের টুকরো। মুঠো ভর্তি হীরে। চকচকে চোখে ওগুলোর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো আসাদ। এরপর একটা একটা করে টেবিলের উপর ফেললো হীরের টুকরোগুলো। বোতলটা তুলে দিয়ে আরেকবার গলাটা ভিজিয়ে নিলো আসাদ। অপর ব্যাগটাও খুলে টেবিলের উপর উপুড় করলো ও। ছড়িয়ে পড়লো প্রায় পঞ্চাশটার মতো ঝলমলে স্বর্ণমুদ্রা।

জানালার ফাঁক দিয়ে টেবিলের জিনিসগুলোর দিকে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলো সিরানো। এক সঙ্গে এতগুলো স্বর্ণমুদ্রা আর

হীরে দেখে স্থান কাল ভুলে গেলো ও। মনের অজান্তে জানালার এতো কাছে চলে এলো যে, আসাদ যদি অন্যমনস্ক না হতো তাহলে সিরানোর লাল নাকের ডগাটা স্পষ্ট দেখতে পেতো। গলা শুকিয়ে গিয়েছিলো সিরানোর। ঢোঁক গিললো সে।

ব্যাকস্যাক থেকে একটা ক্যামেরা বের করে আনলো আসাদ। ক্যামেরা খুলে ভেতর থেকে এক্সপোজ্‌ড্‌ ফিল্মের ক্যাসেটটা বের করলো। ক্যাসেটটা চোখের সামনে ধরে অন্য হাতে ক্যামেরাটা টেবিলের উপর রাখতে গিয়ে ছু'খণ্ড হীরা ফেলে দিলো টেবিল থেকে। গড়িয়ে টেবিলের নিচে চলে গেলো ওগুলো। তাকের উপর সাজিয়ে রাখা পুরনো ফিল্ম ক্যাসেটগুলোর পাশে ক্যাসেটটা রাখলো ও। ক্যামেরা পুনরায় ব্যাকস্যাকে ভরে রেখে টেবিলের কাছে ফিরে এলো। টেবিল থেকে একটা স্বর্ণমুদ্রা তুলে নিয়ে চোখের সামনে ধরলো। মুদ্রাটা গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখলো ও। নিঃসন্দেহে স্বর্ণের। আকৃতি ও ছাপ দেখে মনে হয় না ওগুলো সাউথ আমেরিকার পাওয়া। অনেকটা ল্যাটিন বা গ্রীসের বলেই মনে হয়। মুদ্রাগুলোর গায়ে প্রাচীন রাজন্যদের ছবি। ছবিগুলোই প্রমাণ, মুদ্রাগুলো গ্রীসের।

একটা হাই তুলে বোতলের দিকে হাত বাড়ালো আসাদ। অবশিষ্ট তরল জিনিসটা গলায় ঢেলে দিলো সে। মুদ্রাগুলো ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখলো আবার। এক মুহূর্ত থেমে কিছু ভাবলো। তারপর ব্যাগ থেকে কয়েকটা স্বর্ণমুদ্রা বের করে ট্রাউজারের পকেটে ঢুকিয়ে রাখলো। ব্যাগটা ঢুকিয়ে রাখলো একটা বোতাম ওয়ালা পকেটে। হীরাগুলো অন্য ব্যাগে পুরে অন্য একটা বোতামঅলা পকেটে রাখলো। তারপর বাতিটা নিভিয়ে বেরিয়ে পড়লো অন্ধকারে।

ঝাড়া পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করলো সিরানো। তারপর হাতে

একটা ফ্লাশ লাইট নিয়ে ঢুকলো ভেতরে। চেয়ারটা ধরিয়ে তাকে রাখলো ও। ফ্লাশ লাইট জ্বেলে নিচ থেকে হীরা ছু'টো কুড়িয়ে এনে টেবিলের উপর রাখলো। তারপর আসাদের রেখে যাওয়া ফিল্মের ক্যাসেটটা তুলে এনে হীরার টুকরো ছু'টোর পাশে রাখলো। এ সময় হঠাৎ তার মনে হলো ঘরের মধ্যে অন্য কেউ ঢুকেছে। ঝট্‌ করে ঘুরে দাঁড়িয়েই স্থির হয়ে গেলো সে।

বাতির দিকে আলোয় ঝিলিক দিচ্ছে পিস্তলের একটা ক্ষুধার্ত নল।

'ভালো, ভালো।' বিদ্রূপের গলায় বললো হিলার। 'দেখতেই পাচ্ছি তুমি একজন ডায়মণ্ড কালেক্টার। তা কি নাম তোমার?'

'সিরানো।' দুর্বল কণ্ঠে উত্তর দিলো সিরানো, 'তা পিস্তল তাক করে রাখার কি আছে?'

'কোনো খেলনা আছে তোমার কাছে? মানে, অস্ত্রটস্ত্র?'

'না।'

একটু কঠিন দেখালো হিলারকে। 'যদি তোমার কাছে কোনো পিস্তল খুঁজে পাই, তাহলে সোজা গুলি করবো আমি।'

বিমর্ষ ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে একটা সাইড পকেটের দিকে হাত বাড়ালো সিরানো।

'কোনো চালাকি নয়। আস্তে করে ছু'টো আঙুল দিয়ে ব্যারেলটা ধরে বের করে আনো ওটা।' বললো হিলার।

নির্দেশ মতো ছু'আঙুলে চ্যাপটা নাকের অটোমেটিক পিস্তলটা বের করে আনলো সিরানো। রাখলো টেবিলের ওপর।

পিস্তলটা তুলে নিয়ে পকেটে রাখলো হিলার। সেই সঙ্গে ডায়মণ্ড ছু'টো আর ফিল্মের ক্যাসেটটাও পকেটে চালান করে দিলো।

'তুমি প্লেনে ওঠার পর থেকে আমাকে সারাদিন ফলো করেছো। গতকাল এবং পরশুও তোমাকে আমার পেছনে ঘুর-ঘুর করতে দেখেছি। কিন্তু একটা ভুল করেছ সিরানো। সেটা হলো, সাদা ড্রেসটা তোমার পাল্টে নেয়া উচিত ছিলো। যাই হোক, আমার পেছনে কেন লেগেছো?'

'আসলে আপনার পেছনে নয়,' বললো সিরানো। 'আমরা দু'-জনেই একই লোকের পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

পয়েন্টেড পিস্তলটা এক ইঞ্চি উপরে তুললো হিলার। ভয়ে চোখ মুখ সাদা হয়ে গেলো সিরানোর।

'পেছনে কোনো লেজ রেখে চলা ফেরা করতে পছন্দ করি না আমি।' বললো হিলার, 'চোখ দু'টো বন্ধ করো। সামনের দিকে ঝুঁকে কপালটা সোজা রাখো। কপালে গুলি লাগলে মরতে কষ্ট হবে না তোমার।' পিস্তল ঝাঁকালো হিলার।

'জেসাস!' ভয়ে চোখ দু'টো বিস্ফারিত হয়ে গেলো সিরানোর। 'সামান্য এই কারণটার জন্য আমাকে খুন করতে চাইছেন আপনি? অথচ আমরা দু'জন একই লোকের ব্যাপারে আগ্রহী, মিঃ হিলার, পরস্পরের সহযোগিতার জন্য পার্টনার হতে পারি আমরা।'

'পার্টনার!'

'আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি।' সিরানো নিজে থেকেই ইচ্ছুক ছিলো, নাকি পা হারানোর ভয়ে প্রস্তাবটা করলো, ঠিক বোঝা গেলো না। 'কসম খেয়ে বলছি আপনাকে সাহায্য করতে পারবো।'

'একটা ভীতু ইঁদুর সিংহের ভয়ে যে কোনো কসম খেতে পারে।' বললো হিলার।

'আমি যা বললাম তা প্রমাণ করতে পারবো।' সাহস ফিরে

পেলো সিরানো। 'আমি আপনাকে লস্ট সিটির কয়েক মাইলের মধ্যে নিয়ে যেতে পারবো।'

ভেতরে ভেতরে চমকে উঠলো হিলার। কিন্তু মুখের ভাবে সেটা প্রকাশ করলো না।

'লস্ট সিটি সম্পর্কে কি জানো তুমি?' বলে এক মুহূর্ত থামলো ও। তারপর কণ্ঠটা একটু বাজখাঁই করে বললো—'লস্ট সিটি সম্পর্কে অনেকেই কিছু কিছু জানে। আমাদের মুখ থেকে এ ব্যাপারে অনেক কথাই শুনেছে লোকে।'

'হতে পারে, হতে পারে' বললো সিরানো। আবহাওয়ার পরিবর্তন বুঝতে পেরে একটু হালকা হয়ে গেলো সে। 'অনেকেই অনেক কথা শুনেছে, কিন্তু আমাদের পিছু পিছু গিয়ে ক'জন লস্ট সিটির কাছ থেকে ঘুরে এসেছে?' জুয়ার টেবিলে বসে থাকলে আরাম করে এখন চেয়ারে হেলান দিতো সিরানো। ট্রাম্প কার্ডটা সম্পূর্ণ কাজে লেগেছে ওর।

অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে পড়লো হিলার। পিস্তলটা নামিয়ে পকেটে পুরলো ও।

'লস্ট সিটির অবস্থান সম্পর্কে তোমার কোনো রাফ আইডিয়া আছে?'

'রাফ?' সামনের দিকে একটু ঝুঁকলো সিরানো। বিপদটা কেটে গেছে। চেহারায় কিছুটা কর্তৃত্বের ভাব ফুটিয়ে বললো—'অনেকটা কাছ থেকে ঘুরে এসেছি বলতে পারেন।'

'অত কাছেই যদি গিয়ে থাকো, তাহলে তুমি নিজে যাচ্ছো না কেনো?'

'আমি? মাথা খারাপ?' কারেন্টের শক্ খেলো যেন সিরানো।

'আপনি নিশ্চয়ই অন্যমনস্ক ভাবে কথা বলছেন, মিঃ হিলার। আপনি বুঝতেও পারছেন না কি নিয়ে কথা বলছি আমরা। লস্ট সিটির আশে-পাশের ইণ্ডিয়ান উপজাতিদের সম্পর্কে কোনো ধারণা আছে আপনার?'

'ইণ্ডিয়ান প্রটেকশন সার্ভিসের তথ্য অনুযায়ী "শান্ত"।'

'শান্ত?' তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো সিরানো। 'শান্ত? ইণ্ডিয়ান প্রটেকশন সার্ভিসের ও সব ঘরকুণো অফিসারদের কাণ্ডে অত টাকা আছে নাকি যাতে এয়ার কণ্ডিশনড্ অফিস-রুম গুলো ছেড়ে একবার জঙ্গলে গিয়ে উপজাতীয়দের স্বচক্ষে পরীক্ষা করে দেখে আসবে ওরা শান্ত, কি অশান্ত। ওদের ফিল্ড এজেন্টরা পর্যন্ত ভয়ে ঐ এলাকায় যেতে চায় না। পাছে প্রাণটা যায়। কয়েক বছর আগে চার জন ফিল্ড এজেন্ট গিয়েছিলো ওখানে। আর ফিরে আসেনি। আই পি সি'র ওসব লোক যদি ভীতু হয়ে থাকে, তাহলে আমিও ভীতু।'

'যাওয়াটাই তো দেখছি একটা সমস্যা,' চিন্তিত কণ্ঠে বললো হিলার। এক মুহূর্ত থেমে হঠাৎ আবার বললো, 'অত বিশেষ কি আছে ওসব জংলী লোকদের? যাতে ভয়ে যাওয়া যায় না?'

'বিশেষ?' ডেস্কের উপর ঝুঁকে পড়লো সিরানো। 'বিশেষ কি আছে ভাবছেন? জানেন তো, মটো গ্রসোর এই অভিশপ্ত বনটা হচ্ছে পৃথিবীর একটা নিষিদ্ধ এলাকা?' সমর্থনের জন্য কয়েক মুহূর্ত থামলো সিরানো। মাথা নাড়লো হিলার। 'হ্যাঁ, এই আমাজনিয়ান রেইন ফরেস্ট হচ্ছে পৃথিবীর এক অঘোষিত নিষিদ্ধ এলাকা। এখানকার উপজাতীয়দের বর্বরতা দেখার দুর্ভাগ্য যার জীবনে একবার হয়েছে, তার বাকি জীবনটা কেটে গেছে দুঃস্বপ্নের ভেতরে।'

'তাই নাকি।'

'তিনটা উপজাতি আছে ওখানে, মিঃ হিলার। হিংস্রতার ক্ষেত্রে

প্রথমেই আসে চেপেটদের কথা। ঈশ্বরই জানেন ওরা কত ভয়ঙ্কর। ওদের অস্ত্র হচ্ছে ব্লোপাইপ। ব্লোপাইপের মধ্য দিয়ে পাম্প করে এক ধরণের হালকা বিষ মাখা খুদে বর্শা ছুঁড়ে মারে এরা। যেগুলো গায়ে বেঁধার সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে যায় বড় বড় হাতিও। মানুষ তো কোন ছাড়।'

হিলারের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো সিরানো। 'এসবের ভেতর দিয়ে আপনি পারবেন লস্ট সিটিতে যেতে?'

'ব্যাপারটা নিয়ে আমাকে নিরিবিলি ভাবতে হবে,' বললো হিলার। অন্যমনস্ক ভাবে সিরানোর অটোমেটিক পিস্তলটা ফিরিয়ে দিলো সে।

তার চোখের সামনে তখন কিংবদন্তীর লস্ট সিটির একটা কাল্পনিক দৃশ্য ভেসে উঠেছে। যেখানে কাঁড়িকাঁড়ি হীরা আর স্বর্ণমুদ্রা। সেই স্বর্গ-রাজ্যে ও কি যেতে পারবে কোনো দিন? মিঃ স্মিথের কথা মনে পড়লো ওর। সেই একমাত্র ভরসা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সিরানোর দিকে ফিরলো সে। 'কোথায় থাকো তুমি?'

'হোটেল ডি প্যারিসে।'

'হোটেলটার বারে কখনো দেখেছো আমাকে?'

'এর আগে জীবনে কোনো দিন দেখিনি আপনাকে।'

হোটেল ডি প্যারিসের নিয়ন সাইনের দিকে তাকালে যে কোনো নতুন পর্যটকই প্রথমে একটা ধাঁধা'র মধ্যে পড়ে যাবে। নীল রঙের উপর সাদা অক্ষরে লেখা—OTEL DE ARIS'। কালের অত্যাচারে প্রথম শব্দের ক্যাপিট্যাল H' আর শেষ শব্দের ক্যাপিট্যাল 'P' ঝরে

গেছে। সর্বত্র একটা জীর্ণ ভাব।

হোটেলের বারের মক্কেলদের চেহারাও অনেকটা বারের বিশ্রী দশার মতো। তালি দেয়া ময়লা জামা-কাপড় পরনে। সবার চরিত্রও প্রায় একই রকম। সামান্য কারণে খুনোখুনি করতেও বাধে না এদের। বিশেষ করে প্রত্যেকেই মদখোর। পঁচা ঝাঁঝালো হুইস্কি পরিবেশন করা হয় ওদের। বারের ভেতরে নিষেধ। নইলে প্রত্যেক দিন বদলাতে হতো চেয়ার-টেবিল।

বারের সামনে অনেকেই দাঁড়িয়ে। আর যারা ইতিমধ্যে পেয়ে গেছে তাদের অনেকেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুমুক দিচ্ছে। একপাশে সিরানো ও হিলার। পরস্পর থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে ওরা। এক হাতে নাক টিপে ধরে ঝাঁঝালো হুইস্কিতে চুমুক দিচ্ছে সিরানো।

হঠাৎ নাক ধরা হাতটা নামিয়ে স্থির হয়ে গেলো ও।

দরোজা ঠেলে বারে ঢুকলো আসাদ। কোনো দিকে না তাকিয়ে সামনে এগুলো ও। খোঁচাখোঁচা দাঁড়ি, রক্তের শুকনো দাগ লেগে আছে তাতে। এলোমেলো চুল। ছেঁড়া শার্ট, রক্তাক্ত। বারের কথা-বার্তার মধ্যে হঠাৎ একটা বিরতি পড়লো। একযোগে অনেকেই তাকালো আসাদের খুনী চেহারার দিকে। ভ্রূক্ষেপ করলো না আসাদ। সোজা এগিয়ে গেলো সামনের ভিড়ের দিকে। জাদুর মতো একটা প্যাসেজও খুলে গেলো ওর সামনে। রমোনোতে এই বিদেশী লোক-টার জন্য সব সময় একটা পথ খুলে যায়। নানা কারণে এখানকার লোকেরা ওকে শ্রদ্ধা করে। সেই সঙ্গে ভয়ও।

হোটেল ডি প্যারিসের বারম্যানের নাম কার্লি। বিশাল ভুঁড়িটার জন্য রমোনোতে বিখ্যাত সে। চেহারাটা পেটের মতোই গোলগাল মানানসই। সব সময় একটা সকৌতুক হাসি ঝুলে থাকে তার মুখে।

পাঁচ-ছয় মাস থেকেই আসাদকে চেনে সে। আসাদের এরকম বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে পেটটা নিয়ে হাঁস-ফাঁস করতে করতে বারের পেছন থেকে ছুটে এলো সে।

'মিঃ আসাদ!'

'হুইস্কি।'

'গুড্‌স্ নেম, মিঃ আসাদ, কি হয়েছে আপনার?'

'কানে কি কম শোনো নাকি?'

'আনছি, মিঃ আসাদ, আনছি।'

বারের দিকে ছুটলো কার্লি। একটা স্পেশাল বোতল বের করে পরিষ্কার গেলাসে বড় মাপের একটা হুইস্কি ঢাললো ও। আসাদকে বিশেষভাবে খাতির করার জন্য অন্যান্য খদ্দেরদের মনে তেমন কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো না। এটা সৌজন্য বোধ নয়। অতী-তের তিক্ত অভিজ্ঞতার জন্যেই চুপ করে আছে অন্য সবাই। একবার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাবার জন্যে এক ধুমসে কয়েকটা লোককে মার দিয়েছিলো আসাদ। ওই এক ধোলাইয়ে অন্য সবার শিক্ষা হয়ে গেছে।

বোতল হাতে করে উসখুস করছিলো কার্লি। আশপাশের অন্যান্য খদ্দেরের মতো ওর চোখেও কৌতূহল। গ্রাহ্য না করে পকেট থেকে দু'টো স্বর্ণমুদ্রা বের করলো আসাদ। বুড়ো আঙুলের মাথায় নিয়ে টিং করে তুড়ি মারলো। তারপর শূন্য থেকে খপ্ করে ধরে কার্লির হাতে দিলো। পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো হিলার। নির্বিকার।

'ব্যাংক বন্ধ,' বললো আসাদ। 'এগুলো চলবে?'

দ্বিধাগ্রস্তভাবে হাতে নিয়ে মুদ্রা দু'টো পরীক্ষা করলো কার্লি। মুখের ভাবটা বদলে যেতে লাগলো দ্রুত।

'এগুলো চলবে?' ওর কণ্ঠে হঠাৎ বিস্ময় এসে বাসা বাঁধলো।
'এগুলো চলবে! হ্যাঁ, মিঃ আসাদ, আমার মনে হয় এগুলো চলবে। সোনা! খাঁটি সোনা! এদিয়ে আপনি অনেকগুলো স্কচ্ খেতে পারেন, মিঃ আসাদ, অনেকগুলো। আমি এখান থেকে একটা নিজের জন্য রেখে দেবো। অন্যটা কাল ব্যাংকে নিয়ে যাবো।'

'তোমার ওপরই রইলো।' নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললো আসাদ।

মুদ্রা দু'টো চোখের সামনে এনে পরীক্ষা করলো কার্লি। 'এগুলো গ্রীক, তাই না?'

'দেখতে সেরকমই,' বললো আসাদ। স্কচের গেলাসে চুমুক দিলো ও। বললো—'তাই বলে ওগুলো আমি গ্রীস থেকে নিয়ে এসেছি, ভাবছো না তো।'

'না-না!' দ্রুত বললো কার্লি। 'মোটেও না। আমি…মানে ডাক্তার নিয়ে আসবো আমি?'

'না। ধন্যবাদ। এগুলো আমার রক্ত নয়।'

'ওরা কত জন? কিভাবে এরকম করলো আপনাকে মানে, কে বাধা করলো আপনাকে…'

'দু'জন। হয়েনা। গলায় ছুরি চালিয়েছিলাম তো। কিছুটা ছিটকে এসে আমার গায়ে পড়েছে।'

তখনো বারের অনেকগুলো লোক একবার স্বর্ণমুদ্রা দু'টো, আর একবার আসাদের মুখের দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছিলো। ধীরে ধীরে কথা-বার্তা ফিরে আসছিলো তাদের মধ্যে। বারের টেবিলে হাতের কনুই রেখে আসাদের দিকে ঝুঁকে এলো হিলার।

'আশা করি মাফ করবে,' তরল গলায় বললো হিলার। 'আমি তোমাকে বিরক্ত করতে চাই না, আসাদ। আমি জানি এরকম একটা

ভয়াল ঘটনার পর একটা লোক নিরিবিলি থাকতে চাইবে। কিন্তু আমার ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ। মাত্র কয়েকটা কথা বলতে পারি তোমার সঙ্গে? আমার নাম হিলার।'

'কোন্ ব্যাপারে?' তেমন আগ্রহ প্রকাশ পেলো না আসাদের কণ্ঠে। 'আমার মনে হয় তুমি ব্যবসা সম্পর্কে আলাপ করতে চাও। এরকম খোলা বারে পঞ্চাশটা মানুষের একশ'টা কানের মধ্যে ওসব আলাপ পছন্দ না আমার।'

তারপর বোতলটা তুলে নিয়ে মাথাটা ঝাঁকি দিলো। বার থেকে কিছুটা দূরে এক কোণে একটা টেবিল ছিলো, ওটার দিকে এগুলো সে। তার প্রত্যেকটা আচরণে একটা বেপরোয়া খুনীর ভাব প্রকাশ পাচ্ছিলো।

'চট্‌পট বলে ফেলো,' বললো আসাদ। 'ঘ্যানর ঘ্যানর ভালো লাগে না আমার।'

'ঠিক আছে' হিলার বললো। 'আমার মতেও ব্যবসার কথাটা খোলা-খুলি হওয়া উচিৎ। আমিও ভূমিকা-টুমিকা পছন্দ করি না। শোনো, আমি শিওর, লস্ট সিটির সন্ধান পেয়েছো তুমি। আমি একজন লোককে চিনি, তাকে লস্ট সিটিতে নিয়ে গেলে সে তোমাকে ছয় অঙ্কের ফী দিতে রাজী হবে।'

দু'টো গ্লাসেই কানায় কানায় স্বচ্ছ স্কচ্ ঢাললো আসাদ। হিলার বুঝতে পারলো, আসাদ সময় নিচ্ছে।

'নিশ্চয়ই অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার অভ্যাস নেই তোমার,' বললো আসাদ। 'আমি লস্ট সিটি খুঁজে পেয়েছি কে বললো তোমাকে?'

'কেউ না।' স্কচে চুমুক দিলো হিলার। 'বলবো? বা কিভাবে? তুমি রমোনো থেকে মাঝে মাঝে উধাও হয়ে কোথায় যাও, তোমার

ওই ছুই রতন ছাড়া আর কেউই হয়তো জানে না।' কথাটা বলে হাসতে থাকলো হিলার।

'আমার ছুই রতন?'

'আহ্, বুঝতে পারছো না? তোমার জোড় মানিকদের কথা বলছি। একটু ঘুরিয়ে বলেছিলাম। রমোনোতেসবাই চেনে ওদেরকে। আমার ধারণা, তুমি ছাড়া লস্ট সিটির সঠিক অবস্থান অন্য কেউ বলতে পারবে না। আমার প্রস্তাবটা ভেবে দেখো। ডলারে পাবে।'

কয়েক মুহূর্ত ভাবলো আসাদ। তারপর বললো, 'খুবই আকর্ষণীয় প্রস্তাব। কিন্তু আমি অচেনা লোকদের আকর্ষণীয় প্রস্তাব গ্রহণ করিনা। তুমি নিজেই দেখো, হিলার, আমি তোমাকে জানিনা, চিনিনা। কোথায় থাকো, কি করো তাও জানি না। এমতাবস্থায় আমি কি করে তোমার প্রস্তাব গ্রহণ করি?'

'আরে ধ্যাৎ! গত কয়েক মাস ধরে এখানে আমি আর তুমি ড্রিঙ্ক করছি। তুমি আমাকে না চিনলেও আমি তোমাকে চিনি। আমরা সবাই জানি কেনো তুমি এই বিপজ্জনক বনের মধ্যে ঘুরে মরছো। মটো গ্রসো বনের সেই হারিয়ে যাওয়া লস্ট সিটির জন্যে—লস্ট সিটির সোনার মানুষদের খুঁজে বের করার জন্যে। আজো হয়তো তাদের অনেকেই বেঁচে আছে সেখানে। এখনও হয়তো বেঁচে আছে লস্ট সিটির আবিষ্কারক মিঃ চৌধুরী। আসিফ চৌধুরী। কয়েক বছর আগে এই অভিশপ্ত বনের মধ্যে নিখোঁজ হয়ে গেছেন তিনি। আজ পর্যন্ত কেউ আর তাকে দেখতে পায়নি।'

এরপর ছ একটি এলোমেলো কথার পর সিরিয়াস হয়ে গেলো হিলার। বললো, 'শোনো, যেমন বললাম, আমরা সবাই জানি তুমি কি জন্যে এসেছ এখানে। এতে কোনো ক্ষতি নেই। তবে আমি

বুঝতে পারছিনা, ব্যাপারটা কেনো যে তুমি সবার কাছে বলে বেড়াও। আমি ভেবেছিলাম ব্যাপারটা তুমি গোপন রাখবে।'

'তিনটা কারণ বলি, মাই ফ্রেণ্ড। প্রথমত, এখানে আমার উপস্থিতির কারণ গোপন রাখলে আজে বাজে সন্দেহের সৃষ্টি হবে। দ্বিতীয়ত, যে কোনো হোয়াইটের চেয়ে আমি মটো গ্রসো ভালো করে চিনি, জানলে কেউ আমার পিছে লাগবে না। তৃতীয়ত, আমার এই উদ্দেশ্যের কথা জানাজানি হলে বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে লস্ট সিটি সম্পর্কে বিভিন্ন না-জানা মূল্যবান তথ্য বেরিয়ে পড়বে।'

'আমার ধারণা, এখন আর তোমার কোনো তথ্যের প্রয়োজন নেই। তোমার স্বপ্ন সফল হয়েছে। আমি এবং আমার বস তোমার সেই স্বপ্নে অংশ গ্রহণ করতে চাই।'

'আমি ছঃখিত।' হঠাৎ বেঁকে বসলো আসাদ। 'আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না তোমাকে।

'মেককরমিক—মেকেঞ্জি ইণ্টার ন্যাশনালের মতো?'

'কি সেটা?'

'ছর্বোধ্য।'

'মোটেও না। একটা বৃহত্তম বহুজাতিক কোম্পানী ওটা। কতকগুলো জুলুম বাজের আড্ডাখানা। অনেক গুলো আন্তর্জাতিক আইনজ্ঞ পোষা হয় ওতে। ফলে নিজেদের অনুকূল যে কোনো আইন তৈরি করিয়ে নেয়া যায়।'

হিলারের মুখটা কালো হয়ে গেলো। নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, 'আমি তোমার কাছ থেকে একটা সহায়তা পেতে যাচ্ছি, আসাদ। তবে মেককরমিক—মেকেঞ্জির রেকর্ড নিখুঁত। দোষের কিছু

নেই ওখানে।'

'ধড়িবাজ আইনজ্ঞতো ওরা, তাই।'

'কথাটা শোনার জন্যে এখানে জোশুয়া স্মিথ নেই, এজন্যে নিজেকে ধন্যবাদ দিতে পারো তুমি।'

কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না আসাদের মুখের ভাবে। শুধু বললো, 'সে-ই ওটার মালিক নাকি?'

'হ্যাঁ। চেয়ারম্যান। ডিরেক্টরও।'

'বিখ্যাত ধনী শিল্পপতি? তার ব্যাপারেই আলাপ করছো নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'আমেরিকার একটা বৃহত্তম নিউজপেপার এবং ম্যাগাজিন চেইনের মালিক জোশুয়া স্মিথ। ভালো।' থেমে হিলারের দিকে তাকালো আসাদ।

'তাহলে তিনিই তোমার বস, আর তুমি তারই প্রেরিত রিপোর্টার। আমার ধারণা একজন সিনিয়র রিপোর্টার। এরকম একটা ব্যাপারে তিনি তো আর কোনো অজ্ঞ রিপোর্টার পাঠাতে পারেন না। খুব ভালো। কিন্তু আমি এখনো বুঝতে পারছিনা...'

'কি বুঝতে পারছো না?'

'এই লোকটা। জোশুয়া স্মিথ। কোটিপতি। বিশ্বের সেরা ধনী। পৃথিবীতে আর কিইবা বাকি আছে তার না পাওয়ার? একটা লোক কত চাইতে পারে?' হুইস্কির গ্লাসে দীর্ঘ চুমুক দিলো আসাদ। 'লস্ট সিটিতে কি আছে তার জন্যে?'

তুমি একটা জঘন্য সন্দেহ পরায়ণ লোক। টাকা-পয়সা? মোটেও না। তুমি লস্ট সিটি খুঁজছো কি টাকার জন্যে? অবশ্যই না। তোমার মতো একটা লোক অন্য জা'গায় খাটলেও কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা কামাতে

পারবে। তোমার মতো মিঃ স্মিথেরও লস্ট সিটিতে যাওয়ার একটা স্বপ্ন আছে। তবে আসিফ চৌধুরীর নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা, নাকি দুর্গম লস্ট সিটি তাকে বেশি টানছে, বলতে পারি না।'

নিঃশব্দে গ্লাসে একটা লম্বা চুমুক দিলো আসাদ। 'ঠিক আছে' আমাকে দু'ঘণ্টা একটু সময় দাও। ব্যাপারটা ভেবে দেখি।'

'ঠিক আছে। আমি নেগ্রেসকো হোটেলে থাকবো। এখানকার মতোই নিরিবিলি জা'গা ওটা।'

গ্লাসের অবশিষ্ট স্কচ্ গলায় ঢেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো আসাদ। বোতলটা তুলে নিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেলো।

পেছন থেকে নিঃশব্দে সিরানোকে ইঙ্গিত করলো হিলার। এক পাশে সামান্য একটু মাথা কাত করে আসাদের পিছু নিলো সিরানো।

রাস্তায় বেরোতেই আসাদের মাতলামি ভাবটা সম্পূর্ণ উবে গেলো। দৃঢ় পদক্ষেপে দ্রুত এগুলো ও। রাস্তাগুলো প্রায় অন্ধকার। একটা কোনা ঘুরে কয়েক গজ সামনে এগুলো ও। তারপর হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে একটু নিচু অন্ধকার গলিতে স্যাৎ করে ঢুকে পড়লো। দু'ফুটও এগুলো না সে। অন্ধকার থেকে সামান্য একটু মাথা বের করে ফেলে আসা পথের দিকে তাকালো।

যা' আশা করেছিলো তাই। সিরানোকে দেখা গেলো পথের মুখে। নিশ্চয়ই সান্ধ্য ভ্রমণে বেরোয় নি ও। দ্রুত ছুটে আসছিলো সিরানো। স্টিল টিপ্ড্ জুতা পায়ে। খলি হাতে লড়তে ওগুলো দারুণ কার্যকর। কিন্তু ওটার ভিন্ন একটা অসুবিধাও আছে, নিঃশব্দে হাঁটা যায় না। সিরানোর জুতার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে আসাদ। দ্রুত এগিয়ে আসছে। আসাদের ছায়া পর্যন্ত দেখতে না পেয়ে শেষে দৌড়া-তে শুরু করলো সিরানো। ডানে বাঁয়ে কোনো দিকে তাকাচ্ছে না

সে। সোজা ছুটছে সামনের দিকে। গলির ঠিক মুখে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকলো আসাদ। ওর সামনে এসে গেছে সিরানো। চোখের পলকে গলি থেকে বেরিয়ে এলো আসাদ। সিরানোর সামান্য পেছনে। হাত-টাকে স্টিলের মতো শক্ত করে কারাতে স্টাইলে ধাঁ করে সিরানোর ঘাড়ে একটা চপ মারলো সে। অক্ করে একটা ছোট শব্দ হল। তার-পর কাত হয়ে ঢলে পড়ে যাচ্ছে সিরানো। ঝট করে ওকে ধরে ফেললো আসাদ। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। সিরানোর অজ্ঞান দেহটা টেনে নিয়ে এলো অন্ধকার গলির মধ্যে। সিরানোর ব্রেস্ট পকেট থেকে একটা ওয়ালেট বের করে আনলো ও। ক্রুজাইরো নোটে ভরা ওয়ালেটটা। নোটগুলো নিজের পকেটে চালান করে দিলো আসাদ। তারপর খালি ওয়ালেটটা সিরানোর বুকের উপর ফেলে দিয়ে নিজের পথে পা বাড়ালো।

আসাদের বুঝতে কষ্ট হলো না যে, হিলারই পাঠিয়েছে সিরানো-কে। তবে ওর পকেট থেকে হীরা আর করেনগুলো ছিনিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্য ছিলো না ওদের। আসাদ কার সঙ্গে আলোচনা করতে যাচ্ছে —এটাই জানতে চেয়েছিলো হিলার।

আস্তানায় ফিরে গিয়ে টেবিলের নিচে হীরা দু'টো খুঁজে পেলো না আসাদ। তাকের ঝকঝকে ফিল্মের ক্যাসেটটাও নেই। একটা সন্তুষ্টির হাসি ফুটে উঠলো ওর মুখে।

দুই

জোশুয়া স্মিথের হাইডন ভিলাটা ব্রাসিলিয়ার এক অভিজাত এলাকায়। দূর থেকে বাড়িটাকে একটা কাসকেট বলে মনে হয়। বাড়ির ভেত-রের ড্রইং রুমটা একটা ছোটো-খাটো বিস্ময়। প্রতিটি সাজ-সজ্জায় একটা অদ্ভুত অভিজাত্যের ছাপ। আসবাব পত্র আনা হয়েছে লুইস ফর্টিন থেকে। বেলজিয়াম আর মাল্টা থেকে আনা হয়েছে ড্রেপগুলো। ফ্লোরে পারস্যের বহু-মূল্য কার্পেট। দেয়ালে বিখ্যাত ওয়েল পেইন্টিং। সব কিছুই অনন্য।

এই সব অদ্ভুত সাজ-সজ্জার সঙ্গে আশ্চর্য মানিয়ে যায় জোশুয়া স্মিথকে। চেহারা দেখে জোশুয়া স্মিথের বয়স আন্দাজ করা কঠিন। ষাট থেকে সত্তর। বিশাল দেহ। লম্বায় সাড়ে পাঁচ ফুট বা কিছু কম। শক্ত সমর্থ চেহারা। ব্যাক-ব্রাশ কাঁচা-পাকা চুল। কালো গোঁফ। মুখটা মসৃণও নয়, খুব প্রফুল্লও নয়, কিন্তু সদা হাস্য। অধীনস্থের প্রতি সহানুভূতিশীল। ফর্মাল। আর কোটি টাকা ধরে রাখার জন্যে যথেষ্ট নিষ্ঠুরও তিনি। তবে একজন স্পেশালিস্ট ছাড়া আর কেউ তার মুখের সূক্ষ্ম প্লাস্টিক সার্জারীর আবরণ ধরতে পারবে না। এই কারণেই মিঃ স্মিথের পুরনো চেহারাটা বদলে গেছে।

বিরাট একটা আর্ম চেয়ারে বসে লগ ফায়ারের উত্তাপ নিচ্ছিলেন

জোশুয়া স্মিথ। তার সামনে ছ'জন বসা। একজন পুরুষ। অন্যজন অল্পবয়সী তরুণী। পুরুষটার নাম জ্যাক ট্রেসি। বয়স ত্রিশ পঁয়ত্রিশের মধ্যে। সোনালী চুল। সারা মুখে বসন্তের দাগ। খুবই হিংস্র ও কঠিন চেহারা। স্মিথের নিউজ পেপার ও ম্যাগাজিন চেইনের জেনারেল-ম্যানেজার ও হতে পেরেছে সম্ভবত নিষ্ঠুরতার জন্যে।

তরুণীটির নাম মারিয়া সেনিডার। ফর্সা রক্তাভ চেহারা। আকর্ষণীয় চোখ। ঝরঝরে হালকা সোনালী চুলে মুখটা ঢেকে আছে অনেকখানি। আমেরিকান না ব্রিটিশ, বুঝা যায় না। তবে সুন্দরী। বিশেষ করে পুরুষ শিকার করার জন্য ও চোখ ছ'টোই যথেষ্ট। তাকে দেখতে কোমল বা আবেগ প্রবণ নয়। চোখে মুখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ উপচে পড়ছে। সব মিলিয়ে একটা রহস্য-সুন্দর খেলা-খেলা ভাব তার সারা মুখে। স্মিথের প্রাইভেট সেক্রেটারী।

টেলিফোন বেজে উঠলো। রিসিভার তুললো মারিয়া। এক মুহূর্ত শুনে রিসিভারটা ধরে রাখতে বলে এক্সটেনশন কর্ড সহ ফোন সেটটা স্মিথের কাছে নিয়ে এলো সে। রিসিভারটা নিয়ে কানে ঠেকালেন স্মিথ। 'ও, হিলার!' আর্ম চেয়ারের সামনের দিকে ঝুঁকে এলেন তিনি। সাধারণত এটা তার মধ্যে দেখা যায় না। 'আমার বিশ্বাস, ভালো কোনো খবর আছে তোমার কাছে,—আছে? বেশ, বেশ—হ্যাঁ, এগিয়ে যাও।'

নিঃশব্দে ওপাশের কথা শুনতে লাগলেন তিনি। মুখের ভাবটা বদলে যেতে লাগলো।

'চমৎকার!' উৎফুল্ল দেখালো স্মিথকে। 'সত্যিই চমৎকার। ফ্রেডরিক, তুমি সত্যিই আমাকে ব্রাজিলের মধ্যে সবচেয়ে সুখী করেছো। আমার কার তোমাদের জন্যে সকাল এগারোটায় এয়ার পোর্টে অপেক্ষা

করবে।' রিসিভারটা রেখে দিলেন তিনি। শেষে আপন মনেই বিড়বিড় করে বললেন, 'বলেছিলাম, অনন্তকাল অপেক্ষা করবো। আজকে সেই দুঃসহ প্রতীক্ষার অবসান হলো।'

লগ ফায়ারের দিকে অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন স্মিথ। ট্রেসি এবং মারিয়া মুখ চাওয়া চাওয়ি করলো। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ারে হেলান দিলেন তিনি। তারপর পকেট হাতড়ে ধীরে ধীরে একটা স্বর্ণমুদ্রা বের করে চোখের সামনে তুলে ধরলেন। চেয়ে রইলেন ওটার দিকে অনেকক্ষণ।

'চল্লিশ বছর আগে আমি এটা পেয়েছিলাম। এই চল্লিশ বছর ধরে প্রতিদিন দেখেছি এটাকে। হিলার দেখেছে আসাদের কাছেও আছে ঠিক একই রকমের মুদ্রা। ভুল করার মানুষ নয় হিলার। অর্থ একটাই। আসাদ রথেনুর পায়ের কাছে পৌঁছে গেছে।'

দীর্ঘ নীরবতা জেঁকে বসলো রুমটার মধ্যে। অস্বস্তি বোধ করছিলো ট্রেসি ও মারিয়া। আরেকবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্বর্ণ-মুদ্রাটা পকেটে রাখলেন স্মিথ।

'আরেকটা ব্যাপার,' বলতে লাগলেন স্মিথ। 'এল-ডোরাডোর মতো কিছু একটার হদিস পেয়েছে আসাদ।'

'বলেন কি?' অবাক দেখালো মারিয়াকে। 'ষোড়শ শতাব্দীতে একদল দুঃসাহসী লোক গুপ্ত ধন-সম্পদে ভরা যে এল-ডোরাডো খুঁজতে এসেছিলো এই মটো গ্রসোতে, তার কথা বলছেন আপনি?'

মাথা নাড়লেন স্মিথ। 'হ্যাঁ। হিলার জানিয়েছে, আসাদ নাকি হীরার গুপ্ত ভাণ্ডারও খুঁজে পেয়েছে।'

'যুদ্ধের লুট করা হীরা?' জানতে চাইলো মারিয়া।

'বিদেশী বিনিয়োগের হীরা, মাই ডিয়ার, বিদেশী বিনিয়োগের

হীরা। হয়তো বনের মাঝখান দিয়ে আসছিলো, উপজাতীয়রা দেখতে পেয়ে দূর থেকে বিষাক্ত বর্শা মেরে ঘায়েল করে ফেলেছে সবগুলোকে। তারপর থেকে পড়ে আছে ওখানে। হিলার যেসব হীরার কথা বলেছে, ওগুলো এখনো কাটা হয় নাই—রাফ্ কাট্ ব্রাজিলিয়ান ডায়মণ্ড। হীরার ব্যাপারে হিলার বিশেষজ্ঞ। ঈশ্বরই জানেন তার জীবনে ও কত হীরা চুরি করেছে। আসাদ ওর বানানো গল্প বিশ্বাস করেছে। এক ঢিলে দুই পাখি মারতে যাচ্ছে ও। একটা হলো ইউরোপের স্বর্ণ আর একটা ব্রাজিলের হীরা। আমরা যা ভেবেছিলাম, তার চেয়েও সহজে হয়ে যাচ্ছে কাজটা।'

একটু দ্বিধা করলো ট্রেসি। বললো, 'আমার মনে হয় না অত সহজে টোপ গিলবে আসাদ। যতদূর জানি,ভয়ঙ্কর লোক সে।'

'মটো গ্রসোর জংলী উপজাতীয়দের কাছে ভয়ঙ্কর হতে পারে।' অনেকটা আত্ম-সুখের সুরে বললেন স্মিথ। 'কিন্তু এই বাড়িটা তার কাছে আরেক অচেনা জঙ্গল।'

'এমনও তো হতে পারে,' বললো মারিয়া। 'আসাদ এমন একটা যুক্তি দাঁড় করাবে যাতে আপনাকেই সেই জঙ্গলে যেতে হবে।'

হোটেল নিগ্রেসকোর নিজের রুমে বসে একটা স্বর্ণের কয়েন পরীক্ষা করছিলো হিলার। দরোজায় নক করলো কেউ। পকেট থেকে পিস্তল বের করে দরোজাটা খুললো ও। ভেতরে ঢুকলো সিরানো। দু'হাতে ঘাড়ের পেছন দিকটা চেপে ধরে আছে ও।

'ব্রান্ডি!' ঘড় ঘড়ে কণ্ঠে বললো সিরানো। অবাক হয়ে গেলো হিলার। 'কি হয়েছে তোমার?'

'ব্রান্ডি।'

তাড়াতাড়ি এক গ্লাস ব্রান্ডি ঢেলে সিরানোর হাতে দিলো হিলার। তিন-চার ঢোক পুরো গ্লাসটা নিঃশেষ করে ফেললো সিরানো। একটা কথাও বলছে না সে। ব্রান্ডির তৃতীয় গ্লাসটা শেষ করে সবে মাত্র নিজের দুঃখের কথা হিলারকে শোনাতে যাচ্ছিলো সিরানো, এমন সময় আবার তীক্ষ্ণশব্দ উঠলো দরোজায়, পকেট থেকে পিস্তলটা আবার বের করলো হিলার। পিস্তল ধরা হাতটা শরীরের পেছনে লুকিয়ে দরোজাটা খুললো সে। কিন্তু এবারও তার সাবধানতা কোনো কাজে আসলো না।

দরোজায় দাঁড়িয়ে আছে আসাদ। কিন্তু ভিন্ন রূপ, ভিন্ন চেহারা। সেভ করে গোসল করেছে। পরনে নতুন খাকি শার্ট, খাকি ড্রিল। পায়ে চকচকে জুতা।

ঘড়ির দিকে তাকালো হিলার। 'ঠিক দুই ঘণ্টা। ইউ আর ভেরী পাংচুয়াল।' হাসলো সে।

রুমে ঢুকতেই সিরানোর উপর দৃষ্টি পড়লো আসাদের। গ্লাসের মধ্যে ব্রান্ডি ঢালছে সে। মদের ঘোরে, না ঘাড়ের ব্যথায় কুঁজো হয়ে আছে, বোঝা গেলো না। এক হাতে গ্লাসটা ধরে অন্য হাতে ঘাড়ের পেছন দিক ঘষছিলো সিরানো। আসাদকে দেখতে না পাওয়ার ভান করে কাজটা চালিয়ে গেলো সে।

'কে ওটা?' জানতে চাইলো আসাদ।

'সিরানো,' হিলার বললো 'আমার পুরানো বন্ধু, ভয়ের কিছু নেই, ওকে বিশ্বাস করতে পারো।'

'সুখী হলাম,' বললো আসাদ। কিন্তু কোথায় কবে, কখন সে শেষ বারের মতো কোনো লোককে বিশ্বাস করেছিলো খেয়াল করতে

পারলো না আসাদ। 'আজকাল ওয়েলকাম জানানোর সিস্টেমটাও বোধ হয় চেঞ্জ হয়ে গেছে।' ঝুঁকে সিরানোকে কাছ থেকে দেখলো আসাদ। বললো 'আমার মনে হয় ওর কিছু একট হয়েছে।'

'হোটেলের বাইরে ছিলো,' বললো হিলার। 'ছিনতাইকারীর হাতে পড়েছে।'

'ছিনতাই ?' নিখাদ বিস্ময় ফুটে উঠলো আসাদের চোখে মুখে। 'এতো রাত্রে সে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো ?'

'হ্যাঁ।'

'একলা ?'

'হ্যাঁ। তুমিও রাতে একাই চলো।'

'আমি রমোনোকে চিনি,' বললো আসাদ। 'আর রমোনোও আমাকে চেনে।' সিরানোর দিকে তাকালো সে। 'আমি বাজি ধরে বলতে পারি তুমি রাস্তার মাঝখান দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে।'

মাথা নাড়লো সিরানো। তারপর ঘাড় ম্যাসেজ করতে শুরু করলো।

'জীবনটা হচ্ছে সবচে' বড় শিক্ষক,' আনমনে বললো আসাদ। 'কিন্তু কেনে যে রমোনোর লোকের তবু এত বড় বোকাম করে বসে বুঝতে পারি না। যাকগে; হিলার, রমোনো থেকে কখন যাচ্ছি আমরা ?'

দু'টো গ্লাসে স্কচ নিয়ে এসে দাঁড়ালো হিলার। বললো, 'চিয়ার্স, আগামী কাল ভোরে রওনা হবো আমরা।'

'কিভাবে ?'

'গরিলা প্লেনে করে কুইবা।' বলে হাসলো। 'তার মানে আদ্দিকালের নড়বড়ে বাসে করে প্রথমে কুইবা যেতে হবে। তারপর স্মিথের

প্রাইভেট জেটে করে সোজা ব্রাসিলিয়া। কুইবাতে জেট অপেক্ষা করবে আমাদের জন্যে।'

'কি ভাবে জানলে ?'

টেলিফোনের দিকে ইঙ্গিত করলো হিলার। 'কুইবা থেকে আমাদের প্লেনট টেক-অফ করবে আর ল্যাণ্ড করবে গিয়ে স্মিথের প্রাইভেট এয়ার ফিল্ডে।' সিরানের দিকে ফিরলো সে। 'ও-ও যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে।

'ও কেনো ?'

'কেনো মানে ?' কৃত্রিম বিস্ময়ে বললো হিলার, 'আমার পুরনো বন্ধু। স্মিথের চাকরি করে। জঙ্গলের জন্য একটা প্রতিভা সে।'

স্মিথের প্রাইভেট জেট প্লেনের মধ্যে সব কিছুরই সুন্দর আয়োজন। ছোটো বারের মধ্যে বিভিন্ন রকমের পানীয়। সেই সঙ্গে শরীর কেমন করা একজন স্টুয়ার্ডেস। আসাদ, হিলার ও সিরানো—তিন জনই আকণ্ঠ কোল্ড ড্রিঙ্কস্ পান করে বিশ্রাম নিচ্ছিলো। আসাদের দৃষ্টি ছিলো বাইরে। নিচের আমাজানিয়ান রেইন ফরেস্ট দেখছিলো সে। দৃষ্টি ফিরিয়ে হিলারের দিকে তাকালো আসাদ।

'মটে গ্রসোতে যাবার জন্যে কি ধরনের ট্রান্সপোর্ট ব্যবহার করতে চান স্মিথ ?'

'বলতে পারি না। এসব ব্যাপারে স্মিথ আমার সাথে পরামর্শ করেন না অন্য লোক আছে সেজন্যে। কয়েক ঘন্টার মধ্যে স্মিথের সঙ্গে দেখা হচ্ছে আমাদের। ব্যবস্থাটা নিজেই বলবেন।'

'তুমি আমার কথাটা বুঝতে পারছো না,' হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ

ঝাঁকিয়ে বললো আসাদ। 'আমি জানতে চাইছি তিনি কি ধরনের ট্রান্সপোর্ট ব্যবহারের কথা ভাবছেন। তার ডিসিশন নির্ভরযোগ্য নাও হতে পারে।'

ধীরে ধীরে একটা অবিশ্বাসের ছায়া ফুটে উঠলো হিলারের চোখে —'তুমি কি স্মিথকে বলবে, কি ধরনের ট্রান্সপোর্ট লাগবে ?'

চোখের দিকে তাকিয়ে স্টুয়ার্ডেসকে ইশারা করলো আসাদ। গ্লাসটা এগিয়ে দিল মেয়েটার হাতে। হেসে বললো, 'যতক্ষণ জীবন আছে, ফুর্তি করো।' হিলারের দিকে ফিরে বললো, 'তাইভাবছিলাম।'

একটু থেমে হিলার বললো, 'আশা করি. স্মিথের সাথে তোমার তেমন কোনো মত পার্থক্য হবে না।'

'আমারও তাই ধারণা।' মাথা নেড়ে তৃপ্তির স্বরে বললো আসাদ। গ্লাসে চুমুক দিতে গিয়েও নামিয়ে নিলো সে। 'তুমি বলেছিলে দুই ঘণ্টার মধ্যে স্মিথের সঙ্গে আমার দেখা হতে যাচ্ছে। ওটাকে বাড়িয়ে তিন ঘণ্টা করা যায় না ?' নিজের খাকি পোষাকটার দিকে তাকালো সে। 'এগুলো রমোনোর জন্য বেশ, কিন্তু একজন কোটিপতির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি আমি…।'আপন মনে মাথা নাড়লো আসাদ। 'উহু, একজন টেইলার দেখতে হবে আমাকে। গাড়িতে করে যাবার সময় আমাকে গ্রাণ্ডের সামনে নামিয়ে দিলে অসুবিধা হবে না তো ?'

'জেসাস।' চোখ কপালে উঠলো হিলারের। 'দি গ্রাণ্ড হোটেল —তারপর টেইলার! ওরেব্বাপ, এতো খরচ দেবে কোত্থেকে ? গত-রাত্রে তুমি বলেছিলে তোমার কাছে কোনো পয়সা নাই।'

'হ্যাঁ, কিন্তু পরে কিছু কামিয়ে নিয়েছিলাম।'

হিলার এবং সিরানো পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো। আর জানালা পথে উদাস দৃষ্টিতে বাইরের দিকে চেয়ে রইলো আসাদ।

কথা মতো স্মিথের ব্রাসিলিয়ার প্রাইভেট এয়ার পোর্ট থেকে একটা কার তুলে নিলো ওদেরকে। 'কার' না বলে ওটাকে একটা চাকাওয়ালা জাহাজ বলা যায়। বিরাট মেরুন রঙের রোল্‌স রয়েস। গাড়ির পেছনের দিকে একটা টেলিভিশন, একটা বার, সঙ্গে একটা আইস্ মেকার। সামনে অনেক উপরে দু'জন ইউনিফর্ম পরা লোক বসা। একজন চালক। অপর জনের একটাই কাজ, বোতাম টিপে গাড়ির অটোমেটিক দরজাগুলো খোলা আর বন্ধ করা। ইঞ্জিনে কোনো শব্দ নেই। যেন হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলেছে কোনো নৌকা। ভিজিটরদের চমকে দেয়া যদি স্মিথের কাজের ধারা হয়ে থাকে, তাহলে সিরানোর ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ সফল। কিন্তু আসাদ নির্বিকার।

গ্রাণ্ড হোটেলের সামনে এসে থামলো রোল্‌স্ রয়েস। গাড়ির দরজার কাছে আসতেই জাদুর মতো চিচিং ফাঁক হয়ে গেলো দরজাটা। বেরিয়ে যেতেই আপনা আপনি আবার বন্ধ হয়ে গেলো। সোজা গ্রাণ্ড হোটেলের রিভলভিং দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলো আসাদ। ঢুকেই কাচের ফ্রেমের ভেতর দিয়ে তাকালো গাড়িটার দিকে। একটা মোড় বাঁক নিয়ে বাঁ দিকে চলে যাচ্ছে রোল্‌স্‌রয়েস। গাড়িটা চোখের আড়ালে হারিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলো ও। তার-পর একটা শিস্ দিয়ে বেরিয়ে এলো ব্রাসিলিয়ার পথে। যেদিক থেকে গাড়িটা এসেছিলো সেদিকেই এগুলো সে। রমোনোর চেয়েও ভালো করে চেনা আছে ওর ব্রাসিলিয়ার অলিগলি।

আসাদকে নামিয়ে দেয়ার পাঁচ মিনিট পর একটা ফটোগ্রাফার্স শপের সামনে গিয়ে থামলো রোল্‌স্ রয়েস। গাড়ি থেকে নেমে দোকানটায় ঢুকলো হিলার। এক গাল হেসে এগিয়ে এলো দোকানের

অ্যাসিস্টান্ট। ওর হাতে আসাদের ঘর থেকে চুরি করে আনা ফিল্মের ক্যাসেটটা তুলে দিলো হিলার।

হাইভন ভিলায় পৌঁছতে রোল্‌স্ রয়েসের সময় লাগলো আট মিনিট। দশ মিনিটের মাথায় সবাই গিয়ে বসলো স্মিথের ড্রইং রুমে। বিশাল ড্রইং রুমের দেয়ালে দেয়ালে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো সিরানোর দৃষ্টি। ওর চোখে বিস্ময়। সিরানোর সঙ্গে আরো তিনজন বসে আছে ড্রইং রুমে। ট্রেসি, মারিয়া আর অচেনা এক লোক। ড্রইংরুমের অন্য ধারে হিলারের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একান্তে আলাপ করছে স্মিথ।

স্মিথের কোনো এক প্রশ্নের জবাবে উত্তর না দিয়ে এপাশ ওপাশ মাথা নাড়লো হিলার। 'না, গ্যারান্টি দিতে পারবো না, তবে সে জঙ্গল সম্পর্কে এমন অনেক কিছুই জানে, যেটা আমরা জানি না। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি কোনো গোলমাল করবে না সে। যদি আমরা করি, তাহলে সেও করবে। ওর সঙ্গে চাতুরি করতে গেলেই ক্ষেপে যায়। আর একবার যদি ক্ষেপে যায়, তাহলে সেটার পরিণাম হয় ভয়াবহ।' উদাহরণ স্বরূপ হোটেল ডি প্যারিসের বারের ঘটনা এবং সিরানোর দুঃখের কথাটা স্মিথকে খুলে বললো হিলার।

'ঠিক আছে, কিন্তু তোমার বন্ধু সিরানোর ব্যাপারে কি ভাবছো? ওর অতীত ইতিহাস তো কিছুই জানি না।'

'মটোগ্রসোর অনেক লোকেরই কোনো অতীত ইতিহাস থাকে না। এর জঙ্গল নিয়ে মেতে থাকে। জঙ্গলের ব্যাপারে সে অনেক কিছুই জানে। ইণ্ডিয়ান প্রটেকশন সার্ভিসের বাঘ ফিল্ড এজেন্টরাও ওর সমান জানে না। কল্ট সিটির কাছ পর্যন্ত গিয়ে এসেছে ও। আমরা ওকে ব্যাক-আপ হিসেবে ব্যবহার করতে পারি।'

'অল রাইট।' স্মিথের মুখে স্বস্তি ফুটে উঠলো।

ড্রইং রুমের অচেনা লোকটার দিকে চোখ পড়লো হিলারের। দীর্ঘ শক্তিধর দেহ লোকটার। হ্যাণ্ডসাম। বয়স সাতাশ-আটাশ। গায়ের রং কিছুটা কালো।

'লোকটা কে, মিঃ স্মিথ?'

'হেফনার। আমার চীফ স্টাফ ফটোগ্রাফার।'

বিশাল প্রশ্ন নিয়ে তাকালো হিলার স্মিথের দিকে।

'আসাদের মনে যাতে কোনো সন্দেহ না হয়। সে জন্যেই ওকে নিচ্ছি। এই ঐতিহাসিক ট্রিপে একজন ফটোগ্রাফারতো থাকবেই।' বলে একটু হাসলেন স্মিথ। 'তাছাড়া আরেকটা কারণে ওকে নিচ্ছি, সেটা হলো ক্যামেরা ছাড়া অন্য দু'একটা যন্ত্রও ও বেশ ভাল চালাতে পারে।

'নো ডাউট,' হেফনারের দিকে তাকিয়ে হিলার বললো, 'ওর অতীত-ইতিহাস সব ঠিক আছে তো?'

উত্তর না দিয়ে হাসলেন স্মিথ। ফোন বেজে উঠলো। ট্রেসি তুললো রিসিভারটা। মিনিটখানেক পরে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো আবার।

'আশ্চর্য, আসাদ নামে গ্রাণ্ড হোটেলে কোনো নাম রেজিস্ট্রি হয় নি।'

আসাদ তখন ইম্পেরিয়াল হোটেলের একটা স্যুটে বসে আছে। আসাদের দুই সঙ্গী রমন আর নেভারো খাটের উপর বসে বসে আসাদের কথা শুনছে। একটা ফুল লেংথ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারাটা ঠিক করার ফাঁকে ফাঁকে কথা বলছে আসাদ। বারের ঘটনাটা খুলে বললো ও নেভারো আর রেমনকে।

'একেবারে নিখুঁত অভিনয় করে এলাম,' বললো আসাদ। এর জন্যেই স্মিথের এক লাখ ডলার দেয়া উচিত আমাকে, কি বলো ?'

'আপনি কি এখনও মনে করছেন যে, কোনো গুপ্তধন নেই ?' জানতে চাইলো নেভারো।

'আমার ধারণা গুপ্তধন ছিলো, তবে এখন নেই। পুরনো লোকেরাই ওগুলো কিছু কিছু করে সরিয়ে নিয়ে গেছে।'

'তাহলে কোনো গুপ্তধনই নেই ?' হতাশ কণ্ঠে বললো রেমন।

'আহ, আছে। বিরাট একটা গুপ্তধনের ভাণ্ডার এখনও আছে। তবে ঐসব স্বর্ণমুদ্রা নেই। আরো আগেই ওগুলো নিঃশেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আসল গুপ্তধনের খোঁজ আজ পর্যন্ত কেউ পায় নি। রেমন, তোমার পেছনে একটা সেলার আছে। লেকচার দিতে দিতে গলাটা শুকিয়ে গেছে একেবারে।'

হেসে উঠলো দুই ভাই। আসাদের জন্য একটা লার্জ হুইস্কি আর একটা সোডার বোতল বের করে আনলো রেমন। নিজেদের জন্য মাত্র একটা সোডার বোতল নিলো সে। কড়া ড্রিঙ্কস্ খায় না ওরা।

গলাটা ঝেড়ে নিলো আসাদ। 'স্মিথের ব্যাপারে কি কি তথ্য সংগ্রহ করেছ তোমরা ?'

'আপনি যা' ধারণা করেছিলেন তার চাইতে বেশি কিছু নয়,' বললো রেমন। 'তার কোম্পানীর সংখ্যা অজস্র। অত্যন্ত ধনী, ভদ্র ও সহানুভূতিশীল লোক স্মিথ। দক্ষিণ গোলার্ধের সবচেয়ে বড় ধনী। অর্থ, ধনসম্পদের বিশাল রাজ্যের একক অধিপতি। সংসারে আর কেউ নেই। সবাই জানে বিয়ে করেন নি। ব্রাজিলের সবাই তাকে চেনে। কিন্তু তার অতীত সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কেউ কিছু জানে না। অতীত নিয়ে আলাপ করতে পছন্দ করেন না স্মিথ। তবে বর্তমান ও

নিকট অতীত সম্পর্কে কোনো কিছুই লুকান না তিনি। তার কোম্পানীর যে কোনো শেয়ার হোল্ডার ইচ্ছা করলে যে কোনো সময়ে কোম্পানীর কাগজ পত্র, হিসাব-নিকাশ পরীক্ষা করে দেখতে পারে। এতে কিছু মনে করেন না স্মিথ। লুকানোর মতো কিছুই নেই তার মধ্যে।'

'অবশ্যই কিছু একটা লুকিয়ে রাখেন তিনি,' বললো আসাদ। 'আমি জানি কিছু একটা গোপন করতে হয় তাকে।'

'সেটা কি ?'

'সেটাই তো খুঁজে দেখতে হবে আমাদের।'

মিঃ স্মিথ তখন একটা আর্ম চেয়ারে বসে সামনের দিকে ঝুঁকে আছেন। তার চোখ দুটো সামনের রূপালী পর্দার দিকে। একটা বেস্ট কোয়ালিটির প্রজেক্টর মেশিন বসানো হয়েছে স্মিথের ড্রইং রুমে। ভারি পর্দা ফেলে অন্ধকার করা হয়েছে ঘরটাকে। অন্ধকারে অত্যন্ত কাছে থেকেও কেউ কারো মুখ দেখতে পাচ্ছে না। সবাই চুপচাপ। চেয়ে আছে পর্দার দিকে।

ট্রান্সপারেন্সিগুলো অত্যন্ত উন্নত মানের। দামী ক্যামেরা দিয়ে কোনো এক্সপার্ট ফটোগ্রাফার তুলেছে ওগুলো। প্রজেক্টারে নিঃশব্দে ঘুরছে আসাদের ঘর থেকে চুরি করে আনা ক্যাসেটটা।

ফিল্মের প্রথম দৃশ্যে একটা প্রাচীন ধ্বংস প্রাপ্ত শহরের ছবি ভেসে উঠলো পর্দায়। একটা মালভূমির উপর অস্বাভাবিক ভাবে দাঁড়িয়ে আছে শহরটা। শহরের শেষ প্রান্তে একটা জিগ্ গিউরেট।

দ্বিতীয় দৃশ্যে শহরটার এক পাশ দেখানো হয়েছে। একটা খাড়া পাড়ের প্রান্ত পর্যন্ত এসে শেষ হয়েছে শহরটা। উঁচু শহরের খাড়া

পাড়ের সঙ্গে মালভূমির খাড়া পাড় একই সমান্তরালে সোজা নেমে গেছে নদীর গর্ভে। সংকীর্ণ নদীটির পরেই আকাশ চুম্বী ঘন বনের সমারোহ।

তৃতীয় দৃশ্যে শহরটার অন্য পাশের একই রকমের একটা খাড়া পাড় দেখানো হয়েছে। নিচে খাড়া পাড় ছুঁয়ে দ্রুত গতিতে বয়ে চলেছে একটা নদী।

চতুর্থ দৃশ্যের ছবিগুলো তোলা হয়েছে কোনো উঁচু পাহাড়ের উপর থেকে। পেছন দিক থেকে পুরো প্রাচীন শহরটা দেখানো হয়েছে এই দৃশ্যে। মালভূমির উপরে ঝোপ ঝাড়। পাশে একটা ফাঁকা মাঠ। মাঠের ঠিক মাঝখানে আরেকটা মালভূমির মতো উঁচু হয়ে শহরটা দাঁড়িয়ে আছে।

পঞ্চম দৃশ্যে মালভূমির বিশাল পাড় দেখানো হয়েছে। নৌকার গলুইয়ের মতো ধীরে ধীরে বাঁক নিয়ে যুক্ত হয়েছে খাড়া পাড় দু'টো।

এর পরের ছবিগুলো হেলিকপ্টার থেকে তোলা। প্রথম দৃশ্যে পুরো ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরটাকে আবার দেখানো হয়েছে।

দ্বিতীয় দৃশ্যেরছবিগুলো পাঁচ শ' ফুটের মতো ওপর থেকে তোলা। তাতে একটা খর স্রোতা নদীর ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা দু'কোণা চাপ্টা বৃত্তাকৃতির মালভূমি। মালভূমির ওপরে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন শহরটি। দু'পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে নদী। নদীটা দু'টি শাখায় ভাগ হয়ে শহরটাকে বেড় দিয়ে আবার এক সাথে গিয়ে মিশেছে। নদীর মধ্যে বড় বড় পাথরের চাঁই। পাথরে ধাক্কা লেগে স্থানে স্থানে ফুলে উঠেছে পানি। স্পষ্টই বোঝা যায়, কোনো বোট নিয়ে যাওয়া যাবে না ওখানে।

তৃতীয় দৃশ্যে দিগন্ত ব্যাপী বিশাল রেইন ফরেস্টের ছবি।

চতুর্থ দৃশ্যে মালভূমিটির বিশাল খাড়া পাড় দু'টো স্পষ্ট করে দেখানো হয়েছে। শহরের খাড়া পাড় থেকে মালভূমির খাড়া পাড় দু'টো কয়েক শ' ফুট দূরে।

পঞ্চম দৃশ্যে বিশাল রেইন-ট্রিগুলোর ছবি। দু'পাশ থেকে বিরাট বিরাট ডালপালা এসে ঢেকে রেখেছে লস্ট সিটি। অস্পষ্ট মালভূমির চেয়েও উঁচু রেইন-ট্রিগুলোর ডাল-পালা নড়ছে মৃদু-মন্দ বাতাসে।

ষষ্ঠ দৃশ্যটা হাজার ফুট উপর থেকে তোলা। এখন আর অস্পষ্ট ভাবেও দেখা যাচ্ছে না শহরটাকে। এই স্লাইডে শুধু বনের নিবিড় গাছগাছালির দৃশ্য। কোথাও লস্ট সিটির চিহ্ন পর্যন্ত নেই। অথচ ঠিক নিচেই ঘুমিয়ে আছে কিংবদন্তির লস্ট সিটি।

ব্রাজিলিয়ান অর্ডনেন্স সার্ভে সার্ভিসের প্লেনের একজন পাইলট এজন্যেই আকাশ থেকে মটোগ্রসো বনের প্রতিটি বর্গমাইল তন্ন-তন্ন করে সার্চ করেও লস্ট সিটি খুঁজে পায় নি। আকাশ থেকে কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যাবে না লস্ট সিটি। জায়গাটা শুধু দুর্গমই নয় প্রকৃতি যাকে লুকিয়ে রেখেছে মানুষের দৃষ্টির আড়ালে।

হাইডন ভিলার সবাই ড্রইং রুমে চুপচাপ বসে আছে। তারা জানে আজ যা দেখছে, সেটা কোনো শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ আজ পর্যন্ত দেখতে পায় নি। এক মিনিট পর্যন্ত অখণ্ড নীরবতা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন স্মিথ। 'জানপিটে ছেলে, বাপরে বাপ!' ফিস ফিস করে বললেন তিনি। 'এক দুর্দান্ত বাঙালী ছেলে খুঁজে পেলো ওটা,—অবিশ্বাস্য!'

'আমাদেরকে বিস্ময়াভিভূত করা যদি আপনার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে,' বললো মারিয়া, 'তাহলে নিঃসন্দেহে সফল হয়েছেন আপনি। কিন্তু ঐ ধ্বংসাবশেষটা কিসের? কোথায় ওটা?'

'সেই হারানো শহর—দি লস্ট সিটি,' অন্যমনস্ক ভাবে বললেন

স্মিথ। 'মটোগ্রসোতেই রয়েছে ওটা।'

'ব্রাজিলিয়ানরা কি পিরামিড তৈরি করতো?'

'আমি ঠিক জানি না। তবে, ওটা পিরামিড নয়। এ ব্যাপারে ট্রেসি আমার চেয়ে ভালো বলতে পারবে।'

'আমিও ঠিক বলতে পারবো না। যতদূর জানি ওটা পিরামিড নয়। দেখতে পিরামিডের মতো হলেও এটার গায়ে সিঁড়ির মতো ধাপ আছে। ওর চূড়া চ্যাপ্টা আর সমান। এগুলোকে সাধারণত জিগ গিউরেট বলা হয়।'

'রিকার্ডো?' রিসিভারের মাউথ পিসে মুখ রেখে বললো আসাদ। 'আমি দুই ঘন্টার মধ্যে আমার বন্ধুদের এখান থেকে চলে যাচ্ছি। শোনো, আমি একটা ক্যাডিলাক···রিসিভারটা ধরো, বলছি।' থেমে রেমনের দিকে তাকালো আসাদ। 'রেমন, আমি কি ধরনের গাড়ি ড্রাইভ করবো?'

'কালো ক্যাডিলাক।'

'হ্যালো, রিকার্ডো, একটা কালো ক্যাডিলাক,' মাউথ পিসে মুখ রেখে বললো আসাদ। 'আমি চাই না কেউ আমার পেছনে লাগুক। থ্যাংক ইউ।'

তিন

সোনালী রোদ মাখা বিকেল। হাইডন ভিলা। স্মিথের ড্রইং রুমে বসে আছে ছয় জন। ট্রেসি, মারিয়া, হিলার, সিরানো, আসাদ এবং স্মিথ নিজে। নিঃশব্দে অনেকক্ষণ ড্রিঙ্ক চললো। প্রত্যেকের হাতেই গ্লাস।

'আরেকটা?' কলিং বেলের বোতামের উপর হাত রেখে জানতে চাইলেন স্মিথ।

'না। তার চেয়ে কথা বলবো,' বললো আসাদ।

কিছুটা অবাক হওয়ার মতো করে ভ্রূ তুললেন স্মিথ। হাইডন ভিলায় তার যে কোনো আপ্যায়ন বা কথাকে সাধারণতঃ রাজকীয় কমাণ্ড হিসেবে পালন করা হয়। আজকে প্রথম তার একটু ব্যতিক্রম হলো। বোতাম থেকে হাত তুললেন স্মিথ।

'তোমার যেমন ইচ্ছা,' বললেন স্মিথ। 'তাহলে লস্ট সিটি যাওয়ার ব্যাপারে আমরা একমত হলাম। শোনো, আসাদ, আমি অতীতে এরকম বহু স্থান ভ্রমণ করেছি, যেগুলো আমাকে প্রচুর আনন্দ দিয়েছে। কিন্তু এবারকার মতো এতো উত্তেজনা আমি আর কখনও বোধ···'

বাধা দিয়ে স্মিথকে থামিয়ে দিলো আসাদ। সবাই তাকালো ওর দিকে। আজ পর্যন্ত স্মিথের কথায় কেউ বাধা দিতে সাহস করে নি। বললো, 'আগে খুঁটিনাটি সব আলোচনা করে নেই।'

'বাই গড, তুমি এতো তাড়াহুড়া করছো—'

'অপেক্ষা করাটা আমার মোটেও সহ্য হয় না। আর অপ্রয়োজনীয় লোকদের সামনে এসব আলাপ পছন্দ করি না আমি।' মারিয়া এবং ট্রেসির দিকে ইঙ্গিত করলো আসাদ। 'ওরা কারা?'

'ওরা সবাই তোমার হীরার ব্যাপারে জানে,' হিমশীতল কণ্ঠে বললেন স্মিথ। 'এখানে হার্শ হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।'

মাথা চুলকালো আসাদ। 'ঠিক হার্শ হচ্ছি না; আশে পাশের লোকদেরকে যাচাই করে দেখাটা আমার কাজের একটা ধারা। আপনি যেমন করে থাকেন।'

'আমি যেমন করে থাকি?' আবার ভ্রূ তুললেন স্মিথ। 'মাই ডিয়ার ফেলো, কথাটা বুঝিয়ে বলবে—'

'এবং এটাও আর একটা ব্যাপার,' বললো আসাদ। এই মিলে ত্রিশ সেকেণ্ডের মাথায় দু'বার বাধা দিয়ে স্মিথকে থামিয়ে দিলো ও। হাইডন ভিলায় এটা কল্পনাও করা যায় না। 'আমি আপনার ডিয়ার ফেলো নই। স্বাধীন থাকতে ভালো বাসি আমি। যাক, আগের কথায় ফিরে যাচ্ছি—আমি বলেছিলাম, আপনি যেমন সবাইকে চেক করেন আমিও সেরকম। সবাইকে বাজিয়ে দেখে নিতে পছন্দ করি। আপনি যদি এখন স্বীকার না করেন তাহলে বুঝবো, গ্রাণ্ড হোটেলে ফোন করে যে জানতে চেয়েছিলো আমি সত্যিই ওখানে রয়েছি কিনা তাকে আপনি চেনেন না।'

চোখ বুঁজে গুল মেরে বসলো আসাদ। কিন্তু কাজ হলো। স্মিথ আর ট্রেসি পরস্পরের দিকে তাকালো। এক সেকেণ্ড। কিন্তু আসাদের দৃষ্টি এড়ালো না। ট্রেসির দিকে তাকিয়ে ভ্রূ বাঁকালো ও।

'কি বলছি বুঝতে পারছেন?' ঝট করে স্মিথের দিকে ফিরে বললো, 'কে সেই বাস্টার্ড? কে?'

'তুমি আমার অতিথিদেরকে অপমান করছো, আসাদ।' হিমেল কণ্ঠে ধমকে উঠলেন স্মিথ।

'পরোয়া করি না, কে অপমানিত হচ্ছে। কিন্তু আমি কি জানতে পারি—'কাকে' অপমান করছি। হি ইজ এ নোজী বাস্টার্ড। আরেকটা ব্যাপার, আমি যখন কারও ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করি, তখন আমি সোজা তার সামনেই করি, পেছনে নয়। বলুন, কে এই লোকটা?'

'ট্রেসি,' কঠিন স্বরে বললেন স্মিথ। 'মেক্‌করমিক মেকেঞ্জি ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্‌স্ ডিভিশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর,' নির্বিকার দেখালো আসাদকে। 'আর মারিয়া হচ্ছে আমার কনফিডেন্সিয়াল সেক্রেটারী। তাছাড়া আমার ব্যক্তিগত বন্ধুও সে।'

ট্রেসি এবং মারিয়ার ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে অন্য দিকে তাকালো আসাদ। যেন জমা খরচের খাতা থেকে ইতিমধ্যে বাদ দিয়ে ফেলেছে সে দু'জনকেই। নিস্পৃহ একটা ভাব ফুটে উঠলো তার মুখে। 'আমি আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড নই। আমার ফি।'

চেয়ার সহ একটা আছাড় খেলেন যেন স্মিথ। ভদ্রলোকেরা সাধারণত ব্যবসার কথা এভাবে বলে না। দপ্ করে তার চোখ দুটো জ্বলে উঠে নিবে গেলো। নিজেকে দ্রুত সামলে নিলেন তিনি।

'আমার মনে হয় হিলার বলেছে তোমাকে।' বললো স্মিথ। 'ছয় অঙ্কে পাবে। এক লক্ষ ডলার—ইউ, এস ডলার—ফ্রেণ্ড।'

'আমি আপনার ফ্রেণ্ড নই। আড়াই লাখ ডলার লাগবে এর জন্য।'

'হাস্যকর।'

'আমি এখন "থ্যাংকস্ ফর দা ড্রিঙ্ক" বলে সোজা বেরিয়ে যেতে

পারি। আমি নিশ্চয়ই একটা বাচ্চা ছেলের মতো কথা বলছি না। আশা করি, আপনিও বলবেন না।'

সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করার মানুষ নন স্মিথ। বিশেষ করে কোনো শর্তের ব্যাপারে তিনি হার মানেন না।

'এত টাকা দিলে নিশ্চয়ই একটা লোক তোমার কাছে অনেক বেশি সার্ভিস চাইবে।' বললেন তিনি।

'কথা-বার্তা সব কিছু ক্লিয়ার হওয়া উচিত।' আসাদ বললো, 'আপনি আমার কাছ থেকে সহযোগিতা পেতে পারেন, কিন্তু সার্ভিস নয়। আমি কারো কেনা নই। আর আপনিও শুধু মাত্র কয়েকটা ফটোগ্রাফ আর একটা আকর্ষণীয় গল্পের জন্যেই লস্ট সিটি যাচ্ছেন না। আজ পর্যন্ত কেউ শোনে নি যে, জোশুয়া স্মিথ এমন কোনো কাজে হাত দিয়েছেন, যার মূল উদ্দেশ্য পয়সা নয়।'

'অতীতের অন্যান্য কাজে পয়সাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো একথা অস্বীকার করি না। তবে এবারে টাকা-পয়সা আসল ফ্যাক্টর নয়।'

মাথা নাড়লো আসাদ, 'হতে পারে।' সবজান্তার ভঙ্গিতে বললো, 'এই ট্রিপে আমি আপনাকে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতে পারি।' আসাদের রহস্যময় সম্মতিতে অবাক হয়ে গেলেন স্মিথ।

হাসলো আসাদ। 'আপনি নিশ্চয় ভাবছেন কোনটাকে আমি আপনার আসল ফ্যাক্টর ধরলাম। আমি যা ভাবছি না তা ভেবে অযথা কষ্ট পাবেন না। যাই হোক, ট্রান্সপোর্টেশন?'

'কি? কি বললে?' হঠাৎ আলোচনার নতুন পর্ব সূচিত হওয়ায় স্মিথ একটু চমকে উঠলেন। কিন্তু আসলে এটাই একটা অভ্যাস স্মিথের। তারপর তিনি যেন বুঝতে পারলেন। বললেন, 'ও। ট্রান্সপোর্টেশন।'

'হ্যাঁ। কি ধরনের ট্রান্সপোর্টেশন—জলপথ, না আকাশ পথ? স্থল পথের চিন্তা করা যায় না। আপনার কোম্পানীর ট্রান্সপোর্ট আছে?'

'যথেষ্ট। আমাদের যেগুলো নেই, সেগুলো ভাড়া নেয়া যাবে। অবশ্য আমার মনে হয় না ভাড়া করতে হবে। খুঁটিনাটি সব ট্রেসির কাছে লিস্ট করা আছে। ট্রেসি কোয়ালিফাইড পাইলট। হেলিকপ্টারও চালাতে জানে।'

'বেশ। লিস্টটা কোথায়?'

'ট্রেসির কাছে,' নিস্পৃহ কণ্ঠে বললেন স্মিথ। যেন ব্যাপারটা তাকে নিয়ে নয়।

এতক্ষণ নিঃশব্দে কথা-বার্তা শুনছিলো ট্রেসি। উঠে দাঁড়ালো। একটা ফোল্ডার এগিয়ে দিলো আসাদের কাছে। মুখটা গোমড়া করে রেখেছে সে। "নোংরা বাস্টার্ড" শব্দটা শুনে অভ্যস্ত নয় ম্যানেজিং ডিরেক্টর জ্যাক ট্রেসি।

ফোল্ডারটা নিয়ে দ্রুত পড়তে শুরু করলো আসাদ। শেষ করে দ্বিতীয়বার চোখ বুলালো। যেন কিছু একটা তার দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে। পড়া শেষ করে ফোল্ডারটা বন্ধ করলো। কেউ ভাবতেও পারবে না এত অল্প সময়ের মধ্যে ফোল্ডারটা পড়ে শেষ করা যায়।

'সম্পূর্ণ একটা এয়ার কাম সি ফ্লিট, তাই না? বোয়িং সেভেন টু সেভেন থেকে পাইপার কমেঞ্চ পর্যন্ত সব কিছু। একটা ডাবল রোটর মালবাহী হেলিকপ্টার। কপ্টারটা কি সাইকর্সকি স্কাইক্রেন?'

'হ্যাঁ।'

'একটা হুভারক্রাফ্ট। হুভারক্রাফ্ট তুলতে পারে কপ্টারটা?'

'নিশ্চয়ই। এজন্যই কেনা হয়েছে ওটা।'

'হুভার ক্রাফ টটা কোথায় ? করিয়েন্টেসে ?'

'আশ্চর্য, কি ভাবে জানলে ?' বললেন স্মিথ।

'যুক্তির ব্যাপার। এখানে বা রীওতে সেটার খুব একটা দরকার হয় না আপনার। আমি ফোল্ডারটা নিয়ে যাচ্ছি। সন্ধ্যায় দেখা হবে ?'

'সন্ধ্যা ?' অধৈর্য কণ্ঠে বললেন স্মিথ, 'আই ইট ম্যান, আমাদেরকে প্লান ঠিক করতে—'

'আমি ঠিক করবো প্ল্যান। আমার দুই সহকারী সহ ফিরে এসে আমাদের প্ল্যান ব্যাখ্যা করে বুঝাবো।'

ড্রইং রুমের সবাইকে অবাক করে বেরিয়ে গেলো আসাদ। সবাই চুপচাপ। এক সময় কথা বললো ট্রেসি, 'বেপরোয়া, বাস্টার্ড একটা।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই।' বললেন স্মিথ, 'কিন্তু অযৌক্তিক নয়। প্রত্যেকটা তাসই তার কাছে।' চিন্তিত দেখালো তাকে। 'রহস্যময় লোক। রাফ, টাফ, কিন্তু পোশাক-আশাক, কথা বার্তায় স্মার্ট। যে কোনো পরিবেশেই সহজ ও স্বাভাবিক। বিশেষ করে আমার ড্রইং রুমে নতুন কাউকে এত সহজ ভাবে কথা বলতে দেখি নি।'

'যাবার আগে বলে গেছে লস্ট সিটি যাওয়ার জন্য স্থলপথ বিপজ্জনক। সুতরাং হেলিকপ্টার বা হুভারক্রাফট।' বললো ট্রেসি।

'আশ্চর্য,' চিন্তিত কণ্ঠে বললেন স্মিথ, 'তার মতো একটা লোক আমাদের এতগুলো লোককে আর কি কারণে লস্ট সিটিতে নিয়ে যেতে পারে ?'

'ও আমাদের সবাইকে জ্যান্ত খেয়ে ফেলতে পারবে—এটাই কারণ,' বললো মারিয়া। 'হয়তো তাই করতে যাচ্ছে ও।'

অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন স্মিথ। তারপর এগিয়ে গেলেন ডাইনিং রুমের জানালার কাছে। নিচে, কালো ক্যাডিলাকে

করে বেরিয়ে যাচ্ছে আসাদ। একটা ফোর্ডের গায়ের ধুলো-বালি মুছছিলো একজন শোফার। মুখ তুলে জানালার দিকে তাকালো সে। নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালেন স্মিথ। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি মোছা বন্ধ করে লাফিয়ে ড্রাইভিং সিটে উঠে বসলো সে।

রাস্তার দু'পাশে বনবিভাগের সারি-সারি গাছ। মাঝখান দিয়ে ছুটে চললো আসাদের কালো ক্যাডিলাকটা। রিয়ার মিররের দিকে তাকালো সে। প্রায় দু'শ গজ পেছনে ফোর্ড গাড়িটা। সমান স্পিডে ছুটে আসছে। স্পিড বাড়ালো আসাদ। পেছনের গাড়িটার স্পিড বাড়লো। দু'টো গাড়িই এখন ব্রাসিলিয়ার ট্রাফিক ল-র স্পিড-লিমিটের ওপরে। একটা পুলিশ কার উদয় হলো ফোর্ডের পেছনে। সাইরেন বাজিয়ে পতাকা তুলে ফোর্ড গাড়িটাকে থামিয়ে ফেললো।

হাসি ছড়িয়ে পড়লো আসাদের মুখে। এক হাতে স্টিয়ারিং হুইল ধরে অন্য হাতে একটা এডোয়ার্ড সিগার বের করলো। গাড়ির জানালাগুলো বন্ধ। বাতাসের দাপাদাপি নেই। নিঝ'ঞ্ঝাটে লাইটার জ্বেলে সিগার ধরালো। একগাল ধোঁয়া ছেড়ে রিয়ার মিররে তাকালো। পেছনে অনেক দুর পর্যন্ত পড়ে আছে ফাঁকা রাস্তা।

মিনিস্ট্রি অব জাস্টিসের বিরাট বিল্ডিংটার একটা রুমে কর্ণেল রিকার্ডো ভায়াজের সঙ্গে দেখা করলো আসাদ। পালিশ করা লেদার টবিলের পেছনে পরিচ্ছন্ন ইউনিফর্ম পরে বসে আছে ভায়াজ। তামাটে রঙ। লম্বা প্রশস্ত শরীর। চোখে মুখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ। গ্লাসে অজানা কিছু একটা সিপ করছে। চোখ তুলে তাকালো আসাদের দিকে।

'স্মিথের ব্যাপারে তুমি যতটুকু জানো, আমরাও তাই জ নি—

সব কিছুই এবং কিছুই না। তার অতীতটা রহস্যময়। সে সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না। বর্তমান সম্পর্কে অত্যন্ত খোলা-মেলা তিনি। তবে সবাই জানে তিনি সান্তা ক্যাথেরিনাতে অবতরণ করেন প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে। তার হাবভাবে তাকে জার্মান বলে মনে হতো। যদিও তিনি সত্যিই জার্মান কিনা, কেউ জানে না। তার ইংরেজী কথা বার্তা যেমন নিখুঁত, পর্তুগীজও তেমনি। তবে কেউ তাকে কোনো দিন জার্মান বলতে শোনে নি।

ব্যবসায় ঢোকেন একটা পত্রিকা নিয়ে। তারপর প্লাস্টিক আর বল পয়েন্ট কলমের কারখানা করে প্রচুর আয় করতে থাকেন। উভয় ব্যবসাতেই এত বেশি লাভ হলো যে, দশ বছরের মধ্যেই তিনি মিলিওনিয়ার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।'

'নিশ্চয়ই ব্যবসা করার জন্য তার প্রচুর জুগাইবোর প্রয়োজন হয়েছিলো,' আসাদ জানতে চাইলো।

'হ্যাঁ। বিরাট অঙ্কের মূলধন নিয়েই নামতে হয়েছিলো তাকে।'

'মূলধনের উৎসটা নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।'

'হ্যাঁ। কিন্তু শুধু এজন্য কারও বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনা যায় না। আমরা সাধারণত এসব ব্যাপারে মাথা ঘামাই না।'

'আর ট্রেসি? সিরানো?'

শিথের পাবলিকেশন ডিভিশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর খুবই টাফ। গায়ে জোরও প্রচুর। ক্রিমিন্যাল লাইনে কাজ করেছে বলে জানা নেই আমাদের। তার অর্থ, হয় সে অত্যন্ত ধড়িবাজ, নয়তো খুবই ভালো। আর সিরানোকে বাদ দিতে পারো খাতা থেকে। তেমন কিছু নয় ও।'

'হেফনার একটা জোকার। শিখিয়ে না দিলে একটা ক্যামেরাও

চিনতে পারবে না সে। নিউ ইয়র্কের পুলিশ ওকে ভালো করে চেনে। বহু খুন ও ভায়োলেন্সের সঙ্গে জড়িত। কয়েকবার ধরা পড়েও পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে বেঁচে গেছে।'

'তাহলে শ্মিথের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই?'

'না, তার বিরুদ্ধে কোনো স্পষ্ট অভিযোগ নেই। কিন্তু হিলার, হেফনার আর ট্রেসির মতো লোকদের সঙ্গে তোমার না মেশাই ভালো। মিশলে তোমার গায়ে একটু না একটু কালি লাগবেই।'

দরজায় নক করার শব্দ ভেসে আসতেই মুখ তুলে তাকালো ডায়াজ। 'এসো এসো।'

রেমন ও নেভারো ঢুকলো রুমে। খাকি ড্রেস। হাসি মুখে পাঁচ সেকেন্ড ওদের চেহারা মাপলো ডায়াজ। কোনো পার্থক্য খুঁজে না পেয়ে হতাশ হয়ে চেয়ারে হেলান দিলো।

'বিখ্যাত ডিটেকটিভ সার্জেন্ট হেরেরা এবং হেরেরা। অথবা অখ্যাত। আপনারা বাড়ি থেকে অনেক দূরে রয়েছেন, জেন্টলমেন।'

'মিঃ আসাদ মাহমুদের দোষ, স্যার,' হাত দু'টো ছড়িয়ে অপরাধী সুরে বললো রেমন। 'তিনি সব সময় আমাদেরকে কুপথে পরিচালনা করে থাকেন।'

'খুব খারাপ কথা।'

দরজা ঠেলে ঢুকলো একজন তরুণ অফিসার। ব্রাজিলের একটা ম্যাপ মেলে ধরলো ডায়াজের টেবিলের ওপর। বিভিন্ন রঙের পতাকা অঙ্কিত বৃত্ত ও বর্গক্ষেত্র দিয়ে বিভিন্ন উপজাতি ও তাদের ভাষা নির্দেশ করা হয়েছে।

অফিসার বললো, 'এটা হচ্ছে ব্রাজিলের লেটেস্ট ম্যাপ। ম্যাপে কিছু কিছু জায়গা আছে যেখানে আইপিএস-এর লোকেরাও

যেতে সাহস করে না। অধিকাংশ উপজাতি বন্ধুভাবাপন্ন ও শান্ত। কিছু কিছু উপজাতি হিংস্র ও শত্রুভাবাপন্ন। তাদের এড়িয়ে চলতে হবে। বিশেষ করে চেপেট, হরেনা ও মাস্কায়াদের।

ম্যাপের ছোট্ট একটা শহরের ওপর আঙুল রেখে ডায়াজের দিকে তাকালো আসাদ, 'করিয়েন্টেস। স্মিথের একটা হুভারক্রাফ্‌ট আছে এখানে। জায়গাটা প্যারানা আর প্যারাগুয়ে নদীর সঙ্গম স্থলে। স্মিথ নিশ্চয়ই জানেন, এই নদী দু'টোর উজানেই কোথাও আছে লস্ট সিটি। আমি প্যারাগুয়ে নদী ধরে এগুবো। নদীটা সম্পর্কে আমার ভালো ধারণা নেই। হয়তো এখন ওতে প্রচণ্ড স্রোত। তবে বেশি অসুবিধা হলে স্মিথের হেলিকপ্টার আছে।'

'তোমার বন্ধুর একটা হেলিকপ্টারও আছে?' বললো ডায়াজ।

'আমার বন্ধু?' অবাক চোখে তাকালো আসাদ। তারপর বললো, 'যেমন খুশি বলতে পারো। সব কিছুই আছে ওর। হেলিকপ্টারটা সাই-কর্সকি স্কাইক্রেন। যে কোনো ভারি জিনিস তুলতে পারে। কপ্টারটা রাখবো এসানসিয়ানে। হুভারক্রাফ্‌টটা করিয়েন্টেস ছেড়ে কুইবা চলে আসবে। কুইবা থেকে ওটাকে তুলে রিও ড মোর্টে নিয়ে আসবে হেলিকপ্টার।'

'আর তুমি চাইছো ফেডারেল আর্মির কিছু লোক কুইবাতে কিছু দিনের জন্য বনভোজন করুক?'

'যদি সম্ভব হয়।'

'মনে করো, ব্যবস্থা হয়ে গেছে।'

টেবিলে সাঁটা একটা বোতামে চাপ দিলো ডায়াজ। ঢুকলো এক-জন অ্যাসিস্ট্যান্ট। হাতে ব্রাউন রঙের লেদার কেস, দেখতে অনেকটা মুভি ক্যামেরার মতো। লেদার কেসটা হাতে নিয়ে একটা বোতামে

চাপ দিলো আসাদ। কিছু একটা ঘুরলো ভেতরে, বিদ্যুৎ চালিত ক্যামেরার মতো।

'এটা সত্যি-সত্যি ছবিও তুলতে পারে।' বললো ডায়াজ।

হাসলো আসাদ। 'দারুণ একটা কাভার তো। রেডিও ট্রান্স-মিটিং রেঞ্জ কত এটার?'

'পাঁচশ' কিলোমিটার।'

'যথেষ্ট। ওয়াটারপ্রুফ নাকি?'

'ওয়াটারপ্রুফ। তুমি কালই যাচ্ছো?'

'না। জঙ্গলের উপযোগী যন্ত্রপাতি আর কয়েক দিনের খাবার আগেই কুইবা নিয়ে যেতে হবে। তারপর যাত্রা।'

'তুমি মারাত্মক ঝুঁকি নিচ্ছো।'

'দুর! আমার সাগরেদরা থাকতে কোনো ভয় নেই। যাই হোক, বিএসএস তোমার কাছে কৃতজ্ঞ রইলো। তোমার সহায়তার জন্য তাদের তরফ থেকে তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।' আন্তরিক ভাবে ডায়াজের হাতটা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে এলো আসাদ।

কথা মতো সার্জেন্ট হেরেরাদ্বয়কে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যায় হাইডন ভিলায় গিয়ে পৌঁছলো আসাদ। বদলে গেছে স্মিথের ড্রইং রুমের চেহারা। বিরাট তিনটা ক্রিস্টাল শ্যাণ্ডেলিয়ার জ্বলছে রুমে। মুক্তার মতো ঝলমল করছে শ্যাণ্ডেলিয়ারগুলো। রুমের মধ্যে মোট নয় জন। অনেকেই দাঁড়িয়ে। সবার হাতেই ভরা গ্লাস। নতুন একজনের উপ-স্থিতি লক্ষ্য করলো আসাদ। প্রশ্ন করবার আগেই আসাদের কাছে হেফনারের পরিচয়টা দিলেন স্মিথ। জোরালো গলায় কথা বলছে

হেফনার। কর্তা-কর্তা ভাব। তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকালো আসাদের দিকে। মারিয়ার পাশে বসে আছে। তার দিক থেকে কিছুটা বিরক্ত ভাব নিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে ট্রেসি। যেন পছন্দ করছে না হেফনারকে।

রেমন আর নেভারোর দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করলেন স্মিথ। তারপর আসাদকে বললেন, 'তোমার দুই সঙ্গীকে কেমন যেন অনভিজ্ঞ বলে মনে হচ্ছে।'

'আপনার ড্রইং রুমে সহজ হতে পারছে না ওরা। তবে জঙ্গলের জন্য প্রতিভা। কাঠবিড়ালী শিকারীর চোখ।'

'তার মানে?'

'তার মানে তাদের যে কোনো একজন একটা রাইফেল দিয়ে একশ' গজ দূরের তাসের রাজার বুক ছেদা করে দিতে পারে। অধিকাংশ লোক অত দূর থেকে কার্ড দেখতেও পায় না।'

কিছুটা বিরক্ত কণ্ঠে বললেন স্মিথ—'যাই হোক, তোমার প্ল্যানটা মোটামুটি চলবে। কয়েক দিনের মধ্যেই যাচ্ছি নাকি আমরা?'

'এক সপ্তাহের মধ্যে,' সংশোধন করে বললো আসাদ। 'করিয়েন্টেস থেকে আপনার হভারক্রাফ্‌টটা কুইবা পৌঁছতে কম পক্ষে পাঁচ-ছয়দিন সময় নেবে। আমাদেরও অনেক কাজ সেরে নিতে হবে এই ফাঁকে।'

'আরেকটা কথা,' বললেন স্মিথ। 'তুমিতো নিজেই প্ল্যানটা তৈরি করেছো, কিন্তু এখনও আমরা এই অভিযানের কোনো দল-নেতা নির্বাচন করি নি।'

'আমি করেছি।' আসাদ বললো 'আমিই দল নেতা।'

দু'চোখে যেন আগুন ঝরলো স্মিথের, 'আমি রিপিট করছি, আসাদ। আমিই সব খরচ দিচ্ছি। দাবি অনুযায়ী তোমাকেও দেওয়া

হচ্ছে। দেন, হোয়াই ইউ?'

'শিপের মালিকও তার ক্যাপ্টেনকে বেতন দেন। কিন্তু সমুদ্রে কে নেতা থাকে? সমুদ্রের চেয়ে জঙ্গল আরো বিপজ্জনক। আমাকে ছাড়া আপনারা এক দিনও টিকে থাকতে পারবেন না ওখানে।'

হঠাৎ নীরব হয়ে গেলো রুমটা। সবাই চুপচাপ। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো হেফনার। এগিয়ে এলো আসাদের দিকে। চোখ দু'টো লাল। স্মিথের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো সে।

'বস্‌। আপনি বুঝতে পারছেন না,' বিদ্রূপ করে বললো হেফনার, 'সে একজন দুঃসাহসী অভিযাত্রী। সে ছাড়া দুনিয়াতে আর কারো লীডার হবার যোগ্যতা নেই। আপনি শোনেন নি? সব সময় বাঙ্গালীরাই অভিযানে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে।'

হেফনারের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে স্মিথের দিকে তাকালো আসাদ, 'এসব যা তা লোক এনে ঝগড়া বাঁধাতে চান, মিঃ স্মিথ?'

কথাটা শুনে দপ্‌ করে জ্বলে উঠলো হেফনারের চোখ দু'টো। চোখের পলকে ঘুরে দাঁড়িয়ে আসাদের মাথা লক্ষ্য করে একটা প্রচণ্ড ঘুষি ছুঁড়লো সে। চট্‌ করে মাথাটা একপাশে সরিয়ে নিলো আসাদ। ব্যালেন্স হারিয়ে টলতে টলতে স্থির হলো হেফনার। কট-কট করে তাকালো আসাদের দিকে।

'মিঃ স্মিথ!' শান্ত কণ্ঠে বললো আসাদ। 'বদমাশটাকে বের করে দিন, নইলে…'

কথা শেষও করতে পারলো না আসাদ। বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে কিক করলো হেফনার। চোখের পলকে ফ্লোর থেকে তিন ফুট ওপরে উঠে গেলো আসাদ। মিস কিক্‌। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আসাদের জুতার সোল্‌টা নেমে এলো ওর নাকের উপর। শব্দ হলো না। তিন গজ

দূরে গিয়ে ছিটকে পড়লো হেফনার। দু'হাতে মুখ ঢেকে উঠে দাঁড়ালো সে। হাতের আঙুল গলে দর-দর করে বেরিয়ে আসছে তাজা রক্তের ধারা।

'ও আমার চীফ স্টাফ ফটোগ্রাফার!' গর্জে উঠলেন স্মিথ।

'এবং একজন কুখ্যাত খুনী।' স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো আসাদ। যেন কিছুই হয় নি এতক্ষণ।

'তার মানে?'

'তার মানে নিউ ইয়র্কের পুলিশ খুঁজছে ওকে।' বরফ-শীতল কণ্ঠে বললো আসাদ।

চুপচাপ কেটে গেলো কয়েক মিনিট। রুমের মধ্যে পিন-পতন নিস্তব্ধতা। রেমন আর নেভারো উঠে দাঁড়ালো। বেরোবার সময় আসাদের একটা হাত খামচে ধরলো মারিয়া। 'তুমি নিশ্চয়ই কাজটা করো নি।'

'ইচ্ছা করে তো আর মারি নি তোমার প্রেমিককে।'

'আমার প্রেমিক? আমি ওকে স্ট্যাণ্ড করতে পারি না। তবে ওর মধ্যে অনেক দিন প্রতিহিংসা জেগে থাকে।'

মারিয়ার হাতে মৃদু চাপ দিলো আসাদ। 'অন্য বারে আমি ওর নাকটাই তুলে ফেলে দেবো।'

হাতটা ঝাড়া দিয়ে অন্যদিকে চলে গেলো মারিয়া। পেছন থেকে অনুশোচনার সুরে নেভারো বললো, 'রাগ করে চলে গেছে, মাই লর্ড।' মারিয়ার দিকে চেয়ে রইলো সে।

মেঝেতে পড়ে আছে হেফনার। স্মিথ যেন দেখলেনই না ওকে। বাটলার এসে খবর দিল, 'ডিনার রেডি, স্যার'। ওরা সবাই বেরিয়ে গেলো।

চার

পাঁচ দিনের মধ্যেই দুনিয়ার যতসব যন্ত্রপাতি আর জিনিসপত্র কিনে ফেললেন স্মিথ। নিজের সিক্স-কার-গ্যারেজ রুম থেকে একটা রোলস্ রয়েস আর একটা ক্যাডিলাক বের করে ও দু'টোকে স্টোরেজ রুম বানালেন। যন্ত্রপাতির স্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে একটা একটা করে প্রত্যেকটা জিনিস নেড়ে চেড়ে দেখলো আসাদ।

দরজায় এসে দাঁড়ালেন স্মিথ, 'কি চলবে?'

'চলবে। আমি ভাবছি কি করে একজন কোটিপতি এত সব খুঁটিনাটি জিনিসপত্রের কথা মনে রাখলেন।'

প্রশংসা শুনে খুশি হয়ে উঠলেন স্মিথ।

'কিন্তু একটা জিনিস ছাড়া।' বললো আসাদ।

নিজস্ব ফ্যাশনে এক চোখের ভ্রূ তুললেন স্মিথ, 'জানতে পারি, জিনিসটা কি?'

'ভুল করে কেনেন নি এমন কোনো জিনিস নয়,' তবে অতিরিক্ত রেখেছেন কয়েকটা জিনিস।'

'কি সেগুলো?'

'পিস্তল, রাইফেল। এগুলো কাদের জন্যে?'

'কেনো, আমাদের জন্যে।'

'কোনো দরকার নেই। রেমন, নেভারো আর আমার কাছে অস্ত্র থাকবে।'

'আমাদের কাছেও থাকবে।'

'অসম্ভব।'

'কেনো?'

'রেইন ফরেস্টে আপনারা সবাই শিশু। আর শিশুদের জন্য কোনো পপ-গান নয়।'

'কিন্তু হিলার এবং সিরানো—'

'আমি মানি, তারা আপনার চেয়েবেশি জানে। তার মানে তারা মটোগ্রসোর জঙ্গল সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ নয়। সেখানকার জন্য তারা এখনও কিশোর।'

কাঁধ ঝাঁকালেন স্মিথ। অস্ত্রের স্তূপটার দিকে তাকালেন। তারপর আসাদের চোখে চোখ রাখলেন, 'আত্মরক্ষার জন্যে—'

'আমরা আপনাকে রক্ষা করবো। আমি চাই না আমার অভিযাত্রী দল অযথা নির্দোষ ইণ্ডিয়ানদেরকে গুলি করে হত্যা করুক। আর আপনারা লস্ট সিটিতে পৌঁছবার আগেই পিঠে গুলি খেয়ে মরতে চাই না আমি।'

কয়েক পা সামনে এগিয়ে এলো হেফনার। তার বুঝতে অসুবিধা হলো না যে, তাকে উদ্দেশ্য করেই কথাগুলো বলছে আসাদ। হাত দু'টোয় শক্ত মুঠো বাঁধলো সে। রাগে মুখ টক টক করছে তার।

'দেখো, আসাদ—'

'দেখার সময় নেই আমার।'

'স্টপ ইট!' কিছুটা ধমকের সুরে বললেন স্মিথ। আসাদকে বললেন, 'আমার মনে হয় যে কোনো লোকের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তোলার দারুণ একটা ক্ষমতা আছে তোমার মধ্যে। কিন্তু—'

'বন্ধুত্বের ব্যাপারে আমি বড় বেশি খুঁতখুঁতে, মিঃ স্মিথ। কারও সঙ্গে বন্ধুত্বের আগে আমি নিশ্চিত হয়ে নিই যে, সে আমার শত্রু নয়। মনে হয় প্রত্যেককে সার্চ করা উচিত আমার।'

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করলেন স্মিথ। তার চোয়াল দু'টো হঠাৎ কঠিন দেখালো। দেখেও না দেখার ভান করলো আসাদ। একটা ব্যাপার ওর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, সহজেই স্মিথ সবার চেয়ে বেশি বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারেন যে কোনো সময়। মাঝে মাঝে রক্ত ছলকে ওঠে তার চোখে। তখন একজন খুনীর মতো মনে হয় তাকে।

'আপনার ডিসি সিক্স প্লেনটা রেডি আছে?' আসাদ বললো।

'অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন।'

'আরো ভালো। হুভারক্রাফট, হেলিকপ্টার—কোথায় ও দুটো?'

'প্রায় কুইবাতে।'

স্মিথের প্রাইভেট এয়ার ফিল্ডের রানওয়ের একেবারে শেষ প্রান্তে পার্ক করে রাখা হয়েছে ডিসি সিক্স। চক্ চক্ করছে ওটার ফিউজলেজ। দেখেই বোঝা যায়, নতুন না হলেও একেবারে পুরনো নয় প্লেনটা। আসাদ, রেমন ও নেভারো কার্গো তোলার কাজটা সুপারভাইজ করছে। সিরানোও সাহায্য করছে। প্রত্যেকটা ব্যাগ খুলে ভেতরটা পরীক্ষা করে আবার সীল করে দিচ্ছিলো ব্যাগের মুখ। সিরানোকে বলে নি ও। তবু অনুগত ভক্তের মতো ব্যাগ খুলে আসাদকে দেখাচ্ছে সে। তারপর আসাদের কাছ থেকে 'ও, কে' করিয়ে নিয়ে আবার সীল

করছে। কাজটা শেষ হওয়ার পনের মিনিট পর ব্রাসিলিয়া থেকে টেক-অফ্ করলো প্লেন।

বসে বসে সিগারেট টানছে আসাদ। প্লেনটা চলে এসেছে কুইবার কাছে। খেয়ালই করে নি ও পাইলট দুই তিন বার সিট বেল্ট বাঁধার অনুরোধ জানিয়ে চুপ করলো। চেয়ে দেখলো আসাদ, কারো ঘুম ভাঙে নি। উঁচু গ্রামে গান জুড়ে দিলো আসাদ। ঘুম ভাঙানোর জন্য সেটাই যথেষ্ট ছিলো। প্রথমে ঘুম ভাঙলো মারিয়ার। চোখ দু'টো মুছে আসাদের দিকে তাকালো ও।

'ফেস্‌ন্ ইওর সিট বেল্ট,' বললো আসাদ।

ডিসি সিক্সের চাকাগুলো রানওয়েতে টাচ্ ডাউন করে একটা লম্বা দৌড় দিয়ে গিয়ে থামলো। ঝট্‌পট্ সবাই নেমে এলো প্লেন থেকে। এয়ার পোর্টের চতুর্দিকে ঘন সবুজ বন। এক পাশে নদী। ব্রাসিলিয়ার চেয়ে একেবারে ভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক রূপ এদিকে।

নিজের চতুর্দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকাচ্ছিলো মারিয়া। 'এটাই তাহলে সেই বন। উহ্! কী সুন্দর!'

'এটা তো সভ্য এলাকা।' হাত দিয়ে পুবদিক নির্দেশ করলো আসাদ। 'আসল বনটা ওদিকে। আর একবার যদি সেখানে পৌঁছো, তারপর নিজের প্রাণটা বিক্রি করে হলেও ফিরে আসতে চাইবে এখানে।' ঝট্ করে হেফনারের দিকে ফিরলো আসাদ। ধারালো কণ্ঠে বললো, 'কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

এয়ার পোর্ট বিল্ডিংয়ের দিকে এগুচ্ছিলো হেফনার। আসাদের কথায় থমকে দাঁড়ালো। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমাকে বলছো?'

'তোমার দিকেই তো তাকিয়ে কথা বলছি। আমার চোখ টেরা নয়। কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

'বারে যাচ্ছি। পিপাসা পেয়েছে আমার। এনি অবজেকশন্?'

'এভ্‌রি অবজেকশন্,' বললো আসাদ, 'আমরা সবাই তৃষ্ণার্ত। কিন্তু এখানে অনেক কাজ। আমি চাই এক্ষুণি সমস্ত যন্ত্রপাতি, খাবার, আর লাগেজ ডিসি সিক্স থেকে নামিয়ে ডিসি থ্রীতে তোলা হোক। মাত্র দুই ঘন্টা হাতে আছে, এরপর গরমের জন্য কিছুই করা যাবে না।'

একটা বিরাট টুইন রোটর্ড হেলিকপ্টার পানির পাঁচ ফুট উপর ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলো দুই মিনিট। পাড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে সবাই। কপ্টারের লিফটিং বোল্টের সঙ্গে চার খানা দড়ি দিয়ে হুভারক্রাফ ট-টাকে বেঁধে ফেলা হলো। তারপর ধীরে ধীরে ছোট্ট হুভারক্রাফ টটাকে তুলে শূন্যে উড়াল দিলো কপ্টারটা। পাঁচশ' ফুট ওপরে উঠে পুব দিকে এগোতে শুরু করলো।

'দূরের পাহাড়গুলো আমার কাছে বেশি উঁচু বলে মনে হয়।' একটা অস্বস্তির ছায়া ফুটে উঠলো স্মিথের মুখে, 'ওগুলোর ওপর দিয়ে যেতে পারবে তো কপ্টারটা?'

'আপনি জানেন। কারণ কপ্টারটাতো আপনারই। আপনি কি মনে করেন পাহাড়টা পেরোবার ব্যাপারে নিশ্চিত না হলে পাইলট টেক-অফ্ করতো? মাত্র ত্রিশ হাজার ফুট উঁচু। কোনো অসুবিধা হবে না।'

'আমাদের গন্তব্য কতদূর?'

'রিও ছ মোর্ট নদীর দূরত্ব মাত্র একশ' মাইল। আর ল্যান্ডিং স্ট্রিপের দূরত্ব আশি। আধঘণ্টা পরে আমরা ডিসি থ্রীতে করে যাত্রা করবো। কপ্টারের আগেই পৌঁছে যাবো আমরা।'

নদীর ধারে গিয়ে বসলো আসাদ। নদীর স্বচ্ছ পানির নিচে পাহাড়ের প্রতিফলন। কয়েক মিনিট পর তার পাশে এসে দাঁড়ালো মারিয়া। মুখ তুলে তাকালো আসাদ। হাসলো। ফের দিগন্তের দিকে সরিয়ে নিলো চোখ।

'এখানে বসা নিরাপদ?'

'তোমার বয়-ফ্রেণ্ড কি বাঁধন খুলে দিয়েছে?'

'সে আমার বয়-ফ্রেণ্ড নয়!' এমন ভাবে প্রতিবাদ জানালো মারিয়া, চোখ তুলে তাকাতে হলো আসাদকে।

'তাহলে নিশ্চয়ই প্রশ্ন করে কোনো গোপন তথ্য জানার জন্য পাঠানো হয়েছে তোমাকে। বসো, বসো।' বললো আসাদ।

মুখটা লাল হয়ে গেলো মারিয়ার। 'তোমার কি অভ্যাস নাকি সবাইকে অপমান করা? সবাইকে আঘাত করা? সবার বিরোধিতা করা? সবাইকে উত্তেজিত করা? ব্রাসিলিয়াতে তুমি বলেছিলে তোমার নাকি বন্ধু আছে। আমি বুঝতে পারছি না তোমার মতো লোকের সঙ্গে মানুষের বন্ধুত্ব হয় কি করে।'

একটু অবাক হয়ে তাকালো আসাদ। হাসলো—'তুমিই বলো, এখন কে আমাকে অপমান করছে?'

'ইচ্ছা করে অপমান করা আর সত্য কথা বলার মধ্যে বিরাট পার্থক্য। তোমাকে ডিস্টার্ব করার জন্য আমি দুঃখিত।' ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করলো মারিয়া।

'শোনো, মারিয়া, বসো বসো। না হয় আমিই তোমাকে প্রশ্ন করে কিছু জানতে চেয়েছিলাম। বলো।'

মারিয়া ফিরলো, 'আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম, এখানে বসাটা নিরাপদ কিনা।'

'ব্রাসিলিয়ার রাস্তা ক্রস করার চেয়েও অনেক নিরাপদ।' বললো আসাদ।

ওর কাছ থেকে দুই ফুট দূরে বসলো মারিয়া। 'পরিস্থিতি তোমার জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।' বললো সে।

'বিপজ্জনক কিরকম? ইণ্ডিয়ানরা? আশেপাশের দুই শ' মাইলের মধ্যে কোনো ভয়ঙ্কর উপজাতীয় লোক নেই। এলিগেটর, জাগুয়ার মাঝে-মধ্যে চোখে পড়ে। তবে তোমার পালানোর আগে ওরাই পালাবে তোমাকে দেখে। বনের মধ্যে শুধু দু'টো প্রাণী আছে সবচে' মারাত্মক—কুয়িক্জাডা আর কেরানগেগিরস। চোখের পলকে আক্রমণ করে বসে।'

'কুয়িকজাডা কি?'

'এক প্রকার হিংস্র শূকর। ধারালো দাঁতে চোখের পলকে একটা মানুষকে ছিঁড়ে ফেলতে পারে।'

'আর কেরানগেগিরস?'

'এক ধরনের বিরাট মাকড়সা। সারা গায়ে বড় বড় লোম। বড়-সড় একটা প্লেটের মতো আকৃতি। এক লাফে এক গজ এগিয়ে আসে। মারাত্মক বিষ এসব মাকড়সার দাঁতে।'

'মাই গড!' আঁৎকে উঠলো মারিয়া।

'বাপরে! এত ভয় পেলে। এখানে নেই ওসব। তবে তোমার তো আসা উচিত হয় নি।'

'আবার গোলমাল করছো।'

'কখনও কখনও একা থাকতে হয় মানুষকে।'

'মানে? তুমি কি একা, বিয়ে করেছ?'

'করতে চেয়েছিলাম।'

'কাকে ?'

'একটা মেয়েকে।'

'করছো না কেন ?'

'নেই।'

'নেই মানে ?'

'নেই মানে নেই।'

'ওহ্ ! ওহ, আমি দুঃখিত। কিভাবে মারা গেলেন তিনি।'

উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো আসাদ। বললো 'চলো, প্লেন ধরতে হবে।'

'প্লিজ।' মারিয়া হাত ধরে ফেললো আসাদের,' 'বলো, কি হয়েছিলো ?'

'খুন।'

দিগন্তের দিকে তাকালো আসাদ। কথাটা বলেই ওর মনে হলো একেবারে অচেনা একজনের কাছে বলাটা ঠিক হলো না। পৃথিবীতে মাত্র দু'জন লোক তার এই ট্রাজেডির কথা জানতো। আসাদের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু রেমন আর নেভারো। ভাবনার মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিলো আসাদ। এক মিনিট পর ওর খেয়াল হলো, মারিয়া আঁকড়ে ধরে রেখেছে তার একটা হাত। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো আসাদ। টলমল করছে মারিয়ার ডাগর দু'চোখ।

ধীরে ধীরে মারিয়ার হাতটা ধরলো ও। এক হাতে চোখ মুছলো মারিয়া। হাসলো, 'আই এম সরি।'

'হয় তো তোমাকে ভুলই ভেবেছি। হয় তো তোমারও কোনো দুঃখ আছে।'

কিছু বললো না মারিয়া। আরেকবার চোখ মুছে এগোলো প্লেনের

দিকে :

স্মিথের ডিসিথ্রী প্লেনটা ডিসি সিক্সের মতোই গর্জন সর্বস্ব। কেবিনের মধ্যে আগের মতোই অবস্থা। পাইলট, কো-পাইলট সহ প্লেনে মোট এগারো জন। আসাদের কাছ থেকে আড়া-আড়ি সামনে বসেছে হেফনার। স্কচের বোতল কোলে নিয়ে বসেছে ও। ইঞ্জিনের শব্দে কিছুই শোনা যাচ্ছে না, তার মধ্যেই চেঁচিয়ে উঠলো হেফনার, 'তোমার প্ল্যানটা আমাদের কাছে খুলে বললে তো তোমার মরণ ঘনিয়ে আসবে আসাদ।'

'ঠিক। কিন্তু কি দরকার ?'

'কৌতূহল।'

'ও. কে। হেলিকপ্টার এবং হুভারক্রাফ্‌ট রমোনো এয়ার স্ট্রিপে ল্যাণ্ড করবে। আমরাও সেখানেই যাচ্ছি কপ্টারটা ফুয়েল নিয়ে হুভারক্রাফ্‌ট্‌টাকে রেখে আসবে নদীতে। তারপর ভোর বেলায় আমরা একই কপ্টারে করে হুভারক্রাফ্‌টে পৌঁছবো।'

আসাদের পাশের সিটে স্মিথ। হাত দু'টোকে কাপের মতো করে আসাদের কানের ওপর রেখে মুখ নামিয়ে বললেন, 'নদীটা কতদূর ? আর হুভারক্রাফ্‌ট্‌টা ওখানে নিচ্ছো কেনো ?'

'ষাট মাইল। রমোনো থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে নদীটা জল প্রপাতের মতো পনের ফুট নিচে খাড়া ভাবে নেমে গেছে। আপনার হুভারক্রাফ্‌ট্‌টা খাড়া পতন সইতে পারবে না। সে জন্যে জলপ্রপাতের দিকটা আগেই পার করিয়ে রেখে আসা হচ্ছে।'

'তোমার কাছে কোনো ম্যাপ আছে ?' জানতে চাইলো হেফনার।

'আছে। তবে দরকার হয় না। কেন ?'

'যদি তোমার কিছু হয়, তাহলে আমরা অন্তত: জানতে পারবো,

কোথায় আছি।'

'তার চেয়ে দোয়া করো যেন আমার কিছু না হয়। আমি না থাকলে তোমরা কাবাব হয়ে হয়েনাদের প্লেটে উঠে যাবে।'

আসাদের কানের কাছে মুখ নামালেন স্মিথ, 'ওকে রাগিয়ে তোমার কি কোনো লাভ হয়?'

ঘাড় ফিরিয়ে স্মিথের দিকে তাকালো আসাদ। 'বললো, 'না, লাভ নেই, ফুর্তি করছি।'

রমোনো এয়ার স্ট্রিপও দুর্গন্ধময়। ডিসি থ্রী আর কপ্টার কাম হুভারক্রাফ্ট কয়েক মিনিটের ব্যবধানে ল্যাণ্ড করলো। কপ্টারের রোটর ব্লেডের ঘোরা বন্ধ হওয়ার আগেই একটা ওয়েল ট্যাঙ্কার ছুটলো সেদিকে।

প্লেন থেকে নামলো সবাই। রমোনো এয়ার পোর্টের চেহারা দেখে মুখের ভাব পাল্টে গেলো যাত্রীদের। ডাস্টবিনের মতো এখানে ওখানে দুর্গন্ধময় ময়লার স্তূপ।

'গুড গড!' নাক সিঁটকে বললেন স্মিথ।

'জসাস! কী বিশ্রী দুর্গন্ধ!' বললো হেফনার। 'তুমি এর চেয়ে ভালো জায়গা খুঁজে পেলে না, আসাদ?'

টিন শেড টারমিনালের সাইন বোর্ডের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালো আসাদ—রমোনো ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। বললো, 'আগামী কাল ঠিক এই সময়ে এটাকেই তোমাদের কাছে অত্যন্ত সুন্দর ও মনোরম বলে মনে হবে। সম্ভবত এটাই হচ্ছে সভ্যতার শেষ প্রান্ত। রাতের জন্যে কার কি প্রয়োজন কিনে নিতে পারেন। একটা বিরাট হোটেল আছে। হোটেল ডি প্যা। হিলার আপনাদেরকে পৌঁছে দেবে ওখানে।' এক মুহূর্ত ভেবে-ফের বললো 'না, হিলারকে অন্য কাজে

লাগাব। ও থাক।'

'কি কাজে?' জানতে চাইলেন স্মিথ।

'হুভারক্রাফ্‌টটাকে আজ রাত্রে রাঁও গ্রমোট নদীতে নোঙর করাতে হবে। নদীর উভয় পাড়েই হিংস্র উপজাতীয়দের বাস। হুভারক্রাফ্‌ট-টাকে পাহারা দিতে হবে। সে কাজটাও একজনের পক্ষে সম্ভব নয়। পাইলট কেলনারের সঙ্গে আরও একজন লোকের দরকার। হিলার থাক।' হিলারের দিকে ফিরলো আসাদ, 'অটোমেটিক চালাও কেমন?'

'নব্বই ভাগ নির্ভুল।'

'বেশ।' আসাদ স্মিথের দিকে ফিরে বললো, 'টার্মিনালের বাইরে একটা বাস রেডি আপনাদের জন্যে।'

দ্রুত প্লেনে উঠে গেলো আসাদ। দুই মিনিট পর দু'টো অটোমেটিক অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে এলো। বাইরে একলা দাঁড়িয়ে আছে হিলার। আসাদ বললো, 'হুভারক্রাফটের কাছে চলো।'

হুভারক্রাফ্‌টের পাইলট কেলনার দাঁড়িয়ে আছে ক্রাফটের কাছে। বয়স ত্রিশের মতো। রোদে পোড়া তামাটে শরীর। মুখটা কঠিন।

'কেলনার, ওটাকে কিন্তু নদীর মাঝখানে নোঙর করতে হবে।' আসাদ বললো।

'কেনো?' আইরিশ টান ফুটে উঠলো ওর কথায়।

'কারণ তীরে নোঙর করলে রাতে গলা দু'ফাঁক হয়ে থাকবে।'

'ও কে!'

'তোমার সঙ্গে হিলার যাচ্ছে। দু'দিক থেকে আক্রমণ এলে তোমরা দু'জন লড়তে পারবে। সে জন্যেই দু'টো বিশ্রী ইসরাইলী সাব-মেশিনগান নিয়ে এসেছি।'

'আই সি,' এক মুহূর্ত থেমে থাকলো কেলনার। তারপর বললো,

'অসহায় ইণ্ডিয়ানদেরকে নির্বিচারে খুন করতে পারবো না আমি।'

'ওদের ছোট ছোট বিষাক্ত তীর গায়ে লাগার আগেই মত বদলে গেলো। তা না হলে তোমাকেই পটল তুলতে হবে।'

'কি? তাই নাকি? আমি কোনো রিস্কে নাই।'

'সাব মেশিন গান চালাতে পারো?'

'আমি এসএএস-এ ছিলাম।'

এসএএস ব্রিটেনের একটা সেরা কমাণ্ডো রেজিমেন্ট।

'বাঁচালে।' বললো আসাদ, 'ঠিক আছে, কাল দেখা হবে।'

ছারপোকা ভরা হোটেল ডি প্যারিসের বিশ্রী রুমগুলো ভাড়া না নিয়ে হোটেলের সেলুনেই রাত কাটাবার সিদ্ধান্ত নিলো আসাদ। রেমন, নেভারো, ট্রেসি আর আসাদ সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কেউ ফ্লোরে, কেউ বেঞ্চে। গ্লাস হাতে একটা চেয়ারে স্থির হয়ে বসে আছে হেফনার। কেউ জেগে আছে কিনা দেখে নিচ্ছে ও।

ভালো করে প্রত্যেকের দিকে একবার করে তাকালো হেফনার। তারপর ঝুঁকে পা থেকে খুলে ফেললো বুট জোড়া। নিঃশব্দে এগোলো বারের দিকে। কাউন্টারে গ্লাসটা জমা দিয়ে সবচেয়ে কাছের র‍্যাকস্যাকে গিয়ে দাঁড়ালো ও। র‍্যাকস্যাকটা আসাদের। ঝুঁকে খুলে ফেললো। ভেতর থেকে একটা ম্যাপ বের করলো ও। অনেকক্ষণ ধরে দেখলো ম্যাপটা। তারপর আবার ভরে রাখলো র‍্যাকস্যাকে। বারের দিকে ফিরে গেলো ও। বোতল থেকে কানায় কানায় এক গ্লাস স্কচ ঢেলে ফিরে গেলো নিজের চেয়ারে। জুতো জোড়া পরলো ফের। চেয়ারে হেলান দিয়ে গ্লাসের অর্ধেক ঢেলে দিলো গলায়।

আসাদ, রেমন এবং নেভারো তিন জনই হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে হেফনারের কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিলো।

'কি ব্যাপার, যা খুঁজছিলে পেয়েছো নাকি?'

উত্তর দিলো না হেফনার। ওর হাতের গ্লাসের স্কচ সামান্য একটু ছলকে উঠলো শুধু। চমকে উঠেছিলো ও।

'আমাদের তিন জনের মধ্যে একজন তোমার ওপর একটা চোখ রাখবে সারারাত। চেয়ার থেকে আর এক বারও যদি তুমি উঠে দাঁড়াও তাহলে আচ্ছা ধোলাই খাবে।' আমার ব্যক্তিগত জিনিষপত্র যারা ঘাঁটা-ঘাঁটি করে, তাদের উপর আমার মায়া দয়া থাকে না।'

আসাদ এবং দুই জোড় ভাই সারারাত ঘুমালো। চেয়ারে অনড় বসে থাকলো হেফনার।

পাঁচ

ভোরের আলো ফোটার একটু পরেই কন্ট্রোলে গিয়ে বসলো হেলিকপ্টারের পাইলট জন সিলভার। তার পরপরই নয় জনের দলটা উঠে বসলো। ডিসি থ্রী থেকে আগেই সমস্ত মাল-পত্র নামিয়ে কপ্টারে বোঝাই করে রাখা হয়েছিলো। হেলিকপ্টারের ফ্যান দু'টো চরকির মতো ঘুরতে শুরু করলো। সামান্য একটা ঝাঁকি দিয়ে শূন্যে উঠে পড়লো কপ্টার। তারপরই ও দ্য মোর্টের স্রোতের সমান্তরালে এগোলো পূর্বদিকে। সবাই জানালার পাশে বসে নিচের আমাজানিয়ান রেইন ফরেস্টের দৃশ্য দেখছে। যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু সবুজ বন আর বন। কো-পাইলটের সিটে গিয়ে বসেছে আসাদ। সামনের দিকে কি যেন দেখালো ও।

'দারুণ দৃশ্য!' চেঁচিয়ে বললো ও।

নদীর পাড়ে প্রায় এক মাইল লম্বা একটা চর। অনেকগুলো এলিগেটর স্থির হয়ে বসে আছে চরটার ওপর। যেন ঘুমিয়ে আছে।

একসঙ্গে এতগুলো কুমীরকে পাড়ে শুয়ে থাকতে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন স্মিথ। 'গুড গড! পৃথিবীতে এতো এলিগেটর আছে এখনও!' সিলভারকে উদ্দেশ্য করে চেঁচিয়ে উঠলেন স্মিথ, 'কপ্টারটা আরোও নিচে নামাও, ম্যান, আরোও নিচে!' তারপর

হেফনারের দিকে ফিরলেন তিনি—'তোমার ক্যামেরা! কুইক!' হঠাৎ থেমে কিছু ভাবলেন যেন। তারপর আসাদকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'অভিযান কমাণ্ডার রাজি আছে তো?'

শ্রাগ করলো আসাদ, 'পাঁচ মিনিটে কিছু আসে যায় না।'

ধীরে ধীরে নদীর ওপর নেমে এলো কপ্টারটা। তিন মিনিট ওটাকে স্থির ভাবে শূন্যে দাঁড় করিয়ে রাখলো সিলভার। বোঝা গেলো ঝানু পাইলট সে। ইচ্ছা মতো নাচাতে পারে ফড়িংটাকে।'

নদী আর বনের মাঝখানের নিচু চরটার মধ্যে কাঠের গুঁড়ির মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে আছে শতশত এলিগেটর। যতদূর চোখ যায় শুধু কুমীর আর কুমীর। কোনোটার গা হালকা সবুজ, কোনোটা মেটে। কোনো কোনোটা এতো বিরাট যে, দেখলে শরীর শিউরে ওঠে। ওদের বিশাল চোয়ালগুলো একটা মানুষকে এক কামড়ে দু'টুকরা করে ফেলতে পারে।

'বাপরে বাপ! আমাকে এক মিলিয়ন ডলার দিলেও ওখানে নামতে পারবো না আমি।' বললো ট্রেসি।

ওর দিকে তাকালো আসাদ। 'এটাতো বিপদের এক কণাও নয়।'

'এক কণাও নয়?'

মাথা নাড়ালো আসাদ। 'চেপেট রাজ্যের মাঝখানে আছি এখন আমরা।'

'চেপেট আবার কি?' বুঝতে না পেরে কপালে ভাঁজ ফেললেন স্মিথ।

'আপনি ভুলে গেছেন,' বললো আসাদ। 'চেপেটদের কথা আমি বলেছিলাম আপনার কাছে। বিষাক্ত বর্শা ছুঁড়ে মারে এরা। গায়ে লাগলে খেল্-খতম।'

কিছুটা অবিশ্বাসের ছায়া ফুটে উঠলো স্মিথের মুখে। জানালা দিয়ে এদিক ওদিক তাকালেন তিনি। কোনো চেপেটকে দেখা যায় কিনা খুঁজলেন। কপ্টারটাকে আরেকটু নিচে নামাচ্ছিলো পাইলট। বাধা দিলেন স্মিথ। বললেন, 'আর নামিও না, সিলভার, যথেষ্ট হয়েছে।' ব্যস্ত হয়ে পেছন ফিরলেন তিনি। কণ্ঠ সপ্তমে চড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'গডস সেক, হেফ্, তাড়াতাড়ি!'

'আসছি, আসছি, এখানে মালপত্রের এত ঝামেলা!' হেফনারের কণ্ঠে বিরক্তি।

আসাদের ক্যামেরাটা খুঁজে পেয়েছে ও। কর্নেল ডায়াজ আসার সময় দিয়েছিলো ওকে। গতরাতে তাড়াহুড়ায় ক্যামেরাটা চোখে পড়ে নি। ক্যামেরাটার চামড়ার র‍্যাপার খুলে একটা বোতামে চাপ দিলো ও। ভন্ ভন্ করে ভেতরে কিছু ঘুরতে শুরু করলো। থমকে গেলো হেফনার। একটা সন্দেহের কাঁটা খচ্ করে বিঁধলো ওর মনে। ক্যামেরার ওপরে পর্তুগীজ ভাষার লেখাটা পড়লো ও। দূর হয়ে গেলো সমস্ত সন্দেহ। আসলে ওটা একটা ট্রানজিস্টারাইজ্‌ড্ রেডিও ট্রান্সিভার। ক্যামেরা হচ্ছে ছদ্মবেশ। সুইচ বন্ধ করে দিলো ও। আসাদ যে সরকারী গোয়েন্দা, এতে কোনো সন্দেহ নেই, ভাবলো ও।

'হেফনার!' অধৈর্য কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন স্মিথ। 'হেফনার, কি যে করছো—হেফনার!'

এক হাতে রেডিও কেস আর অপর হাতে পিস্তল নিয়ে বিজয়ীর ভঙ্গিতে বেরিয়ে এলো হেফনার। তার চোখে মুখে খুনের নেশা ফুটে উঠেছে। 'আসাদ!' যুদ্ধ ক্ষেত্রে লড়াইয়ের আমন্ত্রণ জানানোর সুরে চেঁচিয়ে ডাক দিলো হেফনার, 'এবার আসল খেলা দেখাবো আমি তোমাকে!'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়ালো আসাদ। দেখলো, এক হাতে ওর ক্যামেরাটা শূন্যে তুলে ধরেছে হেফনার। অন্য হাতে পিস্তল, সোজা ওর হৃৎপিণ্ড বরাবর তাক করে ধরে রেখেছে। এক সেকেণ্ডও দেরি করলো না আসাদ। মেঝে বরাবর ডাইভ দিলো। হেফনার যাতে মাথা বা বুকে গুলি লাগাতে না পারে সেজন্যে একই সাথে মেঝেতে পড়বার আগেই ডিগবাজি খেলো আসাদ। এই ফাঁকে পিস্তলটা বেরিয়ে এসেছে তার হাতে।

আসাদের ডিগবাজি দেবার ঠিক আধ সেকেণ্ড পর গুলি করলো হেফনার। কপ্টারের কাছ থেকে একটা আর্তনাদ ভেসে এলো। সারারাত জেগে কাটানোর ফলে দুর্বল হয়ে পড়েছিলো ও। পিস্তল ধরা হাতটা দৃঢ় ছিলো না। কাঁপছিলো। দ্বিতীয় বার গুলি করলো হেফনার। এবারও বিদ্যুৎ গতিতে সরে গেলো আসাদ। এবারের গুলিটাও ছুটে গেলো কপ্টারের দিকে। একটা ঝাঁকুনি খেলো কপ্টারটা। ঠিক তক্ষুণি গুলি করলো আসাদ। হেফনারের কপালের ঠিক মাঝখানে ফুটে উঠলো একটা লাল গোলাপ। কাটা কলা গাছের মতো আছাড় খেয়ে মেঝেতে পড়লো ও।

দ্রুত পায়ে হেফনারের লাশের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো আসাদ। ঝুঁকে ক্যামেরাটা তুলে নিলো। চেক করে দেখলো ওটা বন্ধই আছে। ছুটে এসে আসাদের কাছে দাঁড়ালেন স্মিথ। আতঙ্কে তার চোখ দু'টো কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

'হায়-হায়! একেবারে কপালের মাঝখানে!' অবিশ্বাসে মাথায় হাত দিলেন তিনি। 'একেবারে কপালের মাঝখানে! মাই গড, আসাদ, তুমি কাজটা না করে থাকতে পারলে না?'

'তিনটা কারণ,' বললো আসাদ, 'এক নম্বর: আমি ওকে ভড়কে

দিতে চেয়েছিলাম। বিশেষ করে দশ ফুট ব্যবধানে আমার গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। আমি ওর মাথার উপর দিয়ে গুলি করেছিলাম, কিন্তু হেলিকপ্টারের ঝাঁকুনির জন্যে ওর কপালে লেগেছে গুলিটা। দুই নম্বর: আমি সবাইকে নিষেধ করেছিলাম যেন কেউ অস্ত্র সাথে না রাখে। তিন নম্বর: সে দুই বার আমাকে গুলি করার পর আমি ট্রিগারে চাপ দিয়েছিলাম। সুতরাং তার মৃত্যুর জন্যে সে নিজেই দায়ী। লোকটা আসলে পাগল না কি? আমাকে হঠাৎ আক্রমণ—'

কথা শেষ করতে পারলো না আসাদ। একটা ভয়ানক ঝাঁকুনি দিয়ে কাত হয়ে গেলো কপ্টারটা। ছিটকে একটা সিটের উপর পড়লো ও। ওটাকে আঁকড়ে ধরেই সোজা হয়ে দাঁড়ালো। এদিক ওদিক দুলছে কপ্টারটা। যেন আহত পাখির মতো ডানা ঝাপটাচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই স্থির ভাবে উড়তে পারছে না আকাশে। এখনো তুমুল বেগে সামনের দিকেই এগুচ্ছে কপ্টার। মাঝে মাঝে একটু একটু করে ওপরের দিকে উঠতে চেষ্টা করছে। আবার পড়ে যাচ্ছে নিচের দিকে। মনে হচ্ছে, যে কোনো সময় নদীতে পড়ে যেতে পারে কপ্টারটা।

পড়তে পড়তে সামনের দিকে ছুটলো আসাদ। কন্ট্রোলে এসে কো-পাইলটের সিটটা আঁকড়ে ধরলো সে। চেয়ে দেখলো, সিলভারের মুখের একপাশ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। কিন্তু রক্তের দিকে খেয়াল নেই তার। প্রাণপণে কন্ট্রোলের সঙ্গে লড়ছে ও। কপ্টারটাকে সোজা রাখার জন্যে।

'কুইক! আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি?' জরুরী কণ্ঠে জানতে চাইলো আসাদ।

'সাহায্য?' সামনের দিকে চেয়ে শান্ত কণ্ঠে বললো সিলভার। 'না। আমি নিজেকেই সাহায্য করতে পারছি না।'

'কি হয়েছে তোমার?'

'প্রথম গুলিটা আমার মুখে লেগেছে। কিছু না। গালের মাংস ছিঁড়ে নিয়ে গেছে শুধু। দ্বিতীয় গুলিটা বোধ হয় হাইড্রলিক লাইনে গিয়ে লেগেছে। আমার গালের মতোই ছিঁড়ে গেছে হয়তো কয়েকটা লাইন। আমি ঠিক দেখতে পাচ্ছি না। কি হয়েছে পেছনে?'

'হেফনার। কপালে লাল টিপ পরিয়ে দিয়ে এসেছি। আমাকে দু'বার গুলি করেছিলো। কিন্তু আমি বাঁচলেও তোমার কপ্টার আর তুমি ঠিক মতো রক্ষা পাও নি।'

'নো লস,' শান্ত কণ্ঠে বললো সিলভার। 'হেফনার সম্পর্কে বলছি আমি। তবে মেশিনটা নিয়ে বিপদে পড়েছি।'

পেছন ফিরে তাকালো আসাদ। হেফনারের লাশটা গড়িয়ে সরে গেছে এক পাশে। রক্তের ধারাটা ছড়িয়ে পড়েছে এদিক ওদিক। সিরানো, মারিয়া, ট্রেসি—সবাই হতভম্ব হয়ে কপ্টারের নাচানাচির ধাক্কা সামলাচ্ছে। একবার আসাদের দিকে, আর একবার হেফনারের খোলা চোখ দু'টোর দিকে ঘন-ঘন তাকাচ্ছে তারা। এই সময় প্রজাপতির মতো ওপর-নিচ নাচতে শুরু করলো কপ্টারটা। কন্ট্রোলের সঙ্গে আর এক বাউট লড়লো সিলভার। এবার পেণ্ডুলামের মতো দুলতে শুরু করলো কপ্টার।

'আমি পারছি না!' চেঁচিয়ে উঠলো সিলভার। রক্ত আর ঘামে সপ-সপ্ করছে তার মুখটা। সাদা শার্টটা রক্তে লাল।

সামনের দিকে তাকালো আসাদ। একবার এদিক, আরেকবার ওদিক ছুটছে কপ্টারটা। নদীটা এখনো ঠিক নিচে। এলিগেটরের চরটা ইতিমধ্যে পেছনে ফেলে এসেছে ওরা। হঠাৎ আধমাইল সামনে একটা দ্বীপ দৃষ্টি কেড়ে নিলো আসাদের। প্রায় দুইশ' গজ লম্বা।

প্রস্থে দৈর্ঘ্যের অর্ধেক। ঠিক নদীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে গাছ-গাছড়ায় ভরা দ্বীপটা। সিলভারের দিকে ফিরলো আসাদ।

'কপ্টারটা পানিতে ভাসে?'

'হ্যাঁ।'

'সামনের দ্বীপটা দেখতে পাচ্ছো?'

কপ্টারটা এখনো নদীর পানি থেকে ছত্রিশ ফুট ওপরে। কোয়ার্টার মাইল সামনের দ্বীপটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

'দেখতে পাচ্ছি,' বললো সিলভার, 'গাছ-পালাগুলোও দেখতে পাচ্ছি আমি। ফাঁকা জায়গা আছে তো?'

'আছে। গাছ-পালা তেমন ঘন নয় ওখানে।'

'দেখো, আসাদ, আমার কন্ট্রোল এখন শূন্যে এসে দাঁড়িয়েছে। করার কিছুই নেই আমার। মেশিনটাকে অখণ্ড অবস্থায় ল্যাণ্ড করাতে পারবো বলে মনে হয় না আমার।'

ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে সিলভারের দিকে তাকালো আসাদ। 'জাহান্নামে যাক, তোমার কপ্টার মেশিন। আমাদের অখণ্ড অবস্থায় নামাতে পারবে?'

আসাদের দিকে তাকালো সিলভার। কিছু না বলে কাঁধ ঝাঁকালো শুধু।

আর ছত্রিশ গজ দূরে দ্বীপটা। ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ড হিসাবে ওটাকে মোটেই সুবিধার মনে হচ্ছে না। যতই কাছে আসছে, ততই বিপজ্জনক বলে মনে হচ্ছে ওটাকে। দ্বীপের একেবারে সামনে এক চিলতে ফাঁকা জায়গা দেখা গেলো। বড় কোনো গাছ না থাকলেও বিপজ্জনক ঝোপঝাড়ে ভরা স্থানটা। ঠাণ্ডা মাথায় কোনো পাইলট ওখানে ল্যাণ্ড করার কথা কল্পনাও করবে না। দশ ফুট লম্বা হবে স্থানটা। তার পরেই বড় বড় গাছ সারি বেঁধে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। অনেক

ওপর থেকে চিলের মতো ছোঁ মারার ভঙ্গিতে ফাঁকা জায়গাটার দিকে তুমুল বেগে নেমে যাচ্ছে কপ্টার।

এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতেও কিছু একটার আঁচ পেয়ে বাঁ দিকে তাকালো আসাদ। দ্বীপটার ঠিক সামনেই নদীর ধারে একটা গ্রাম দেখা গেলো। কতগুলো কুঁড়ে ঘর। গুরুত্ব দিলো না ও।

সিলভারের মুখে রক্ত আর ঘামের মাখামাখির মধ্যে একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ ফুটে উঠেছে। যাত্রীরা সবাই নির্বাক, অচঞ্চল। সবার চোখে মুখে উৎকণ্ঠা আর ভীতি। হাতের কাছে শক্ত যা কিছু আছে আঁকড়ে ধরে আছে সবাই। সমূহ বিপদ বুঝতে পারছে।

দুলতে দুলতে বিপজ্জনক গতিতে ফাঁকা জায়গাটার দিকে ছুটে যাচ্ছে কপ্টার।

'ইগনিশন সুইচ বন্ধ করে দাও!' উত্তেজিত গলায় বললো আসাদ, 'আগুন ধরে যেতে পারে!'

ইগনিশন সুইচ বন্ধ করলো সিলভার।

এক সেকেণ্ড পর ফাঁকা স্থানটায় প্রচণ্ড বেগে আছাড় খেলো কপ্টারটা। ভেতরের যন্ত্রপাতি আর খাবার দাবার ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। আছাড় খেয়ে এক্সপ্রেস ট্রেনের গতিতে ঝোপ-ঝাড় ছিঁড়ে সামনের দিকে ছুটলো হেলিকপ্টার। গাছের সঙ্গে সামনের রোটর ব্লেডের বাড়ি খেয়ে টুকরা টুকরা হয়ে গেলো স্টিলের ভারি ব্লেডগুলো। শেষে একটা বিরাট গাছের সঙ্গে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে থেমে গেলো কপ্টারটা। ভেতরে এদিক ওদিক ছিটকে পড়লো যাত্রীরা।

অস্বাভাবিক নীরবতায় ভরে গেলো কপ্টারের ভেতরটা। ইঞ্জিনের কান ঝালা-পালা করা শব্দ অনেক আগেই থেমে গেছে। আতঙ্ক আর উত্তেজনার জন্যে প্রথমে কারও মুখে কথা ফুটলো না। নিজেদেরকে

অক্ষত অবস্থায় বেঁচে থাকতে দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো সবাই।

হাত বাড়িয়ে সিলভারের কাঁধ স্পর্শ করলো আসাদ। 'আমি বাজি ধরে বলতে পারি এভাবে আর কোনো দিন ল্যাণ্ড করতে পারবে না তুমি।'

হাত দিয়ে গালের ক্ষতটা চেপে ধরলো সিলভার। 'স চেষ্টাও করবো না।'

'বেরিয়ে পড়ো সবাই।' উত্তেজিত গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন স্মিথ, 'বিস্ফোরণ হতে পারে।'

'ডোণ্ট বি সো সিলি।' ক্লান্ত কণ্ঠে বললো আসাদ। 'ইগনিশন বন্ধ। বসে থাকুন সিটে।'

'আমি যদি বাইরে যেতে চাই।'

'তাহলে সেটা আপনার ব্যাপার। কেউ আপনাকে বাধা দিতে যাচ্ছে না। পরে আমরা আপনার বুট জোড়া কবর দেবো।'

'কি বোঝাতে চাইছো?' কিছুটা ক্ষিপ্ত কণ্ঠে জানতে চাইলেন স্মিথ।

'লাশের অবশিষ্টাংশ কবর দেয়াও সভ্য রীতি। হয়তো আপনার জুতো জোড়াও পাওয়া যাবে না।'

'তুমি কি আমাকে—'

'জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকান।'

ঝাড়া পাঁচ সেকেণ্ড আসাদের দিকে চেয়ে রইলেন স্মিথ। তারপর জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন। চোখ দু'টো বিস্ফারিত হয়ে গেলো তার, মুখটা ফাঁক হয়ে গেলো অজান্তে। হেলিকপ্টার থেকে কয়েক ফুট দূরেই বিরাট আকৃতির দু'টো এলিগেটর। ভয়ানক চোয়াল দু'টো ফাঁক করে রেখেছে তারা। বিশাল লেজগুলো গাড়ির ওইপারের

মতো এদিক ওদিক গড়াগড়ি খাচ্ছে। নিঃশব্দে ধপ্ করে বসে পড়লেন স্মিথ।

'আমি আপনাকে ব্রাসিলিয়া থাকতেই সাবধান করে দিয়ে বলে'ছিলাম, মটোগ্রসো অজ্ঞান শিশুদের খেলার মাঠ নয়। আমাদের দুই বন্ধু এ ধরনের অজ্ঞান শিশুদের জন্যেই বাইরে অপেক্ষা করছে। শুধু ও দু'টোই নয়, আশেপাশে আরো অনেক আছে। এলিগেটর ছাড়াও সাপ, বিচ্ছু এবং এদের চেয়ে আরো হিংস্র ও মারাত্মক এক দল প্রাণী আছে।' থেমে একটা আঙুল দিয়ে পোর্ট উইণ্ডস্ক্রিনের দিকে নির্দেশ করলো আসাদ—'চেয়ে দেখুন।'

আসাদের কথা মতো সবাই তাকালো সে দিকে। নদীর পাড়ে গাছ গাছড়ার মধ্যে কতগুলো কুঁড়ে ঘর দেখা যাচ্ছে। সংখ্যায় মোট বিশ-বাইশটা হবে। ওগুলোর ঠিক মাঝখানে বিরাট গোল আকৃতির কুঁড়ে ঘর দেখা যাচ্ছে একটা। এখানে ওখানে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে ওরা। সাদা ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে ওপরের দিকে। নদীর কিনারায় অনেকগুলো ডিঙ্গি নৌকা। বেশ কিছু জংলী লোক দাঁড়িয়ে আছে পাড়ে। প্রায় নগ্ন সবাই। কপ্টারের দিকে ইঙ্গিত করে নিজেদের মধ্যে দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলছে তারা।

'আমাদের ভাগ্য।' বললেন স্মিথ।

'ব্রাসিলিয়াতেই থাকা উচিত ছিলো আপনার,' বললো আসাদ, 'এটা ভাগ্য ঠিকই—সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য। আমি দেখতে পাচ্ছি ওদের নেতা আক্রমণ করার জন্যে তৈরি হচ্ছে।'

দীর্ঘ নীরবতা গ্রাস করে বসলো কপ্টারের সবাইকে। এক সময় মারিয়া ফিস্-ফিস্ করে বললো, 'চেপেট?'

'আর কে হবে! চেয়ে দেখো, সবাই প্রস্তুত হয়ে গেছে।' বললো

আসাদ।

তীরে দাঁড়িয়ে থাকা জংলীরা সবাই তীর, ধনুক, বল্লম, ব্লোপাইপ সহ চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে। ওদের চোখে মুখে ক্রোধ। কপ্টারের দিকে ইঙ্গিত করে উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বলছে ওরা।

'একটু পরেই আক্রমণ হানবে ওরা,' বললো আসাদ। 'মারিয়া, তুমি সিলভারের মুখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে একটু সাহায্য করবে?'

'কিন্তু আমরা এখানে নিরাপদে আছি, নিশ্চয়ই?' বললো ট্রেসি। 'আমাদের কাছে প্রচুর গান, পিস্তল আছে। তাদের কাছে যা আছে ওগুলো দিয়ে কপ্টারের স্কিনও ফুটো করতে পারবে না ওরা।'

'ঠিক। রেমন, নেভারো, তোমাদের রাইফেল নিয়ে আমার সঙ্গে আসো।'

'কি করতে যাচ্ছো তুমি?' কিছুটা বিরক্ত কণ্ঠে জানতে চাইলেন স্মিথ।

'ওদের ভয় পাইয়ে দিতে চাইছি, যাতে নদী ক্রস করার সাহস না পায়। রাইফেল কাকে বলে ওরা হয়তো জানেও না।'

'ট্রেসি ঠিকই বলেছে,' বললেন স্মিথ। 'আমরা এখানে নিরাপদেই আছি। হিরো হতে চাও নাকি তুমি?'

যতক্ষণ পর্যন্ত অবস্তি বোধ না করলেন স্মিথ, ততক্ষণ পর্যন্ত তার দিকে চেয়ে রইলো আসাদ।

'এর মধ্যে কোনো হিরোইজম আসে না, মিঃ স্মিথ।' হিমেল কণ্ঠে বললো ও। 'এখানে বাঁচা-মরার প্রশ্ন। আপনার নিজের প্রাণটা বাঁচাবার মতো অর্ধেক সাহস আপনার আছে কিনা আমার সন্দেহ। সুতরাং আপনাকে বাঁচানোর ভার এমন লোকের হাতে ছেড়ে দিন, যে জানে কিভাবে চেপেটরা যুদ্ধ করে। আপনি এক্ষুণি সে দৃশ্য দেখতে

চান নাকি?

'কি বোঝাতে চাইছো তুমি?' ধমকের সুরে বললেন স্মিথ।

'বোঝাতে চাইছি যে, একবার যদি চেপেটরা এই দ্বীপে পা ফেলতে পারে, তাহলে ঝোপ ঝাড়গুলোর মধ্যে আগুন ধরিয়ে এই লোহার কফিনের মধ্যে রেখেই আমাদের ওরা রোস্ট বানাবে।'

নিস্তব্ধতা নেমে এলো কপ্টারের মধ্যে। আসাদ, রেমন ও নেভারো এগোলো গেটের দিকে।

সবচেয়ে কাছের এলিগেটরের দিকে রাইফেল তাক করে কপ্টার থেকে লাফিয়ে নামলো রেমন। কিন্তু গুলি করতে হলো না। নিজেরাই ভয় পেয়ে ঝোপ ঝাড়ের ভেতর দিয়ে ছুটলো তারা।

'আমাদের পেছনের দিকে একটু দৃষ্টি রেখো, রেমন,' বললো আসাদ।

মাথা ঝাঁকালো রেমন। আসাদ আর নেভারো হেলিকপটারের পেছনের দিকে এগুলো। কপ্টারের লেজের আড়ালে দাঁড়িয়ে নদীর পাড়ের দিকে তাকালো ওরা।

জংলীদের নেতাকে দেখা গেলো। পাড়ে বসে আছে। পেশী-বহুল শরীর। অদ্ভুত ধরনের বেশ। মাথায় পাখির পালকের মুকুট। গলায় কুমীরের দাঁতের হার। ডান বাহুতে মোটা-মোটা কয়েক গাছা বালা। বাঁ কানে বড় ধরনের একটা দুল। পাড়ে বসে বসে আধ ডজন নৌকার যোদ্ধাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছে।

নেভারোর মুখে অনিচ্ছার ভাব। আসাদের দিকে তাকালো সে। 'পছন্দ নয়?'

নিস্পৃহ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো আসাদ। 'ভড়কে দাও শুধু।'

রাইফেল তুলে তাক করেই দ্রুত একটা গুলি করলো নেভারো।

গুলির বিকট শব্দে কয়েক মুহূর্ত বিস্ময়ে স্থির দাঁড়িয়ে থাকলো জংলীরা। শুধু তাদের নেতা ব্যথায় চিৎকার করে উঠলো। ডান হাতের বাহু বাঁ হাতের থাবায় জড়িয়ে ধরেছে সে। এক সেকেণ্ড পর আরেকটা গুলির শব্দ হলো। এবার আরেকজন যোদ্ধা একই স্থান খামচে ধরে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলো। লক্ষ্য ভেদ করার ক্ষেত্রে নেভারো একজন মার্ক্‌স্‌ম্যান। অসাধারণ লক্ষ্যভেদী হাত তার। এক চুলও এদিক ওদিক হয় না তার বুলেট।

নিজের গুলিতে এভাবে দু'জনকে আহত হয়ে চিৎকার করতে দেখে কিছুটা দুঃখ অনুভব করলো নেভারো। এপাশ ওপাশ মাথা নাড়লো সে। 'ভালো নয়, সেনর আসাদ।'

'ভালো নয়,' মাথা ঝাঁকিয়ে বললো আসাদ। 'কিন্তু আমাদের ওপর হামলাও যে ভাল নয়, সেটা ওদের বোঝাবে কে?'

প্রথম কিছুক্ষণ অবাক বিস্ময়ে অবশ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো জংলীরা। তারপর নিজেদের লোকদের "অদৃশ্য বস্তুর" আঘাতে আহত হতে দেখে আতঙ্কে নৌকা থেকে লাফিয়ে পড়তে শুরু করলো তারা। আহত দু'জনকে নিয়ে যে যেদিকে পারলো ছুটে পালিয়ে গেলো। ক্ষিপ্ত হয়ে কাঠের শেল্টারের আড়ালে গিয়ে তীর-ধনুক তুললো তারা কপ্টারকে লক্ষ্য করে। কেউ কেউ ব্লোপাইপে মুখ দিয়ে দম বন্ধ করে ফুঁ দিতে শুরু করলো। সাবধানে কপ্টারের আড়ালে সরে গেলো আসাদ এবং নেভারো। এক ঝাঁক তীর আর খুদে বর্শা ছুটে এসে কপ্টারের ফিউজলেজে লাগলো। সশব্দে কপ্টারের স্টিলের বডিতে লেগে এদিক ওদিক ছিটকে পড়তে শুরু করলো তীর আর ছোটো ছোটো বর্শা গুলো। অবাক হয়ে মাথায় হাত দিলো নেভারো। 'আমি বাজী ধরে বলতে পারি, ওরা জীবনে কখনো গুলির শব্দ শোনে নি।

আমাদের এটা যুদ্ধতো নয়ই, ফেয়ার কনটেস্টও নয়।'

মাথা ঝাঁকালো আসাদ। 'এখনকার জন্য যুদ্ধ বিরতি দিয়েছে জংলীরা। আমার মনে হয় না রাতের অন্ধকারের আগে তারা আবার আক্রমণ করবে। কিন্তু আমাকে একটা চোখ রাখতে হবে ওদের ওপর, অথবা অন্য কাউকে কাজটার ভার নিতে হবে। এ সময় তুমি এবং রেমন আমাদের চার পা-ওয়ালা বন্ধুদেরকে ভয় দেখিয়ে দূরে সরিয়ে রাখবে। যদি গুলি করতে হয়, তাহলে মনে রেখো পানিতে অথবা পানির কাছে কোনো কুমীরকে গুলি করা চলবে না। পানিতে ওদের রক্তের গন্ধ পেলে এখানকার সব কুমীর এসে হাজির হবে এখানে। আজ রাতে তাহলে আর নদীতে নামা সম্ভব হবে না।'

'অল রাইট, মাই লর্ড।' মাথা নেড়ে বললো নেভারো। লাফ দিয়ে হেলিকপ্টারে উঠলো আসাদ।

'বাইরে ঠিক যেন শিলাবৃষ্টির ঝড় বয়ে গেলো। তীর আর বর্শা নাকি?' জানতে চাইলো ট্রেসি।

'তুমি দেখো নি?'

'উৎসাহ নেই আমার।' বললো ট্রেসি। কপ্টারের জানালাগুলো শক্ত গ্লাস দিয়েই বানানো। তবু জানালার কাছে গিয়ে তীরের ধার দেখার ইচ্ছা নেই আমার। বিষাক্ত নাকি ওগুলো?'

'খুব একটা বিষাক্ত নয়। এই বিষে মানুষ অজ্ঞান হয়ে যায়। ভালো মতো চিকিৎসা করলে সেরে ওঠা সম্ভব।'

প্রসঙ্গ পাল্টে দিয়ে আসাদ বললো, 'এখন খেয়ে-দেয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটা আরামের ঘুম। অবশ্য সেটা শুধু আমার জন্যে। তোমরা সবাই নদীর উভয় দিকে লক্ষ্য রাখবে যাতে কোনো চেপ্টে নৌকা নিয়ে এদিকে না চলে আসে। যদি আসে আমাকে জাগাবে। তবে

মনে হয় ওরা আসবে না। রেমন আর নেভারো বিশ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসবে। এটা জানানোর জন্যে আমাকে ঘুমের মধ্যে বিরক্ত করার দরকার নেই।'

'তুমি তোমার লেফটেনান্ট জমজকে খুব বিশ্বাস করো মনে হয়।' ট্রেসি বললো।

'ওদেরকে গার্ড রেখে আমি চিড়িয়াখানার বাঘের খাঁচায়ও নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারি।'

'তাহলে আমরা জেগে জেগে পাহারা দেবো, আর তুমি মৌজ করে ঘুমাবে। কেনো?'

'রাত্রে কাজ করার জন্যে আমার ব্যাটারীগুলো চার্জ করা দরকার।'

'এবং তারপর?' কিছুটা বিদ্রূপের সুরে বললেন স্মিথ।

হাসলো আসাদ। 'আমাদের কপ্টারটা আর কোনো দিন আকাশে উড়তে পারবে না। সুতরাং আমাদের এমন একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে, যেটা দিয়ে হুভারক্রাফটের কাছে পৌঁছনো যায়। ত্রিশ মাইল দূরে রয়েছে ওটা। হেঁটে যাওয়া অসম্ভব। চেপেটদের হাতে প্রাণ যাবে। একটা নৌকা দরকার আমাদের। ওটা আমরা চেপেটদের কাছ থেকে ধার করবো। একটা মোটর লঞ্চ আছে ওদের কাছে। পুরনো। অনেক আগে ওই লঞ্চের যাত্রীদের খেয়ে ফেলেছিলো চেপেটরা। লঞ্চটা চালাতে অবশ্য ফুয়েলের দরকার হবে না আমাদের। ভাটির টানেই সুন্দর চলে যেতে পারবো।'

'লঞ্চটা পাবো কি করে আমরা?' বললো ট্রেসি।

'ওটা আমিই নিয়ে আসবো সন্ধ্যার পরে,' হেসে বললো। 'এ জন্যেই আমার দেহ-ব্যাটারীটা চার্জ দিয়ে সতেজ করে তুলতে হবে।'

স্মিথ বললেন, 'তোমাকে সত্যিই হিরো হতে হবে, তাই না, আসাদ?'

'আর আপনিও সত্যিই কখনও শিখবেন না, তাই না, মিঃ স্মিথ?' একটু থামলো আসাদ। তারপর বললো, 'না, আমাকে হিরো হতে হবে না। আমি হিরো হতে চাই না। আমার পরিবর্তে আপনিও যেতে পারেন। আপনিই হিরো হন। গার্ল-ফ্রেণ্ডকে তাক লাগিয়ে দিন।'

দাঁতে দাঁত চেপে অন্য দিকে কেটে পড়লেন স্মিথ। অন্যরাও সরে গেলো আসাদের কাছ থেকে। ছোট্ট একটা হাসি ছড়িয়ে পড়লো আসাদের মুখে।

সবচেয়ে পেছনের একটা লম্বা সিটে গিয়ে সটান শুয়ে পড়লো আসাদ। মন থেকে সব চিন্তা ঝেঁটিয়ে বের করে দিলো। দু'চোখ জুড়ে ঘুম নেমে এলো ওর। পাঁচ মিনিট কেটে গেলো। প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিলো আসাদ, এই সময় ওর মুখের উপর একটা গরম নিঃশ্বাস পড়লো, চোখ মেলে তাকালো আসাদ। ঠিক ওর মুখের উপর ঝুঁকে আছে মারিয়া। মায়াময় চোখ দু'টোর সঙ্গে দৃষ্টি গেঁথে গেলো ওর।

'আমারও ঘুম আসছে।' ফিস ফিস করে বললো মারিয়া।

কথা ফুটলো না আসাদের মুখে। এক দৃষ্টে চেয়ে রইলো সে মারিয়ার চোখে।

'বলো না তোমার চোখে চোখ রাখলে আমার এমন হয় কেনো?'

দশ সেকেণ্ড আসাদের চোখে কিছু খুঁজলো মারিয়া। তারপর দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বললো, 'তুমি—তুমি আমাকে ভালোবাসো?'

'আমার মনকে গোপনে জিজ্ঞেস করে দেখবো।'

'আমি জিজ্ঞেস করে দেখেছি।'

'তা হলে বলো দেখি।'

'ভালো বাসি।'

আসাদের একটা হাত ধীরে ধীরে উঠে গেলো ওপরের দিকে। মারিয়ার গলা জড়িয়ে কাছে টানলো সে। ওর শক্ত ঠোঁট জোড়ার মধ্যে হারিয়ে গেলো মারিয়ার কোমল অধর।

ঠিক এই মুহূর্তে সবাই উদগ্রীব হয়ে চেয়ে আছে বাইরের দিকে। একটা কুমীর মেরে টেনে নিয়ে আসছে দু'ভাই।

বিকেল পর্যন্ত নাক ডেকে ঘুমালো আসাদ আর মারিয়া। ঘুম থেকে ওঠার পর কোনো দুর্ঘটনা ঘটে নি জেনে নিশ্চিন্ত হলো আসাদ। সব কিছু গোছ-গাছ করে রাখার নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলো সে। উঠে চারদিকে ঘুরে তাকালো আসাদ। 'সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। হিপ-হিপ হুররে!'

'কি বুঝাতে চাইছো তুমি—কি ঠিক হয়েছে সব কিছু?' হেফনারের লাশের দিকে ইঙ্গিত করলেন স্মিথ। 'ওকে কি করা হবে?'

'ওকে কি করা হবে, তাই তো।'

'ওকে এখানে ফেলে যেতে চাও নাকি তুমি?'

'সেটা আপনার ইচ্ছা।' নিস্পৃহ কণ্ঠে বললো আসাদ।

'তুমিই ওকে খুন করেছ!—ইউ ব্লাডি বাস্টার্ড! আমিও তোমাকে খুন করবো!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন স্মিথ।

পকেট থেকে পিস্তল বের করে স্মিথের দিকে এগিয়ে দিলো

আসাদ। 'নিন, আই অ্যাম রেডি।'

দশ সেকেণ্ড আসাদের দিকে চেয়ে রইলেন স্মিথ। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে হোঁচট খেতে খেতে নেমে গেলেন কপ্টার থেকে।

ভাটির দিকে দ্বীপের শেষ প্রান্তে একলা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে নেভারো, বাকি সবাই ভয়ে কেটে পড়েছে। সন্ধ্যার ঘন হয়ে আসা অন্ধকারে প্যাকেটগুলো আবার পরীক্ষা করে নিলো আসাদ।

'আড়াই ঘন্টা পর চাঁদ উঠবে,' আসাদ বললো। 'কিন্তু এই আড়াই ঘন্টা আমাদের খুন করে রোস্ট বানানোর জন্যে যথেষ্ট। তবে ধারণা করছি, অন্ধকার আরো গাঢ় না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ওরা।' রেমনের দিকে তাকালো আসাদ। 'তুমি নেভারোর কাছে যাও। আর শোনো, আমার সিগন্যাল দেয়ার আগেই যদি ওরা আক্রমণ করে বসে, তাহলে যতক্ষণ সম্ভব ওদের ফেরাবে তোমরা। আর আগেই আমার সিগন্যাল পেলে সঙ্গে সঙ্গে তোমরা এখানে ফিরে আসবে। যাও।'

ট্রেসির দিকে ফিরে বললো। 'তোমার কি খবর?'

'কয়েক ঘন্টা দাঁড়িয়ে ছিলাম দ্বীপের উজানের দিকে। কোনো এলিগেটর পর্যন্ত পরিচয় করতে এলো না। সঙ্গে রাইফেল নিচ্ছো না তুমি?'

'না। বড় বেশি শব্দ করে।'

খাপে ভরা ছুরিটার দিকে ইঙ্গিত করে মারিয়া বললো, 'ওটাও নিচ্ছো না?'

'অনেক সময় এক ঘুষিতে খতম করা যায় না শত্রু। চেঁচা মেচির

আশঙ্কা থাকে। নিচ্ছি ওটা। তবে বাধ্য না হলে ব্যবহার করবো না।'

নদীর দিকে তাকালো আসাদ। অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। নদীর তট-রেখাটা অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কোমরে বাঁধা দড়ির গোছাটা পরীক্ষা করলো ও। সেই সঙ্গে ওয়াটারপ্রুফ টর্চলাইট আর খাপে পোরা ছুরিটাও দেখে নিলো। নিঃশব্দে নদীতে নামলো ও। স্রোতের বেগ খুব একটা নয়। গলা পানিতে নেমে নিঃশব্দে সাঁতার দিলো ও।

বাতাসের চেয়ে নদীর পানি অনেকটা গরম। জংলীদের গ্রামের দিকে সাঁতরে এগুতে লাগলো আসাদ। চতুর্দিকে কালির মতো তরল পানি ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছে না ও। দশ গজও এগোয় নি আসাদ, হঠাৎ সাঁতার থামিয়ে স্থির হয়ে গেলো সে পানিতে। সামনের দিক থেকে শান্ত পানিকে দুলিয়ে চক্রাকার ঢেউ-য়ের চিকন ফালি ভেসে আসছে একটার পর আরেকটা। শরীর শিউরে উঠলো ওর। পানিতে কিছু একটা ভাসছে। খাপ থেকে ছুরি বের করে হাতটা পানির ওপর তুললো সে। ওতেই কাজ হলো। ওর উঁচু করে ধরে রাখা হাতটাকে ভয়ানক একটা আপদ মনে করে ভয়ে নিজেই পালিয়েছে কুমীরটা। নিঃশব্দে আবার সাঁতার কাটতে শুরু করলো আসাদ।

এক মিনিট পর নদীর পাড়ে গিয়ে পৌঁছলো সে। পায়ের সঙ্গে মাটির ছোঁয়া লাগতেই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে পড়লো। সতর্কতার সঙ্গে তাকালো চতুর্দিকে। কান খাড়া করে রাখলো বিশ সেকেণ্ড। তার-পর দ্রুত নদী থেকে উঠে বনের মধ্যে হারিয়ে গেলো।

ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে নিঃশব্দে প্রায় একশ' গজ হাঁটতে হলো ওকে গ্রামটার কাছে যেতে। এলো মেলো ভাবে তুলে রাখা হয়েছে অনেকগুলো কুঁড়ে ঘর। প্রাণের সাড়া নেই ওগুলোর একটা-

তেও। কুঁড়ে ঘরগুলোর ঠিক মাঝখানে একটা বড়সড় গোল কুঁড়ে ঘর। একমাত্র ওটার মধ্যেই আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে। চক্রাকারে গ্রামটা ঘুরে বড় কুঁড়ে ঘরটার ঠিক পেছনে চলে এলো আসাদ। অন্ধকারে নিঃশব্দে পাথরের মূর্তির মতো স্থির দাঁড়িয়ে থাকলো ও কিছুক্ষণ। যখন নিশ্চিত হলো যে, কেউ তাকে দেখছে না, তখন এগুতে শুরু করলো ও। দেয়ালের গায়ে ছোট্ট একটা আলোকিত ফুটোয় চোখ রাখলো আসাদ।

কতগুলো চর্বির মোমবাতি জ্বেলে আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে কুঁড়ে ঘরটার মধ্যে। ডজন খানেক জংলী লোক। গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের সামনে একজন বৃদ্ধ। মেঝেতে লাঠি দিয়ে একটা ডায়া-গ্রাম এঁকে দুর্বোধ্য ভাষায় অন্যদের কিছু বোঝাচ্ছে। ডায়াগ্রামটা অন্য কিছু নয়, দ্বীপেরই ম্যাপ। দ্বীপের দক্ষিণ দিকে নিজেদের গ্রামের অবস্থানটাও এঁকেছে বৃদ্ধ। দ্বীপের কপ্টারের দিকে গ্রামের ঠিক মাঝ-খান থেকে একটা সরল রেখা আঁকলো সে। আরেকটা লাইন আঁকলো নদীর পাড় থেকে। বহুমুখী আক্রমণের নক্শা ওটা। গ্রামের মাঝখান থেকে আক্রমণ করবে স্থল যোদ্ধারা, আর নদীর পাড়ের লাইনটা দিয়ে আক্রমণ করবে নৌ-যোদ্ধারা। হাতের লাঠি সময়ে সময়ে তুলে বিভিন্ন জংলীকে আক্রমণের রূপ-রেখাটা বোঝাচ্ছে বৃদ্ধ।

কুঁড়ে ঘরটার পেছন থেকে সরে এলো আসাদ। গ্রামটা ঘুরে নদীর উঁচু পাড়ের দিকে এগোলো ও। কমপক্ষে বিশটা নৌকা বাঁধা আছে ঘাটে। কয়েকটা খুব বড় বড়। নৌকাগুলোর একেবারে শেষ প্রান্তে প্রায় ভাঙ্গা রংচটা মোটর লঞ্চ ভাসছে পানিতে।

দুইজন জংলী যোদ্ধা ভাটির দিকে নৌকাগুলোর শেষ প্রান্তে

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিলো নৌকাগুলো। নিচু কণ্ঠে নিজেদের মধ্যে আলাপ করছিলো তারা। তাদের মধ্যে একজন গ্রামের দিকে ইঙ্গিত করে হাঁটতে শুরু করলো সে দিকে। কুঁড়ে ঘরটা ঘুরে ওটার অপর পাশে গিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বসে থাকলো আসাদ। তার পাশ দিয়ে থপ থপ করে হেঁটে চলে গেলো জংলী ইণ্ডিয়ানটা।

আকাশে তারা জ্বলে ওঠায় অন্ধকার কিছুটা ফিকে হয়ে এলো। অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। ও দাঁড়িয়ে-থাকা ইণ্ডিয়ানটার দিকে এগোলো। ছুরি চলে এসেছে হাতে। ছোঁড়ার ভঙ্গিতে দুই আঙুলে টিপে ধরে রেখেছে ও। দ্বীপের দিকে তাকিয়ে আছে জংলীটা। এদিকে ফিরলেই ওটা ছুঁড়ে দেবে আসাদ—সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো সে। স্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে এখন ইণ্ডিয়ানটাকে। দ্বীপের দিকে চেয়ে আছে। দ্রুত একটা ছায়া এগিয়ে এলো ঠিক তার পেছনে। ঘুরে দাঁড়িয়ে জংলীটার মাথা লক্ষ্য করে ডেথ-ব্লো মারলো আসাদ। টলে উঠলো লোকটা। পরের সেকেণ্ডে দৃঢ় হাতে ধরা আসাদের ছুরিটা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিলো লোকটার গলা। পানির দিকে ধপাস করে পড়তে যাচ্ছিলো দেহটা। খপ করে একটা হাত ধরে পাড়ের দিকে টান দিলো আসাদ। মৃদু একটা শব্দ তুলে বালির ওপর আছড়ে পড়লো মৃত দেহটা।

নদীর উজানের দিকে ছুটলো আসাদ। মোটর লঞ্চটার কাছে এসে থামলো। কোমর থেকে টর্চলাইট বের করে সুইচ টিপলো। সিগন্যাল দিলো রেমন আর নেভারোকে।

কাদা আর ময়লায় ভরে আছে লঞ্চটা। ভেতরে চার ইঞ্চি পানি। বিশ ফুটের মতো লম্বা। টর্চ জ্বেলে ভেতরে আলো ফেললো আসাদ। অবস্থা দেখেই বোঝা যায় মরিচা পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে ইঞ্জিনটা।

পানিতে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত অবস্থায় কয়েকটি পাতিল পড়ে থাকতে দেখলো ও। চারদিকে আলো ফেলে পুরো লঞ্চটা দেখে নিলো ও। মাস্তুল, দাঁড়, পাল—এমন কি একটা বৈঠাও নেই লঞ্চটার মধ্যে।

নৌকাগুলোর দিকে দ্রুত এগোলো আসাদ। এক মিনিটের মধ্যে ডজন খানেক কাঠের দাঁড় সংগ্রহ করে নিয়ে এলো ও। লঞ্চের মধ্যে ও গুলো জমা রেখে দ্রুত আবার নৌকাগুলোর দিকে ফিরে গেলো ও। বড় বড় দু'টো নৌকা বেছে নিয়ে কোমর থেকে দড়ি খুলে লঞ্চের সঙ্গে বেঁধে ফেললো ও নৌকা দু'টো। তারপর লঞ্চটাকে গভীর পানির দিকে জোরে একটা ঠেলা দিয়ে লাফিয়ে উঠে বসলো। একটা দাঁড় নিয়ে লঞ্চটাকে প্রাণপণে বাইতে শুরু করলো।

পাড় থেকে কিছুটা সরে আসতেই স্রোতের টানে পড়লো লঞ্চটা। দাঁড় দিয়ে গায়ের সমস্ত শক্তি খাটিয়ে ভাটির দিকে কোনাকুনি বাইতে শুরু করলো ও লঞ্চটাকে। একটা মাত্র দাঁড় দিয়ে ওটাকে বাগে রাখতে হিমসিম খাচ্ছে আসাদ। স্রোতের টানে সোজা ভাটির দিকে এগিয়ে যেতে চায় লঞ্চটা। কিন্তু প্রাণপাত পরিশ্রম করে দ্বীপের দিকে কোনাকুনি ধরে রেখেছে আসাদ। এমনিতেই ভারি লঞ্চ, তার ওপর ভেতরে পানি জমে থাকার কারণে কঠিন হয়ে উঠলো এটার নিয়ন্ত্রণ।

কাজে ছোট্ট একটা বিরতি দিলো আসাদ। তাড়াতাড়ি দাঁড়টা নিঃশব্দে গলুইয়ের ওপর রেখে টর্চটা হাতে নিলো ও। অন্ধকারে ছায়ার মতো দ্বীপটাকে খুঁজে নিলো তিন সেকেণ্ডে। দ্বীপটা এখন ঠিক ওর সামনে। টর্চে তিনবার দ্বীপের দিকে আলো জ্বেলে সংকেত দিলো ও। তারপর ভাটির দিকে কোনাকুনি যেদিকে লঞ্চটা গিয়ে পাড়ে ভিড়বে, সেদিকে তিনবার আলো জ্বেলে স্থানটা নির্দেশ করলো।

টর্চটা পুনরায় কোমরে রাখার সময় নেই ওর। গলুইয়ের ওপর রাখলো, কিন্তু গড়িয়ে পড়ে গেলো ওটা লঞ্চের ভেতরের পানিতে। এই ফাঁকে স্রোতের টানে সোজা ভাটির দিকে এগুতে শুরু করলো লঞ্চ। বিদ্যুৎ গতিতে দাঁড়টা কুড়িয়ে নিয়ে পুনরায় কোর্স ঠিক করলো ও।

আসাদের টর্চটা পড়ে যাবার সময় ছোট্ট একটা শব্দ হয়েছিলো। ওতেই সতর্ক হয়ে গেলো ইণ্ডিয়ানরা। মিটিং ছেড়ে বড় কুঁড়ে ঘরটা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো একজন জংলী ইণ্ডিয়ান। নদীর পাড়ের দিকে ছুটে এলো সে। থমকে দাঁড়ালো অন্ধকারে। তারপর দৌড়ে এসে থামলো পড়ে থাকা দেহটার কাছে। ঝুঁকে লোকটার ঘাড়ের দিকে তাকালো সে। রক্তের একটা ধারা গলা থেকে নেমে গিয়ে ভিজিয়ে তুলেছে শুকনো বালি। আতঙ্কিত কণ্ঠে চিৎকার করে নিজেদের লোককে বিপদ-বার্তাটা পৌঁছালো ও। অদ্ভুত ভাষায় একের পর এক চিৎকার করে চললো সে।

আসাদের দাঁড় ধরা হাত দু'টো মুহূর্তের জন্য অবশ হয়ে গেলো। কাঁধের ওপর দিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে জংলীদের গ্রামের দিকে তাকালো ও। একটা হৈ-চৈ আর উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে তাদের মধ্যে। নিজের কাজে মন দিলো ও।

আসাদের কাছ থেকে টর্চের সংকেত পেয়ে ছুটতে শুরু করলো দুই ভাই। টর্চ জ্বেলে দ্বীপের যে অংশের দিকে নির্দেশ করেছিলো আসাদ, সেদিকেই ছুটছে রেমন আর নেভারো। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো দু'জনে। জংলীদের গ্রাম থেকে হৈ-চৈ আর ক্ষিপ্ত কণ্ঠের চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে।

'আমার মনে হয় সেনর আসাদ কোনো বিপদের মুখে আছেন,' বললো রেমন। 'আমাদের একটু অপেক্ষা কর উচিত।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকিয়ে তাকে সমর্থন করলো নেভারো। রাইফেল তাক করে শুয়ে পড়লো দু'জনেই। নদীর দিকে তাকালো তারা। অন্ধকারে ছায়ার মতো দেখা যাচ্ছে লঞ্চটা। পেছনে দু'টো নৌকা বাঁধা। প্রায় ত্রিশ গজ দূরে আসাদের লঞ্চ।

হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেঙে চেঁচিয়ে উঠলো রেমন: 'দ্বীপের যত কাছে পারেন চলে আসুন, মিঃ আসাদ! আমরা আপনাকে কভার দেবো!'

দর-দর করে ঘামছে আসাদ। ঘাড় ফিরিয়ে পেছনের দিকে তাকালো ও। প্রায় ত্রিশ গজ দূরে ছয়-ছয়টা সাক্ষাৎ যমদূত নিঃশব্দে ছায়ার মতো এগিয়ে আসছে। সবচেয়ে সামনের নৌকার গলুইয়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে দু'জন জংলী। একজনের মুখে ব্লোপাইপ, অপর-জন ধনুকের দড়িটা টেনে নিয়ে যাচ্ছে পেছনের দিকে। তীরটা সোজা ওর দিকেই তাক করা। ছায়া-ছায়া অন্ধকারে দেখতে কষ্ট হলো না আসাদের।

লঞ্চের ভেতরে ডাইভ দিয়ে পড়লো ও। সাঁ করে বাতাসে শিস্ তুলে ছুটে গেলো একটা তীর। ডাইভ দিতে আর এক সেকেণ্ড দেরি হলেও বুকটা এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যেতো। রেমন আর নেভারোর উদ্দেশ্যে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করলো ওর। কিন্তু প্রয়োজন হলো না। ঠিক সময়ে এগিয়ে এলো তার দুই বিশ্বস্ত বন্ধু। দু'টো গুলি করলো ওরা। নৌকার মধ্যেই ভারসাম্য হারিয়ে কাত হয়ে পড়লো জংলী দু'টো। গুলির শব্দে বাকি নৌকাগুলোও পিছিয়ে পড়তে শুরু করলো।

'তাড়াতাড়ি ওদেরকে ডেকে নিয়ে এসো!' হাঁক ছেড়ে বললো আসাদ।

ইণ্ডিয়ান গুলোকে ভয় পাইয়ে দিতে আরো কয়েকটা ফাঁকা গুলি

করলো ওরা ছ'জন। তারপর ছ'জনেই দৌড়ালো। ত্রিশ সেকেণ্ডে গিয়ে পৌঁছলো ওরা ভাটির দিকে দ্বীপের শেষ প্রান্তে। হেলিকপ্টারের কাছে জড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। নদীর উজানের দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তারা। লঞ্চটাকে পাড়ে ভিড়ানোর চেষ্টা করছে আসাদ। রাইফেল ছ'টো সিলভারের হাতে দিয়ে ছই ভাই ঝাঁপিয়ে পড়লো নদীতে। লঞ্চটাকে টেনে পাড়ে ভিড়ালো ওরা।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মালপত্র সহ সবাই উঠে পড়লো লঞ্চে। লঞ্চটাকে একটা ধাক্কা দিয়ে চালু করে লাফিয়ে গলুইয়ে উঠে বসলো ছই ভাই। মারিয়া বাদে সবাইকে একটা-একটা করে দাঁড় দেয়া হলো। পানি থেকে ওয়াটারপ্রুফ টর্চটা তুলে নিয়ে নদীর উপর আলো ফেললো আসাদ। ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়ছে জংলীরা।

'ওদেরকে গুড-বাই জানাবো, মাই লর্ড ?' জানতে চাইলো নেভারো।

ক্লান্তভাবে হেসে মাথা নাড়লো আসাদ।

'গুড বাই, ফ্রেণ্ডস্!' জংলীদের দিকে ফিরে চেঁচিয়ে বললো নেভারো।

'যাক বাবা বাঁচা গেলো,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন স্মিথ। 'এবার কি করা যায়, আসাদ ?'

'প্রথমে লঞ্চ থেকে পানি সেচে বের করতে হবে। তারপর নদীর মাঝখান দিয়ে এগুবো আমরা। নদীর দক্ষিণ তীর থেকে জংলীরা আক্রমণ করতে পারে। একটু পরেই চাঁদ উঠবে আকাশে। যেতে অসুবিধা হবে না। কেল্‌নার এবং হিলার নিশ্চয় আমাদের জন্য দুশ্চিন্তায় ভুগছে।'

'খালি নৌকা ছ'টো দিয়ে কি হবে ?' জানতে চাইলো ট্রেসি।

'গতকাল সন্ধ্যায়ও তোমাকে বলেছি আমি। রমোনো থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে একটা জলপ্রপাত আছে। এখান থেকে মাইল বিশেক দূরে হবে। ওখানে গিয়ে প্রথমে আমরা মালপত্র আর নৌকা ছ'টো কাঁধে করে নিচে নামিয়ে ফেলবো। তারপর লঞ্চটাকে আমরা জলপ্রপাতের স্রোতে ছেড়ে দেবো নিচে। ভাগ্য ভালো হলে ওটা ভেসে থাকতেও পারে। আর যদি ডুবে যায়,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে হতাশ ভঙ্গি করলো আসাদ, 'তাহলে নৌকা ছ'টো কাজে লাগবে। একটু অসুবিধা হয়তো হবে। কি আর করা যাবে।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই লঞ্চের ভেতরের পানি সেচা হয়ে গেলো। আকাশে পূর্ণ চাঁদ উঠেছে। নদীর মৃদু তরঙ্গায়িত পানির ওপর ঝলমল করছে রূপালী আলো। ভাটির টানে নিঃশব্দে ভেসে চলেছে লঞ্চ। নদীর ছ'পাশে গভীর বন। কোথাও কোনো সাড়া-শব্দ নেই। সবাই চেয়ে আছে সামনের দিকে।

জলপ্রপাতের কাছে পৌঁছতে পাঁচ ঘণ্টা লাগলো। লঞ্চটাকে নিয়ে যাওয়া হলো নদীর পাড়ের দিকে। গর্জন শোনা যাচ্ছে জলপ্রপাতের। একটা গাছের সঙ্গে ওরা বাঁধলো লঞ্চ। জিনিসপত্র নামানো হল সব। নৌকা ছটোও সরিয়ে আনা হলো। লঞ্চ থেকে নিয়ে আসা হলো পাতিলগুলো।

একে একে নিচে নেমে গেলো সবাই। লঞ্চটার কাছে রয়ে গেলো রেমন। একটা নৌকা পানিতে ভাসিয়ে আসাদ আর নেভারো দাঁড় হাতে উঠে বসলো তাতে। ওপর থেকে বিরাট একটা ধারায় পনের ফুট নিচে পড়ছে নদীর পানি। জলপ্রপাতের পায়ের কাছ থেকে প্রায় একশ' ফুট দূরে যেখানে পানির সাদা ফেনা মিলিয়ে যাচ্ছে, সেখানে গিয়ে নৌকা নিয়ে থামলো ওরা। স্রোতের টানে পিছিয়ে যেতে চাইছে

নৌকা। দাঁড় দিয়ে পানি ঠেলে অবস্থানটা ঠিক রাখতে হচ্ছে ওদেরকে। দু'জনের দৃষ্টিই ওপরে লঞ্চের দিকে। ওটার দায়িত্বে আছে রেমন। ভাসিয়ে দেবে স্রোতের সঙ্গে।

আধ মিনিট পর্যন্ত রীও দ্য মোর্টের বাদামী-শ্বেত পানির মসৃণ ধারার তুমুল পতনটা দেখলো ওরা। একটানা পড়ছে তো পড়ছেই অবিশ্রান্ত গতিতে। মোটর লঞ্চের গলুইটাকে দেখা গেলো প্রথম। তিন সেকেণ্ড পর পুরো লঞ্চটাকে দেখা গেলো। ইতস্ততঃ গতিতে পতনের ঠিক মুখে এসে দাঁড়ালো ওটা। পরক্ষণেই একটা গোত্তা দিয়ে সাঁ করে নেমে গেলো নিচের দিকে। ছিটকে দশ হাত ওপর উঠলো পানি। তারপর বৃষ্টির ধারা মতো ছড়িয়ে পড়লো আশে-পাশে। পুরো লঞ্চটাই সেঁধিয়ে গেলো পানির ভেতরে। ঠিক দশ সেকেণ্ড পর ধীরে ধীরে আবার ভেসে উঠলো পানির ওপরে।

খোলের মাত্র পাঁচ ইঞ্চি পানির ওপর ভাসছে লঞ্চটার। বাকিটুকু ভরে গেছে পানিতে। স্রোতের সঙ্গে ধীরে ধীরে ভাটির দিকে এগিয়ে চলেছে ওটা। লঞ্চের গলুইয়ের সঙ্গে একটা দড়ি বেঁধে ফেললো আসাদ। তারপর নিজেদের নৌকাটা পাড়ে ভিড়িয়ে দড়ি ধরে নিরাপদ গতিতে ওটাকেও টেনে নিয়ে এলো পাড়ে। ইতিমধ্যে ফিরে এসেছে রেমন। এক মুহূর্ত দেরি না করে সেচ কাজে লেগে গেলো দুই ভাই। সিলভার এগিয়ে এলো নিজ থেকেই। প্রাণের মায়ায় স্মিথ এবং ট্রেসিও একটা একটা করে পাতিল নিয়ে কাজে মন দিলো। পাড়ে একলা দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছে মারিয়া, কোমর পানিতে দাঁড়িয়ে ঠোঁট দু'টো সরু করে ওর উদ্দেশ্যে একটা চুম্বন বাতাসে ভাসিয়ে দিলো আসাদ।

রীও দ্য মোর্টের ঠিক মাঝখানে উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে স্মিথের হুভারক্রাফ্‌ট। নেভিগেশন লাইট, ডেক লাইট, এমন কি

কেবিন লাইটগুলোও জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে। কপ্টারের আসার নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেছে পনের ঘন্টা আগে। এখন পর্যন্ত কোনো হেলিকপ্টারের ছায়াও দেখতে পায় নি হিলার ও কেলনার। দুশ্চিন্তায় পেয়ে বসলো ওদের। কিন্তু স্থানটা ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ভাবলো না কেউ। দু'জনেই মনে মনে জানতো, যত বড় বিপদই আসুক, আসাদ আছে। এই বিশ্বাসের ওপরই অপেক্ষা করছে ওরা। অন্ধকারে সাইকর্সকি হেলিকপ্টারটা হুভারক্রাফ্‌টটাকে দেখতে না পেয়ে যাতে সামনে চলে না যায় সে জন্যই হুভারক্রাফ্‌টটাকে ক্রিসমাস ট্রি'র মতো সাজিয়ে রেখেছে কেলনার। মেশিন পিস্তল হাতে নিয়ে দু'জনেই কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে। কিন্তু কান নয়, কেলনারের চোখ দু'টোই তাদের এই দীর্ঘ অপেক্ষার ইতি টানলো। উজানের দিকে ছায়ার মতো কিছু দেখতে পেয়েছে ও। চোখ দু'টো কচলে ভালো করে সেদিকে তাকালো কেলনার, সার্চ লাইটটা জ্বেলে দিলো সেদিকে।

একটা মোটর লঞ্চ ভেসে আসছে ভাটার টানে।

ছয়

হুভারক্রাফটের বিলাস বহুল কেবিন। যদিও স্পেস বেশি নয়। বিচিত্র ধরনের দামী ড্রিক্‌স্ দিয়ে সাজানো বার। বসে আছে সবাই। প্রত্যে-কের হাতেই লিকারের গ্লাস। মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে এসেছে। সবার চেহারায়ই স্বস্তি। হেফনারের মৃত্যুটা স্বাভাবিক ভাবেই নিয়েছে সবাই। কারও মনে নেই ওর কথা। সবার চোখে-মুখে প্রশান্তি। শুধু চিন্তার রেখা আসাদের চোখে-মুখে। ওর দিকে তাকিয়ে অবাক হলো হিলার। হোটেল ডি প্যারিসে লোকটাকে প্রথম যেমন দেখেছিলো আজও ঠিক তেমনি। এক রত্তি পরিবর্তন নেই। চোখে মুখে সেই একই খুনে ভাব। কঠোর, কিন্তু বর্বর নয়। একটাও ফালতু কথা বলে না। আর কী সহজেই মৃত্যুর সঙ্গে আলিঙ্গন করে আসে।

'রাত্রে ঝামেলা হয়েছে কোনো?' কেলনারের কাছে জানতে চাইলো আসাদ।

'তেমন কোনো ঝামেলা হয়নি,' বললো কেলনার। 'মাঝ রাতের পর ইণ্ডিয়ানদের কয়েকটা নৌকা এগিয়ে এসেছিলো আমাদের দিকে। সার্চ লাইটের আলো ফেলে ওদের চোখ ধাঁধিয়ে দিলাম, ব্যাস্, ওতেই ভয় পেয়ে কেটে পড়লো তারা।'

'কোনো গুলি?'

'না।'

'গুড। এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো রেপিড, যাকে ইণ্ডিয়ানরা হোয়েনা বলে।'

'রেপিড।' আঁতকে উঠলো কেলনার। ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে ক্রমশঃ নিচে দিকে নেমে যায় পানি, সেখানে বোটতো দূরে থাক, হুভারক্রাফ্‌ট চালানোও একটা কঠিন্ ব্যাপার।

'চার্টেতো রেপিডের কোনো চিহ্ন নেই।' অবাক হয়ে বললো সে।

'চার্টের কথাই শেষ কথা নয়,' আসাদ বললো, 'হেলিকপ্টার থেকে দেখেছি। রেপিডের মধ্য দিয়ে চালানোর অভিজ্ঞতা আছে তোমার?'

'এক-আধটু,' বললো কেলনার। 'ওখানে বোট নাও চলতে পারে। তবে চলতে যদি কিছু পারে, সে হুভারক্রাফট।'

সিরানো একগালে হেসে বললো, 'অতীত অভিজ্ঞতা থেকে ধারণা করেছিলাম, অপেক্ষা না করে সেনর আসাদ আজকের এই সুন্দর চাঁদনি রাতেই হুভারক্রাফটের অভিযান শুরু করবেন।'

'করি নি তার কারণ আমাদের সবার এক রাতের বিশ্রাম প্রয়োজন। আগামীকাল দিনটা কঠোর ও বিপজ্জনক হতে পারে।' কেলনারের দিকে ফিরলো আসাদ, 'এখান থেকে প্রায় একশ' মাইল দূরে রয়েছে হোয়েনা। ওখানে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে তোমার?'

'তিন ঘণ্টা। চাইলে আরো কম সময়েও পারি।'

'তিন ঘণ্টা।' আপন মনে উচ্চারণ করলো আসাদ। দুই সেকেণ্ড ভাবলো সে। তারপর বললো, 'তার মানে হোয়েনা দিয়ে রাত্রেই যেতে পারবো আমরা?'

'দ্যাট্‌স্ রাইট।'

'কিন্তু হোয়েনা দিয়ে রাতের বেলায় কেউ নেভিগেট করে না।'

'কারণ ?'

'কারণ হবেনা।' বললো আসাদ। 'ওদের ভয়ে একমাত্র পাগল ছাড়া অন্য কেউ রাতের অন্ধকারে ওখানে যায় না।'

'হবেনা ? আরেকটা জংলী উপজাতি ?' জানতে চাইলো ট্রেসি।

'হ্যাঁ।'

'চেপেটদের মতো ?'

'ঠিক চেপেটদের মতো নয় ওরা। তবে তার চেয়ে ভয়ঙ্কর।'

'র‍্যাপিড!' চিৎকার করে সবাইকে জানান দিলো রেমন। 'সামনে রেপিড!'

আড়াই ঘন্টা আগে ভোরের আলো ফুটে উঠবার সময় যাত্রা শুরু করেছিলো হুভারক্রাফট। পনের নট গতিতে বয়ে চলেছে স্রোতধারা। অঝোর ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে। সামনে দেখা যাচ্ছে না কিছুই। একটা সিল্কের সাদা পর্দা ঝুলে আছে যেন চতুর্দিকে। অবশ্য এতে তেমন কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয় নি এতক্ষণ। কিন্তু এই মুহূর্তে নাটকীয়ভাবে পরিস্থিতি পাল্টে গেলো। রীও স্ত মোর্টের এদিকে বিরাট বিরাট পাথর দ্বীপের মতো পানিতে মাথা জাগিয়ে ছড়িয়ে আছে এখানে ওখানে। কোনোটা এবড়ো-থেবড়ো, আর কোনোটা বহুভুজের মতো। স্রোতের তীব্র ধারা পাথরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে দু'পাশ দিয়ে উঁচু হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। হুভারক্রাফটের থ্রটল পিছিয়ে আনতে বাধ্য হলো কেলনার। পাথরগুলোর ফাঁকে ফাঁকে চালাতে হচ্ছে ওকে ক্রাফটটা।

রেপিডের মধ্য দিয়ে ক্রাফট চালানোর ব্যাপারে কেলনার মুখে যতটুকু বলেছিলো, কার্যক্ষেত্রে তার সেই অভিজ্ঞতা আরো কম বলে

প্রমাণিত হলো। কন্ট্রোলের সঙ্গে ব্যস্তভাবে নেচে চলেছে সে। দম ফেলবার সময়ও নেই তার। বেশিক্ষণ থ্রটল পিছিয়ে রাখলো না সে। একবার ফুল থ্রটল, আর একবার হাফ থ্রটল দিয়ে স্পিড বাড়াচ্ছে কমাচ্ছে। থ্রটল লিভারটাকে এক মুহূর্ত স্থির থাকতে দিচ্ছে না সে। একবার টেনে পিছিয়ে আনছে, আর একবার ঠেলে দিচ্ছে সামনের দিকে। ফলে ক্রাফটের মধ্যে যাত্রীদের স্থির ভাবে সিটে বসে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠলো। তাছাড়া ফুল স্পিডের মধ্যেই এমন ভাবে পাথরগুলোকে পাশ কাটাচ্ছে সে, যার ফলে ছিটকে সিট থেকে পড়ে যাবার দশা সবার।

পানির বুক চিরে একবার তীর বেগে ছুটছে ক্রাফট, আবার ঝিমিয়ে পড়ছে। সামনের একটা বিরাট পাথরকে পাশ কাটানোর জন্যে হঠাৎ কোর্স চেঞ্জ করে বসলো কেলনার। একপাশে কাত হয়ে গেলো হুভারক্রাফট। একটা কড়া ধমক দিতে গিয়েও থেমে গেলো আসাদ। যেভাবে কোর্স বদল করছে সে, তাতে যে কোনো মুহূর্তে পাথরের সাথে সংঘর্ষ ঘটে যেতে পারে। ক্রাফটের সামনের ছোটোখাটো পাথর গ্রাহ্য করছে না কেলনার। সোজা উপর দিয়েই চালিয়ে দিলো ক্রাফট। এরপরও এক দৃষ্টিতে সামনে চেয়ে বিপজ্জনক পাথরগুলোকে বেছে নিয়ে ঘন ঘন ক্রাফটের কোর্স বদলাতে হচ্ছে ওকে। বৃষ্টি আর নদীর পানি ছিটকে পড়ে উইণ্ড স্ক্রীনটাকে বেশির ভাগ সময়ই ঝাপসা করে রাখছে। উইপারের গতি খুবই মন্থর। ফলে কেলনারের জন্যে কাজটা আরো কঠিন হয়ে উঠলো।

কেলনারের পাশের সিটে আসাদ। সাহায্য করছে ওকে।

ক্রাফটের মধ্যে আর কেউ কথা বলছে না। বিশেষ করে হুভারক্রাফটের মধ্যে তীব্র ঝাঁকুনির কারণে কারো কথা বলার মতো অবস্থা

ছিলো না। চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে সবার।

'সামনে কিছু দেখতে পাচ্ছো ?' জানতে চাইলো কেলনার।

সামনের দিকেই চেয়ে আছে আসাদ। প্রায় পঞ্চাশ গজ সামনে গিয়ে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেছে নদীটা। আরো সামনে তাকাতেই নিচু হয়ে বয়ে যাওয়া নদীটা আবার দেখতে পেলো আসাদ। তার মানে এটাও একটা জলপ্রপাত।

জবাবে আসাদ জানতে চাইলো, 'কি করতে যাচ্ছো তুমি ?'

'ফ্লাইং ডাইভ।'

রকেটের মতো সামনের দিকে ছুটে চলেছে হুভারক্রাফট। পতনটা দশ ফুটের বেশি নয়। করার মধ্যে একটা কাজই করছে কেলনার—ফুল থ্রটল দিয়ে নাক বরাবর সোজা ধরে রেখেছে ক্রাফটটা।

প্রপাতের ওপর দিয়ে সাঁ করে উড়ে গেলো হুভারক্রাফট। তারপর নাক নিচু করে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী এঙ্গেলে ডাইভ দিলো দশ ফুট নিচে। বিস্ফোরণের মতো একটা শব্দ। পানি ছিটিয়ে ক্রাফটের স্টার্ন সাইড কেবিন সুদ্ধ সেঁধিয়ে গেলো পানির মধ্যে। পনের সেকেণ্ড এভাবেই থাকলো ক্রাফটটা। তারপর ধীরে ধীরে পানির সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ভেসে উঠলো পানির ওপর।

পরবর্তী কয়েক মিনিটে একই রকম কয়েকটা জলপ্রপাত পেরিয়ে এলো ক্রাফটটা। অবশ্য প্রথমটার মতো বড় ছিলো না অন্যগুলো। একের পর এক জলপ্রপাতগুলো পেরিয়ে পানির সমতল একটা এলাকায় গিয়ে পৌঁছুলো ক্রাফট।

এদিকে কোথাও কোনো পাথর ভেসে নেই। কিন্তু আরেকটা বিপদ উদয় হলো। ঘন গাছপালা ভরা নদীর দু'পাশ থেকে ধীরে ধীরে সামনের দিকে উঁচু হয়ে গেছে লম্বা দু'টো পাহাড়। দু'পাশে খাড়া

পাহাড়, মাঝখান দিয়ে ক্রমশঃ সরু হয়ে বয়ে চলেছে রীও দ্য মোর্ট। পাহাড় দু'টো নদীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ দখল করে রেখেছে। ফলে এখানে স্রোতের বেগ তীব্র ও বিপজ্জনক। কোর্স সামান্য একটু এদিক ওদিক হলেই পাহাড়ের গায়ে বাড়ি খেয়ে চুরমার হয়ে যাবে হুভারক্রাফট। বাট নট গতিতে উড়ে চলেছে ক্রাফটটা। দু'পাশ দিয়ে পানি ছিটকে পড়ছে ছয় সাত ফুট ওপরে।

সামনের দিকে হতবাক হয়ে চেয়ে আছে আসাদ ও কেলনার। পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো ওরা। রীও দ্য মোর্টের মাঝখানের পাহাড় দু'টোকে দূর থেকে মটোগ্রসোর গেটের মতো মনে হচ্ছে। অবাক হয়ে চেয়ে আছে আসাদ। সাঁ করে মটোগ্রসোর প্রাকৃতিক তোরণটা পেরিয়ে গেলো হুভারক্রাফট।

কিন্তু এটাই শেষ ফাঁড়া নয়। প্রায় কোয়ার্টার মাইল দূরে বড় বড় পাথরের একটা ব্যারিকেড দেখা গেলো নদীর মাঝখানে। ওগুলোর মাঝখানে ছোটো পথ। সেখান দিয়ে পিচকিরির মতো তীব্র বেগে ছুটে চলেছে পানি। পথগুলো প্রস্থে কোনোটা আট-নয় ফুট, কোনোটা দশ-বারো।

'ব্লাডি চার্টস্!' ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললো কেলনার। থাবা দিয়ে ছিঁড়ে ফেললো ও চার্টটা।

'বাঁ দিক দিয়ে চালাও,' শান্ত কণ্ঠে বললো আসাদ।

'কোনো বিশেষ কারণ আছে ?'

'ডান পাড়ে হরেনাদের বসতি।'

প্রায় তিনশ' গজ সামনে ব্যারিকেডটা। মাঝখানে বড় কোনো ফাঁক নেই, যা দিয়ে হুভারক্রাফটটা ব্যারিকেড ডিঙাতে পারবে।

অসহায় ভাবে শ্রাগ করে আসাদের দিকে তাকালো কেলনার।

নির্বিকার দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে আছে আসাদ। হঠাৎ পেছন ফিরে বললো, 'সাবধান! সবাই শক্ত হয়ে বসুন। হঠাৎ থেমে যেতে পারে হুভারক্রাফ্ট।' বলেই বুঝতে পারলো, সাবধান করার প্রয়োজন ছিলো না। সবাই দেখতে পাচ্ছে সামনের ব্যারিকেড। সংঘর্ষের ধাক্কা সামলানোর জন্যে ইতিমধ্যে সবাই শক্ত মুঠোয় ধরে রেখেছে সিটের হ্যাণ্ডেল।

আর একশ' গজ দূরে আছে পাথরগুলো। বাঁ দিকের দু'টো ফাঁকটাই সবচেয়ে বড়। হুভারক্রাফটের নাক সেদিকেই তাক করে ধরে রেখেছে কেলনার। স্পিড চল্লিশ নটিক্যাল মাইল। উত্তেজনায় স্তব্ধ হয়ে আছে সবাই।

দেখতে দেখতে দশ গজ সামনে চলে এলো পাথরগুলো। মনে হলো, ক্রাফটটা সহজেই বেরিয়ে যেতে পারবে পাথর দু'টোর মাঝখান দিয়ে। সাঁ করে হুভারক্রাফটের নাক ঢুকে পড়লো গ্যাপের মধ্যে। তারপরই দু'পাশ থেকে পাথর দু'টো ঠেসে ধরলো ক্রাফটাকে। ক্রাফটের বডির মাপের চেয়ে প্রায় দেড় ফুট ছোটো হবে গ্যাপটা। প্রথমে স্টিলের বডির সাথে পাথরের তীব্র ঘর্ষণ লাগলো। তখনো এগিয়েই চলেছে ক্রাফট। একটানা ক্রাফটের বডি দুমড়ে মুচড়ে তীব্র শব্দে ছিঁড়তে ছিঁড়তে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো ওটা।

দুম করে ড্যাশ বোর্ডের উপর ঘুষি মেরে বসলো কেলনার। উন্মত্ত ভাবে ব্যাক বাটন টিপলো সে। কিন্তু জ্যাম থেকে এক সেন্টিমিটারও পিছু হটলো না ক্রাফটটা। পুরো দমে ইঞ্জিন চালু করলো কেলনার, কিন্তু পিছিয়ে আসাতো দূরের কথা, একটু নড়লোও না ক্রাফটটা। ব্যর্থ হয়ে ফ্যান দু'টো থামিয়ে দিলো সে। ইঞ্জিনটা চালুই রাখলো যাতে এয়ার কুশনে বাতাস ভরা থাকে। উঠে দাঁড়ালো ও। চোখে মুখে

তিক্ত একটা ভাব ফুটে উঠেছে তার।

দশ মিনিট পর ডেকের ওপর রাকস্যাক, ক্যানভাস ব্যাগ আর অন্যান্য প্রয়োজনীয় লাগেজগুলোর একটা স্তুপ গড়ে উঠলো। বাক্স থেকে আকণ্ঠ ড্রিঙ্কস পান করে নিয়েছে সবাই। এটাই হয় তো কিছুদিনের জন্যে শেষ ড্রিঙ্কস, আর কপাল মন্দ হলে জীবনের শেষ ড্রিঙ্কস্। স্রোতের শব্দ ভেসে আসছে একটানা। দু'পাশে গভীর বন। ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে কোমরে একটা দড়ি বাঁধলো আসাদ। কেলনারকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'এখান থেকে নদীর পাড় বিশ ফুট। স্রোতটা অত্যন্ত প্রবল, দয়া করে দড়ির প্রান্তটা ছেড়ে দিও না।'

কথা শেষ করে নদীর স্রোতের দিকে তাকালো আসাদ। কোন খান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বে ভাবছে। কোনাকুনি নদীর ওপাড়ে যেতে হবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে দড়ি আছে কিনা দেখতে গিয়ে অবশ হয়ে গেলো তার শরীর। গোঁৎ করে একটা শব্দ হলো কেলনারের মুখ দিয়ে। টলে উঠলো কেলনারের পুরো শরীরটা। তারপরেই ধপাস্ করে পড়লো সে ডেকের ওপর। একটা বিষাক্ত ক্ষুদে বর্শা গেঁথে আছে কেলনারের ঘাড়ের ঠিক পেছনে। চরকির মতো সাঁ করে আধপাক ঘুরে দাঁড়ালো আসাদ।

প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে নদীর ডান তীরে দাঁড়িয়ে আছে দশ বারো জন ইণ্ডিয়ান। প্রত্যেকের মুখে ব্লোপাইপ। আসাদের বুক বরাবর তাক করে ধরা। এক সেকেণ্ড সময় পেলো আসাদ। ডেকের উপর ডাইভ দিয়ে পড়েই গড়ান দিয়ে সরে গেলো কেবিনের পেছনে। এক ঝাঁক বর্শা ছুটে গেলো ডেক থেকে বার ফুট ওপর দিয়ে।

'হরেনা!' চিৎকার করে উঠলো আসাদ। 'কেবিনের ভেতরে চলে যাও সবাই। রেমন! নেভারো!'

সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল হাতে ছুটে এলো রেমন ও নেভারো। কেবিনের আড়ালে দাঁড়ালো ওরা দুজন। ঝাঁকে ঝাঁকে বর্শা ছুটে এসে কেবিনের গায়ে পড়ছে। তিন সেকেণ্ডে ছয়টা গুলি করলো দুই ভাই। সামনের তিনজন ঝুপ-ঝুপ পড়ে গেলো নদীর স্রোতে। হারিয়ে গেলো ওরা। পেছনের তিনজন পাড়ে কতক্ষণ ছটফট করে স্থির হয়ে গেলো। ছুটে পালালো বাদবাকি সবাই।

কেলনারের প্রাণহীন দেহটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো আসাদ। ধীরে ধীরে বললো, 'ও না মরে যদি আমি মারা যেতাম, তাহলে মটো-গ্রসোর জঙ্গলে আজ সবাইকে মরতে হতো।' আর একটা কথাও না বলে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লো সে। স্রোতের তীব্রতা ছাড়া আর কোনো বিপদ নেই এখানে। এই প্রবল স্রোতের মধ্যে এলিগেটর চলতে পারে না। পানিতে পড়েই স্রোতের ধাক্কায় প্রথম পাঁচ সেকেণ্ড হাবুডুবু খেলো আসাদ। দশ ফুট সামনে চলে গেলো সে স্রোতের সঙ্গে। হাত-পা ছুঁড়ে পানি থেকে মাথাটা তুললো ও। কিন্তু তিন সেকেণ্ডও ভেসে থাকতে পারলো না। একটা ঢেউ এসে ওকে পাঁচ ফুট উপরে তুললো, তারপর আছাড় দিয়ে ডুবিয়ে দিলো ছয় ফুট পানির তলে। তলিয়ে থাকা অবস্থাতেই আরো দশ ফুট এগিয়ে গেলো ও।

'তোলো। ওকে তোলো।' চেঁচিয়ে উঠলো মারিয়া।

সাঁই-সাঁই করে দড়ি টেনে আসাদকে তুলে আনলো দুই ভাই। নাক দিয়ে পানি উঠে গিয়েছিলো ওর। ভয়ানক কাশতে শুরু করলো সে। দুই মিনিট বিশ্রাম নিয়ে দ্বিতীয় বার ঝাঁপ দিলো সে। এবার দীর্ঘ একটা দম নিয়ে ডুব সাঁতার কেটে কোনাকুনি এগোলো পাড়ের দিকে। স্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে এক মিনিট পর ওপাড়ে গিয়ে

পৌঁছলো ও। দাঁড়িয়ে বড় করে শ্বাস নিলো কয়েকবার। তারপর কোমরের দড়িটা একটা গাছের সঙ্গে পেঁচিয়ে রাখলো। আরেকটা দড়ি ছুঁড়ে দেয়া হলো ওর কাছে। দড়িটা গাছের একটা ডালের সঙ্গে ঘুরিয়ে পুনরায় ওটাকে ক্রাফটের দিকে ছুঁড়ে দিলো আসাদ। সেখানে হুভারক্রাফটের ফ্যান ব্র্যাকেটের সঙ্গে দড়িটাকে ঘুরিয়ে আবার আসাদের দিকে ছুঁড়ে দেয়া হলো সেটা। উভয় প্রান্ত একসঙ্গে। একটা গিঁট দিলো আসাদ। এবার রাইস মিলের বেল্টের মতো ঘোরানো যাবে দড়িটাকে। এখন দড়ির যে কোনো প্রান্তে একটা ব্যাগ বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে অন্য প্রান্ত ধরে টানতে থাকলে আস্তে আস্তে ওটা চলে যাবে ওই পাড়ে।

এভাবে প্রথমে রোপ-ওয়েটা দিয়ে ক্রাফ্ট থেকে মালামাল তীরে পাঠানো হলো। তারপর একজন একজন করে সবাই স্রোতে নেমে দড়ি ধরে নেমে এলো তীরে।

সাত

ঘামে ভিজে হোঁচট খেতে খেতে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত নয় জনের অভিযাত্রী দলটা বিকেলের বিষণ্ণ আলোয় ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো বনের ভেতর দিয়ে। সূর্য তখনও ডুবে যায় নি। তবু বনের মধ্যে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। দিন দুপুরেও এখানকার রেইন ফরেস্টে আলো প্রবেশ করে না। রেইন ট্রিগুলো একশ' ফুটেরও বেশি লম্বা হয়ে ডাল-পালা মেলে ছাতার মতো ছড়িয়ে পড়েছে।

বড় ধরনের ধারালো ছুরি দিয়ে ঝোপঝাড় কেটে পথ পরিষ্কার করে এগোতে হচ্ছে দলটাকে। সবার সামনে আসাদ, তার পেছনে নেভারো। আর সবার পেছনে রেমন। রাইফেল হাতে যে কোনো বিপদ মোকাবেলা করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে দুই ভাই। চলার পথে বনের মধ্যে ঘন ঘন জলাশয় পড়ার কারণে দ্রুত এগোনো অসম্ভব হয়ে উঠলো দলটার জন্যে। তাছাড়া মাঝে মধ্যেই বিপজ্জনক চোরাবালি পড়ছে সামনে। আকর্ষণীয় ঘাসে আবৃত চোরাবালিগুলো যেন তাদের ওপর পা ফেলার জন্যে হাতছানি দিয়ে ডাকে। একটু ভুল করলেই ঘাসের নিচের তরল কাদার মধ্যে ডুবে যাবে তার পুরো শরীর। তারপর যতোই ওঠার চেষ্টা করবে সে, ততোই তলিয়ে যেতে থাকবে দেহটা। চোরাবালির ফাঁদ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় ঝোপঝাড়

কেটে এগোনো। শক্ত মাটির ওপরেই ঝোপঝাড় জন্মে। বার বার জলাশয় আর চোরাবালি এড়িয়ে ঘুর পথে চলার কারণে সারা বেলায় পাঁচ মাইলও এগোতে পারলো না দলটা।

হাঁটতে হাঁটতে সবচেয়ে বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন স্মিথ। ঘামে সব কিছু ভিজে গেছে তার, যেন এইমাত্র ডুব দিয়ে এসেছেন তিনি। পা দু'টো ক্লান্তিতে অবশ হয়ে আসছিলো তার। হাঁপাচ্ছেন। 'কিপ্রমাণ করতে চলেছো তুমি, আসাদ? কেমন লোক তুমি যে বুঝতেও পারছো না কি বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতে রয়েছি আমরা শহরবাসীরা। গড্ স্ সেক, ম্যান, থামো।

'ঠিক। হরেনারা আমাদের জন্যে বিপজ্জনক।'

'কিন্তু তুমি যে বলেছিলে ওরা নদীর ডান তীরে থাকে?'

'সেটাই জানি আমি। তবে ভুলে যাবেন না আমরা তাদের ছয়টা লোককে খুন করে এসেছি। আমি চাই না ওরা নদী পেরিয়ে এসে প্রতিশোধ নিক। হয়তো কয়েকশ' গজের মধ্যেই রয়েছে তাদের বিরাট একটা দল। রোপাইপের রেঞ্জের মধ্যে গেলেই হয়তো আক্রমণ করে বসবে। বিশ্রামের সময় নেই, তাহলে চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করে বসতে পারে ওরা।'

বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পেরে চুপ হয়ে গেলেন স্মিথ। হোঁচট খেতে খেতে দ্রুত এগোলেন সামনের দিকে।

সন্ধ্যার একটু ছোট্ট কর্দমাক্ত ফাঁকা জায়গায় গিয়ে পৌঁছলো দলটা। এখন আর ঠিক মতো হাঁটতে পারছে না কেউ, টলছে।

আসাদ বললো, 'এখানেই ক্যাম্প করবো আমরা।'

সন্ধ্যার অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে নিস্তব্ধ বনটা পাখির কিচির মিচির শব্দে সরব হয়ে উঠলো। পাখিদের মধ্যে বিশেষ করে টিয়া,

ম্যাকো, প্যারাকীটই বেশি। অবশ্য বুনো জন্তুর সাড়াও পাওয়া যাচ্ছে সেই সঙ্গে। বানরের চেঁচামেচি আর কোলাবেঙের কট্‌কট্‌ শব্দের সঙ্গে বনের গভীর থেকে জাগুয়ারের গুরুগম্ভীর গর্জনের শব্দও ভেসে আসছে মাঝে মাঝে।

শুকনো জায়গা খুঁজে যে যেখানে পারলো বসে পড়লো। নদীর ওপর বিশাল ডানা মেলে কয়েকটা পাখি উড়ছে।

'ভূতের মতো দেখতে ওগুলো কি?' ভীত কণ্ঠে জানতে চাইলো মারিয়া।

'উরুবু,' বললো আসাদ, আমজনিয়ান শকুন। বোধহয় কিছু একটা খুঁজে পেয়েছে।'

ভয়ে শিউরে উঠলো মারিয়া। ভয়াল দর্শন শকুনগুলোর দিকে তাকালো সবাই।

'কিছু তাজা মাংস হলে রাত্রে জমতো ভালো। কিউরেসো আর আর্মাডিলো শিকার করা যায়। খেতে দারুণ মজা ও গুলোর মাংস।' বললো আসাদ।

'কিউরেসো! কি ওটা?' অবাক হয়ে জানতে চাইলো মারিয়া।

'বুনো মোরগ। নেভারো, চলো, শিকারে যাওয়া যাক।'

'আমিও যাবো।' রেমন বললো।

'না, তুমি এখানেই থাকো। এদের ওপর দৃষ্টি রাখতে হবে।'

'তার মানে আমাদেরকে চোখে চোখে রাখতে চাইছো তুমি?' বললো ট্রেসি।

'দোষটা কোথায়?'

'তোমার রাকস্যাককে।'

'তার মানে?'

'হেফনারকে খুন করার আগে কিছু একটা খুঁজে পেয়েছিলো সে ওখানে।' বক্তৃতা দেয়ার ভঙ্গিতে বললো ট্রেসি।

'হেফনারের খুনের আগের ঘটনা প্রবাহের স্মৃতি-চারণ করছেন মিঃ ট্রেসি।' হালকা বিদ্রূপ রেমনের গলায়।

ট্রেসির দিকে চিন্তিত ভাবে তাকালো আসাদ। তারপর বনের মধ্যে হারিয়ে গেলো।

আধঘণ্টার মধ্যে বেশ কয়েকটা কিউরেসো শিকার করে নিয়ে এলো আসাদ আর নেভারো। বন থেকে শুকনো ডাল কুড়িয়ে এনে স্তূপ করে রেখেছিলো রেমন। দেরি না করে আগুন জ্বালিয়ে কাবাব বানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো ও।

'আমার মনে হয় এতোগুলো গুলি খরচ করে গেছো-মোরগ শিকারের কোনো প্রয়োজন ছিলো না। হয়েনারা যদি রাত্রে আমাদেরকে আক্রমণ করে বসে?' বললেন স্মিথ।

'সে চিন্তা নেই, হয়েনারা রাত্রে আক্রমণ করে না। কারণ কেউ যদি রাত্রে মারা যায়, তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত তার আত্মাটা ভূত-পেত হয়ে বনে বনে ঘুরবে। এটা ওদের ঈশ্বরের পছন্দ নয়।' ছুরির লম্বা ফলার মধ্যে মুরগীর মাংস গেঁথে আগুনে ধরলো আসাদ। 'কয়েকটা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। এবার খাওয়া যাক। খেয়ে দেয়ে সোজা ঘুম। খুব ভোরে আমরা আবার যাত্রা শুরু করবো। নাইট গার্ড হিসেবে আমি থাকছি প্রথমে।'

পনের মিনিটের মধ্যে খাওয়ার পর্বটা শেষ হয়ে গেলো। মাটির ওপর ওয়াটার প্রুফসীট বিছিয়ে ঘুমানোর আয়োজন করলো কেউ, আর কেউবা গাছের সঙ্গে হ্যামক টাঙিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো ঝুলন্ত বিছানায়। বন থেকে কিছু শুকনো ডাল-পালা কুড়িয়ে এনে আগুনটা চেতিয়ে দিলো

আসাদ।

'বুঝেছি, বুঝেছি, আগুন জ্বালাতে ওস্তাদ তুমি। কিন্তু জ্বালাচ্ছো কি জন্যে?'

'নিরাপত্তার জন্যে। হিংস্র পশুরা আগুন দেখে ভয় পায়।'

আগুনটা জ্বলতে জ্বলতে এক সময় স্তিমিত হয়ে এলো। প্রায় আধঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। কোথাও কোনো শব্দ নাই। সবাই ঘুমাচ্ছে, অথবা ঘুমোবার চেষ্টা করছে। আগুনটা জ্বালিয়ে রাখার জন্যে আরো কিছু ডাল-পালা কুড়িয়ে আনতে গেলো আসাদ। টর্চের আলোয় এক আঁটি ছোটো-ছোটো মচ-মচে ডাল-পালা কুড়িয়ে নিয়ে ক্যাম্পের দিকে ফিরলো ও। এমন সময় বনের নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে চিৎকার করে উঠলো মারিয়া। ভয়ানক ভাবে চমকে উঠলো আসাদ। এক মুহূর্ত ওর শরীরটা অবশ হয়ে থাকলো। পরক্ষণেই হাতের আঁটিটা ফেলে রকেটের মতো ছুটলো ক্যাম্পের আলোকিত ফাঁকা জায়গাটার দিকে। গাছ গাছড়ার ফাঁক দিয়ে মারাত্মক ভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে ছুটলো আসাদ। মারিয়ার হ্যামকের সামনে এসে সম্মুখের দৃশ্যটা দেখে আরেকবার চমকে উঠলো ও।

যে দু'টো গাছের সাথে মারিয়ার হ্যামক বাঁধা হয়ে ছিলো, তাদের একটা থেকে বিশাল একটা এনাকোণ্ডা (অজগরের মতো বিশাল সাপ) পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে নামছে। সাপটা কমপক্ষে ত্রিশ ফুট লম্বা। হ্যামকের সঙ্গে মিশে গিয়ে তীক্ষ্ণস্বরে চিৎকার করে চলেছে মারিয়া। আতঙ্কে চোখ দু'টো ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইছে তার। হ্যামকেরও এক প্রান্তে একটা পেঁচ দিয়ে রেখেছে এনাকোণ্ডা। বিশাল একটা হা মেলে ধীরে ধীরে নামছে সাপটা।

আগেও কয়েকবার এনাকোণ্ডার মুখোমুখি হয়েছে আসাদ। এদের

সম্পর্কে ভালো করেই জানা আছে ওর। একটা গোটা মানুষ গিলে ফেলতে কোনো অসুবিধা হয় না এদের। তবে অন্যান্য সাপের মতো দ্রুত চলতে পারে না এরা। এদের গতি অত্যন্ত শ্লথ। নিষ্প্রাণ রবারের মতো পড়ে থাকে জঙ্গলে। আর যেই মাত্র কোনো জন্তু এর শরীরের নাগালের মধ্যে আসে, অমনি চোখের পলকে লম্বা দেহটা দিয়ে ওরা পেঁচিয়ে ফেলে শিকারকে। তারপর যত বড় জন্তুই হোক, পিষে মেরে ফেলে। যখন শিকারটা আর এক বিন্দুও নড়ে না, তখন ওটাকে ছেড়ে দিয়ে আস্ত গিলে ফেলে। চিবিয়ে খাওয়ার অভ্যাস নেই এদের।

বন থেকে দৌড়ে আসার মুহূর্তেই আসাদের হাতে চলে এসেছিলো লুগারটা। সাপটার পাঁচ ফুট সামনে দাঁড়িয়ে মাথা লক্ষ্য করে তিনটা গুলি করলো আসাদ। তৃতীয় গুলিটার পর সাপটা সামনের দিকে ধপ্ করে মাটিতে এলিয়ে পড়লো, আর লেজের দিকে পেঁচগুলো গাছ থেকে খসে পড়লো মারিয়ার পায়ের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে হ্যামক সহ মারিয়ার পা দু'টো পেঁচিয়ে ফেললো মৃত এনাকোণ্ডাটা। ঝাঁপিয়ে পড়ে মারিয়ার পা থেকে পিচ্ছিল পেঁচগুলো খুলে ফেলার চেষ্টা করলো সে। কিন্তু একটুও ঢিলা করতে পারলো না। হঠাৎ কোত্থেকে রেমন ছুটে এসে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো আসাদকে। মারিয়ার পা বাঁচিয়ে এনাকোণ্ডাটার স্পাইনাল নার্ভের উপর দু'টো গুলি করলো সে রাইফেল দিয়ে। শিথিল হয়ে গেলো সাপটার পুরো দেহ।

পাঁজাকোলা করে মারিয়াকে তুলে নিয়ে আগুনের ধারে একটা গ্রাউণ্ডসীটের উপর শুইয়ে দিলো আসাদ। আতঙ্কে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছে মারিয়া। Keep A Shocked Patient Warm—ডাক্তারী উপদেশটা অনেকবার শুনেছিলো আসাদ। কিন্তু কথাটা ওর মনে পড়লো ত্রিশ সেকেণ্ড পর। একটা স্লিপিং ব্যাগ নিয়ে এলো রেমন।

দু'জনে মিলে ধরাধরি করে মারিয়াকে স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢোকালো ওরা। তারপর ওটার জিপ টেনে বন্ধ করে দিলো।

কিছুক্ষণ পর সামান্য একটু নড়ে উঠলো মারিয়ার শরীর। চোখ দু'টো মেললো সে। ভয়ানক আতঙ্কের ছায়া এখনও স্পষ্ট হয়ে আছে ওর বিস্ফারিত দু'চোখে। শরীরটা কাঁপছে মৃদু মৃদু।

'ওহ্! কি ভীষণ!' ফিস্ ফিস্ করে বললো মারিয়া। 'বিরাট সাপটা—'

'সাপটা মারা গেছে,' আসাদ বললো, 'তোমার কোনো ক্ষতি হয় নি। আমরা নিশ্চয়তা দিচ্ছি তোমার আর কোনো ক্ষতি হবে না সামনে।'

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চোখ বুজলো মারিয়া। এল্যুমিনিয়ামের একটা কাপে করে ব্রাণ্ডি নিয়ে ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো রেমন। চোখ দুটো মেলে তাকালো মারিয়া।

'আমি ব্রাণ্ডি খাই না।'

আসাদ বললো, 'এটা খেলে অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠবে তুমি।'

কাপটা হাতে নিয়ে চুমুক দিলো মারিয়া।

'গুড গার্ল,' বললো আসাদ।

'ভীষণ কড়া,' বললো মারিয়া। রেমনের দিকে তাকালো সে। 'তোমাকে ধন্যবাদ। ইতিমধ্যে ভালো অনুভব করছি আমি।' নিজের হ্যামকটার দিকে তাকালো ও। চোখ দু'টোয় আবার ভয়ের ছায়া খেলে গেলো ওর। 'হ্যামকটা—'

'ওতে আর ফিরে যাচ্ছো না তুমি,' বললো আসাদ। 'এখানে অনেক নিরাপদে আছো। আমাদের মধ্যে একজন সারা রাত তোমার ওপর দৃষ্টি রাখবে। নিশ্চয়তা দিচ্ছি, একটা মশাও তোমার কাছে

ঘেঁষতে পারবে না।'

ধীরে ধীরে ওদের তিনজনের দিকে তাকালো মারিয়া। 'তোমরা সবাই আমার যত্ন নিচ্ছো,' হাসবার চেষ্টা করলো সে। 'কুমারী মেয়ের বিপদ, তাই না?'

'তার চেয়েও আরো বেশি কিছু,' বললো আসাদ। 'তবে সেটা আলাপ করার সময় এখন নয়। তুমি ঘুমোতে চেষ্টা করো। আমি শিওর, রেমন তোমাকে একটা নাইট-ক্যাপ দিয়ে সাহায্য করবে।'

বিছানা ছেড়ে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে এগিয়ে এলেন স্মিথ। মারিয়ার পাশে এসে বসলেন তিনি। তার দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালো আসাদ। ফেলে আসা ডাল-পালার আঁটিটা কুড়িয়ে আনতে এগোলো সে। আসাদের পিছু পিছু মারিয়ার বিছানার কাছ থেকে সরে এলো রেমন ও নেভারো।

খুব ভোরে দলটাকে নিয়ে রেইন ফরেস্টের ভেতর দিয়ে যাত্রা শুরু করলো ওরা। আগের মতো এখন আর যাত্রা-পথে ঘন ঘন জলাশয় পড়ছে না। কারণ এদিকে নদীটা বনের সমতল অংশ থেকে অনেক নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে। পাড়ে পানি ওঠবার সুযোগ নেই। প্রায় দুই ঘণ্টা পর হাঁটা থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো আসাদ। পেছনের লাইনের একজন-একজন করে সবাই আসাদকে ঘিরে দাঁড়ালো।

'আমি সবাইকে সাবধান করে দিচ্ছি,' বললো আসাদ। 'এখন থেকে কোনো কথা-বার্তা বলা যাবে না। একটা শব্দও না। এবং সবাইকে প্রত্যেকটা পদক্ষেপ ফেলবার আগে দেখে নিতে হবে যাতে পায়ের নিচে কোনো শুকনো ডালপালা পড়ে মট্ করে না ভাঙে।'

'ভাঙলে?' প্রশ্ন করলেন স্মিথ।

'ভাঙলে শব্দ হবে। শব্দ হলে ইণ্ডিয়ানরা শুনবে। শুনলে ধরা

পড়বো আমরা। ধরে পড়লে ওরা সভ্য মানুষদের চর্বিওয়ালা মাংসের কিমা রান্না করবে বাড়িতে। আণ্ডারস্ট্যুড?'

বর্ণনাটা শুনে আসাদের পাশ থেকে সরে গেলেন স্মিথ। মারিয়ার দিকে তাকালো আসাদ। মুখটা লাল হয়ে গেছে মারিয়ার। হাঁটার ক্লান্তিতে নয়, গতরাত্রে ভালো মতো ঘুমোতে পারে নি, তাই। 'আর বেশি নয়,' বললো আসাদ। 'বড় জোর আধঘণ্টা, তারপর আমরা যাত্রা বিরতি দিয়ে আবার বিকেলের দিকে রওনা হবো।'

'আই অ্যাম অল রাইট,' বললো মারিয়া। 'ব্যাপারটা হচ্ছে আমি বনটাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছি। তুমি হয়তো বলবে, আমাকে আসার জন্যে কেউ অনুরোধ করে নি।'

'প্রত্যেকটা গাছে একটা করে সাপ—দেখে ভয় পাচ্ছো কি?'

লজ্জা পেয়ে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লো মারিয়া।

'কোনো ভয় নেই,' বললো আসাদ। 'আর একটা রাতও কাটাতে হবে না তোমাকে এই বনে। এটা আরেকটা নিশ্চয়তা।'

'তার অর্থ একটাই হতে পারে,' বললো ট্রেসি। 'আমরা আজ রাতের মধ্যেই পৌঁছে যাবো লস্ট সিটিতে।'

'পরিস্থিতি যদি বিগড়ে না যায়, তাহলে।'

'আমরা এখন কোথায় রয়েছি, জানো?'

'জানি।'

'যাত্রা শুরু করবার প্রথম থেকেই জানতে তুমি।'

'হ্যাঁ। তুমি কি করে জানলে?'

'কারণ এখন পর্যন্ত তুমি কম্পাস ব্যবহার করো নি।'

ঠিক আধ ঘণ্টা পর আগের পূর্বাভাস অনুযায়ী থেমে দাঁড়ালো আসাদ। ঠোঁটে একটা আঙুল ঠেকিয়ে সবাইকে চুপ থাকার সংকেত

দিলো ও। একে একে পেছন থেকে সবাই ওর কাছে এসে জড়ো না হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলো ও একই জায়গায়। তারপর ফিস্ ফিস্ করে বললো, 'বি মোস্ট কেয়ার ফুল। একটা শব্দও নয়। আমি যদি সঠিক জায়গায় না এসে থাকি তাহলে আমাদের কপালে কী যে—' কথাটা শেষ করলো না আসাদ। 'যাই হোক, আমি যতক্ষণ পর্যন্ত নির্দেশ না দিচ্ছি, ততোক্ষণ পর্যন্ত হামাগুড়ি দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে এগোতে থাকুন আমার পিছে পিছে। কিন্তু সাবধান! কোনো শব্দ নয়।'

আসাদের নির্দেশ মতো হামাগুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে এগোচ্ছে সবাই। সবার আগে-আগে হাতের তালু আর পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ও নিজে। পাঁচ মিনিট পর থেমে আবার সবার জন্যে অপেক্ষা করলো ও। বনের গাছ-গাছড়ার ভেতর দিয়ে সামনের দিকে একটা আঙুল তুলে নির্দেশ করলো আসাদ। সামনে নিচু সবুজ ঘাসে ভরা পাহাড়ী উপত্যকার মধ্যে একটা ইণ্ডিয়ান গ্রাম দেখা যাচ্ছে। কয়েক ডজন কুঁড়ে ঘর। মাঝখানে সবচেয়ে বড় একটা ঘর। কম পক্ষে দু'শ লোক এক সঙ্গে সিটিংয়ে বসতে পারবে ওটার মধ্যে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাউকে দেখা গেলো না ওখানে। তারপর হঠাৎ একটা চার-পাঁচ বছরের নেংটা ছেলে ঘর থেকে উঠোনে বেরিয়ে এলো। ছেলেটার হাতে একটা কুঠার আর আখরোট জাতীয় একটা বাদাম। একটা চেপ্টা পাথরের উপর বাদামটা রেখে কুঠার দিয়ে সজোরে আঘাত করলো ছেলেটা। চিত্রটা ঠিক আদিম যুগের দৃশ্যের মতো। হাসতে হাসতে একই ঘর থেকে বেরিয়ে এলো একজন তামাটে বর্ণের মহিলা। ছেলে-টাকে কোলে তুলে নিলো সে।

'এ রকম বর্ণ আর চেহারা? এরা ইণ্ডিয়ান নয়।' অবাক হয়ে

বললো ট্রেসি।

'চুপ! আস্তে কথা বলো! এরা ইণ্ডিয়ান ঠিকই, তবে এরা আমাজন নদীর পাড় থেকে আসে নি। এদের আদি নিবাস প্রশান্ত মহাসাগরের পাড়ে।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে মাথায় হাত দিলো ট্রেসি।

বড় কুঁড়ে ঘরটা থেকে এক সাথে অনেকগুলো নারী-পুরুষ বেরিয়ে এলো। মিটিং ভেঙে গেছে ওদের। এদের বৈঠকে নারীদের অংশ গ্রহণই প্রমাণ করে যে, এরা আমাজন নদীর পাড়ের ইণ্ডিয়ান নয়। সাধারণতঃ আমাজন নদীর আশে-পাশের ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে যোদ্ধা এবং বড়দের মিটিংয়ে নারীদের উপস্থিতি নিষিদ্ধ। কুঁড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসা লোকগুলো সবাই নিজ নিজ কুঁড়ে ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এদের সবাই তামাটে।

আসাদের একটা বাহু চেপে ধরলেন স্মিথ। 'কারা এ সব লোক?' নিচু কণ্ঠে জানতে চাইলেন তিনি।

'মাস্কিয়া।'

স্মিথের মুখে শরীরের সমস্ত রক্ত এসে ধাক্কা খেলো—'মাস্কিয়া!' আতঙ্কিত কণ্ঠে প্রতিধ্বনি করলেন তিনি। 'কিসের খেলা শুরু করেছো তুমি এখানে? তুমি বলেছিলে ওরা নর-মুণ্ড শিকারী। নরখাদক—'

'চুপ! লুকিয়ে থাকুন।'

কথা থামিয়ে মাথা নিচু করে একটা ঝোপের আড়াল হলেন স্মিথ। বলার দরকার ছিলো না আসাদের। স্পষ্টতঃই, নিজেকে দেখানোর ইচ্ছা নেই কারোই।

হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো আসাদ। তারপর সামনের ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে এগুতে শুরু করলো ও গ্রামটার দিকে। এক পা

এক পা করে নেমে যাচ্ছে ও পাহাড়ী ঢাল বেয়ে। বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেলো সবাই। শেষ-মেশ মাথা খারাপ হয়ে যায় নি তো ওর?

'আসা…!' চেঁচিয়ে উঠতে চাইলো মারিয়া। কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর মুখটা চেপে ধরলো নেভারো। 'ডোণ্ট বি সো সিলি!'

মুহূর্তে সব কিছু ভণ্ডুল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় চমকে উঠলো আসাদ। হোঁচট খেয়ে টলে উঠলো সে। নিজেকে সামলে নিয়ে আবার শান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চললো সামনের দিকে। ওকে দেখে মাস্কিয়ারা সবাই হঠাৎ চুপ হয়ে গেলো। পরক্ষণেই নিজেদের মধ্যে আগের চেয়ে দ্বিগুণ উঁচু শব্দে কথা-বার্তা শুরু হয়ে গেলো ওদের মধ্যে। একজন লম্বা বৃদ্ধ ইণ্ডিয়ান এগিয়ে এলো সবার সামনে। তার দুই হাতে অনেকগুলো সোনার বালা ঝিক্ ঝিক্ করছে। কয়েক মুহূর্ত আসাদের দিকে চেয়ে রইলো ও। তারপরই সামনের দিকে ছুটে এসে আসাদকে জড়িয়ে ধরলো।

স্পষ্টই বোঝা যায়, বৃদ্ধ লোকটাই হচ্ছে ওদের নেতা। আসাদের সঙ্গে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আকারে ইঙ্গিতে কথা বলছে সে। হঠাৎ কিছু একটা বুঝতে পেরে সঙ্কুচিত হয়ে উঠলো দলনেতা। চোখে মুখে অবিশ্বাসের ছায়া ফুটে উঠলো তার। ঘনঘন দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে মাথা চুলকাচ্ছে সে। দৃঢ় ভাবে মাথা নেড়ে দলনেতাকে কিছু বোঝাতে চাইলো আসাদ। হাতটা সামনে বাড়িয়ে শূন্যে একটা অর্ধ-বৃত্ত আঁকা অবস্থাতেই হাতটা স্থির করে ফেললো সে। অনেকক্ষণ চেয়ে রইলো আসাদের দিকে। তারপর আসাদের একটা হাত চেপে ধরে হেসে মাথা নাড়লো। ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজেদের লোকদের দ্রুত কিছু বললো সে।

'আমার মনে হয় লোকটার সঙ্গে আগের পরিচয় ছিলো আসাদের।' বললো ট্রেসি।

নিজেদের লোকদের সাথে কথা শেষ করে আসাদের দিকে ফিরে কিছু বললো দলনেতা। মাথা ঝাঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো আসাদ। লুকিয়ে থাকা আটজনের দলটার দিকে ফিরে চেঁচিয়ে উঠলো ও। 'এবার আপনারা আসতে পারেন। অস্ত্রের কাছ থেকে হাত সরিয়ে রেখো, কেমন।'

কি হচ্ছে ঠিক বুঝতে না পেরে হতভম্ব অবস্থায় অনেকটা দ্বিধাগ্রস্ত পদক্ষেপে ধীরে ধীরে আড়াল থেকে সামনে এগিয়ে এলো আটজনের দলটা।

'এই হচ্ছে চীফ কোরম্বা।' পরিচয় করিয়ে দিলো আসাদ। প্রত্যে-কের সঙ্গে হ্যাণ্ড শেক করলো মাস্কিয়া-চীফ।

কপালে বিস্ময়বোধক কয়েকটা ভাঁজ ফেললো হিলার। 'ইণ্ডিয়ান-রাতো হ্যাণ্ড শেক করে না।' বললো সে।

'এই ইণ্ডিয়ানটা করে,' বললো আসাদ।

আসাদের একটা হাত জড়িয়ে ধরলো মারিয়া। 'এ সব মানুষ খেকো লোকগুলো—'

এপাশ ওপাশ মাথা নাড়লো আসাদ, 'এরা মানুষ খেকো, বা নর-মুণ্ডু শিকারী কোনোটাই নয়। 'এরা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে ভদ্র, দয়ালু ও শান্তিপ্রিয় লোক, যারা 'যুদ্ধ' শব্দটার অর্থও জানে না। এরা হচ্ছে হারানো যুগের হারানো মানুষ, যারা এককালে গড়ে তুলেছিলো এই লস্ট সিটি।'

'আমি ভেবেছিলাম মটোগ্রসোর উপজাতিদের সম্পর্কে আমিই বুঝি সবচেয়ে বেশি জানি।' সিরানো বললো।

'তুমি তা ভাবতে পারো, সিরানো, ভাবতে পারো। কর্ণেল ডায়াজও আমাকে সে রকমই বলেছিলো।'

'কর্ণেল ডায়াজ?' গভীর জলে হাবু ডুবু খাওয়ার মতো চেহারা করলেন স্মিথ। 'কর্ণেল ডায়াজ আবার কে?'

'আমার এক বন্ধু,' বললো আসাদ।

'কিন্তু মাস্কিয়াদের ব্যাপারে যা' শুনলাম—'

'ওগুলো সব গুজব। গুজবটা ছড়িয়েছিলেন আসিফ চৌধুরী, যিনি খুঁজে পেয়েছিলেন এই হারানো মানুষদেরকে। তিনি ভেবে-ছিলেন এ রকম একটা গুজব মাস্কিয়াদেরকে সভ্য মানুষের হিংস্র থাবা থেকে হয়তো বাঁচিয়ে রাখতে পারে।'

'আসিফ চৌধুরী?' বললো হিলার। 'আসিফ চৌধুরী? তুমি—তুমি তাঁকে খুঁজে পেয়েছিলে?'

'কয়েক বছর আগে এখেনে দেখা হয়েছিলো আমার।'

'আসিফ চৌধুরী? সেই বিখ্যাত দুঃসাহসী অভিযাত্রী, যে এল ডোরাডো খুঁজতে এসেছিলো এই মটোগ্রসোতে?'

'হ্যাঁ,' ওপর-নিচ মাথা দোলালো আসাদ।

'তিনি কি এখনো এই লস্ট সিটিতেই আছেন?'

'আছেন।'

'আর মাস্কিয়াদের সম্পর্কে এ সব কথা ভুয়া?'

'মাস্কিয়াদের এ সব কথা ভুয়া ঠিকই, কিন্তু দেখতে অনেকটা মাস্কি-য়াদের মতোই আরেকটা উপজাতি আছে। সংখ্যায় অত্যন্ত কম তারা। ওরা ঠিকই নর-মুণ্ডু শিকার করে এবং পছন্দ হলে সুন্দর হৃষ্ট-পুষ্ট মানুষ গুলোকে সেদ্ধ করে খেয়ে ফেলে। ভয়ের কিছু নেই, আমাদের যাবার পথে পড়বে না ওরা। যাকগে, আমার বিশ্বাস আমাদের মাস্কিয়া বন্ধুদের গিন্নিরা আমাদের জন্য কিছু খানা-পিনার ব্যবস্থা করেছে।'

রুক্ষ কণ্ঠে বললেন স্মিথ, 'তার আগে বলো, আমাদেরকে দিয়ে

এ রকম লুকোচুরি আর হামাগুড়ির নাটক করালে কেনো তুমি?'

হাসলো আসাদ। 'তার কারণ আমরা যদি এক সঙ্গে এই গ্রামে ঢুকতাম, তা'হলে ভয়ে এরা গ্রাম ছেড়ে পালাতো। বাইরের তথা-কথিত সভ্য মানুষগুলোকে ভয় করবার যথেষ্ট কারণ আছে তাদের। বেশ কয়েকবারই বহির্বিশ্বের সভ্য লোকেরা আকাশ থেকে এদেরকে মেশিন গান দিয়ে গুলি করে মেরেছে। ডিনামাইট ফেলে এদের শত শত লোককে ওরা খুন করেছে। এমনকি বিষাক্ত খাবার পর্যন্ত খেতে দেয়া হয়েছে এদেরকে। সে জন্যেই চেপেট আর হরেনারা দেখতে পারে না বাইরের লোকদেরকে। তাদের অমন দুঃসময়ে দেবতার মতো গিয়ে হাজির হয়েছিলেন আসিফ চৌধুরী। ওষুধপত্র, খাবার আর কাপড়-চোপড় নিয়ে তিনি অনেকবার কপ্টারে করে স্থানে স্থানে গিয়ে এদেরকে সাহায্য করেছিলেন।'

'এ সবই আমার কাছে খবর,' বললেন স্মিথ। 'আমি এতো বছর আজিলে থেকেও এসব কথা জানি না। আর তুমি বাইরের লোক হয়েও আমার চেয়ে বেশি জানো?'

'আমার কথাগুলো সত্যি কি না সেটা কনফার্ম করবে সিরানো।'

'আই কনফার্ম ইট,' বললো সিরানো।

ঘুরে পেছনের দিকে তাকালো আসাদ। 'চলুন, চীফ কোরম্বা আমাদেরকে খেতে ডাকছেন অন্য রকম খাবার ওদের।

বড় কুঁড়ে ঘরটার সামনে একটা এবড়ো-খেবড়ো টেবিলের চার পাশে বসে আছে সবাই। একঘন্টা পার হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। গল্প-গুজব হচ্ছে। টেবিলের ওপর মাছের তেলে ভাজা মাছ, বুনো মোরগের

কাবাব, না-দেখা ফল। ভিন্ন স্বাদের বিচিত্র খাবারের উচ্ছিষ্ট পড়ে আছে। ক্ষুধার জ্বালায় প্রথম প্রথম কোনো দিকে না চেয়ে খেয়ে নিলো সবাই। সবশেষে এলো বনের বিভিন্ন ফলের রস দিয়ে তৈরি করা অদ্ভুত ধরনের মদ। ঝাঁঝ নেই, তবে নেশা আছে। শেষে উঠে দাঁড়িয়ে সবার পক্ষ থেকে চীফ কোরাম্বাকে ধন্যবাদ জানালো আসাদ।

'আমার মনে হয় এবার আমাদের যাত্রা শুরু করা উচিত,' বললো সে।

'একটা ব্যাপার আমার মাথার ভেতর কেবল ঘুরপাক খাচ্ছে,' বললো ট্রেসি। 'আমার জীবনেও আমি কারো গায়ে এতো স্বর্ণালঙ্কার দেখি নি।'

'ব্যাপারটা যে তোমার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাবে, সে আমি আগেই জানতাম,' বললো আসাদ।

'কোথেকে এসেছে এ সব লোক?'

'এটা তারা নিজেরাও জানে না। এরা হচ্ছে হারানো যুগের হারানো মানুষ। এরা তাদের সর্বস্ব হারিয়েছে—এটাই তাদের ইতি-হাস। আসিফ চৌধুরী ধারণা করেন যে, এরা কলাম্বিয়ার ওয়েস্টার্ন অ্যাণ্ডেজ বা কাউকার সেই বিখ্যাত উপজাতি কুয়িমবায়াদের বংশধর।'

'বলছো কি! তাহলে এরা করছে কি এখানে?'

'কেউ জানে না। আসিফ চৌধুরী মনে করেন, এরা কয়েক হাজার বছর আগে এদের আদি নিবাস ত্যাগ করে চলে আসে।'

'এখান থেকে লস্ট সিটি কত দূর?' জানতে চাইলেন স্মিথ।

'পাঁচ কি ছয় ঘন্টার পথ,' আসাদ বললো।

'পাঁচ—ছয়—ঘন্টা!' মাথায় হাত দিলেন স্মিথ।

'সহজ পথ। পাহাড়ী ঢাল বেয়ে ধীরে-ধীরে ওপরের দিকে উঠে

যাবো আমরা। কোনো চোরাবালি নেই, জলাশয় নেই।' চীফ কোরস্থার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো আসাদ। হাসলো মাস্কিয়া চীফ। আসাদের সঙ্গে আন্তরিক ভাবে হ্যাণ্ড শেক করলো সে।

মারিয়ার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো আসাদ, 'তুমি এদের কাছে থেকে যাও। রাজ রানীর মর্যাদায় এরা তোমার খেদমত করবে। অসুবিধা নেই, আগামীকালই তোমাকে নিয়ে ফিরে যাবো আমরা। আমরা যেখানে যাচ্ছি, সেখানে কোনো মেয়ের যাওয়াটা উচিত হবে না।'

'না, আমি যাবো।'

'ভেবে দেখো। রাত্রিটা তোমার জন্যে বিপজ্জনকও হতে পারে।'

'সেটা আমি ভাববো।'

বিকেল পর্যন্ত একটানা সবাই হেঁটে চললো লস্ট সিটির দিকে। পথটা শুকনো ও পরিষ্কার। একটাই শুধু অসুবিধা, পাহাড়ী ঢাল বেয়ে ওপরের দিকে উঠতে হচ্ছে দলটাকে। আসাদ আর দুই ভাই বাদে ক্লান্ত হয়ে পড়লো সবাই। সবচেয়ে বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন স্মিথ।

'আধ ঘণ্টার জন্য যাত্রা-বিরতি দিচ্ছি আমি,' বললো আসাদ। 'আমরা একটু আগে-ভাগে চলে এসেছি। রাত্রি না নামা পর্যন্ত লস্ট সিটিতে প্রবেশ করা যাবে না। তাছাড়া আপনাদের কারো কারো বিশ্রাম দরকার।'

ক্লান্ত ভাবে বসে পড়লেন স্মিথ। রুমালে ঘামে ভেজা মুখটা মুছে অবসন্ন কণ্ঠে টেনে টেনে বললেন, 'আর—কতো—দূর?'

'এখান থেকে পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত? মাত্র আধ ঘণ্টার পথ।'

'আধ ঘণ্টা,' বললেন স্মিথ। 'কিছু না।'

'কতদূর এগিয়েছি আমরা?'

'মাত্র দু'হাজার ফুট ওপরে উঠেছি।' বললো আসাদ।

পাহাড়টা অনেক দূর থেকে ধীরে-ধীরে ওপরের দিকে উঠে গেছে। ফলে ঘন গাছ-পালা আর ঝোপ-ঝাড়ের জন্যে পাহাড়ের ঢালে দাঁড়িয়ে থেকেও অনেক সময় মনে হয় না যে, এটা একটা পাহাড়। প্রায় পনের মিনিট পর কিছুটা খাড়া ঢালের সম্মুখীন হলো ওরা। হেঁটে ওপরে উঠা অসম্ভব। নির্দেশ উপদেশের প্রয়োজন পড়লো না। আসাদের পিছে পিছে ক্রল করে ওপরের দিকে উঠতে লাগলো সবাই।

'পাহাড়ের চূড়া থেকে আর দশ গজ দূরে রয়েছি আমরা,' বললো আসাদ। 'যারা বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তাদের জন্যে সুখবর।'

কারও কারও জন্যে ওটা সুখবর হলেও কেউ কোনো উত্তর দিলো না। পুনরায় ক্রল করতে শুরু করলো আসাদ। পেছনে-পেছনে এগোলো সবাই। দুই মিনিটের মাথায় চূড়ায় পৌঁছে গেলো আসাদ। সবার জন্যে অপেক্ষা করলো ওখানে। এক এক করে সবার শেষে হাঁস-ফাঁস করতে করতে উঠে এলেন স্মিথ।

'আমি কি দেখতে পাচ্ছি, বলতে পারেন?' স্মিথের দিকে ফিরে জানতে চাইলো আসাদ।

'জেসাস!' অস্ফুট কণ্ঠে বললেন স্মিথ।

'লস্ট সিটি!' বিস্ময় মাখা কণ্ঠে বললো মারিয়া।

'এল ডোরাডো,' সহজ কণ্ঠে বললো আসাদ।

'কি? কি বললে?' অনেকটা অবাক হয়ে বললেন স্মিথ।

'আসলে কিছু না। এল ডোরাডো বলে কিছু নেই পৃথিবীতে।

এটার অর্থ হচ্ছে সোনার মানুষ। নিউ ইঙ্কার সম্রাটদেরকে আগে স্বর্ণের গুঁড়ো দিয়ে ঢেকে কয়েকদিনের জন্যে লেকের জলে ডুবিয়ে রাখা হতো। অদ্ভুত সিঁড়িঅলা পিরামিডটা দেখতে পাচ্ছেন, চূড়াটা সমতল?'

প্রশ্নের প্রয়োজন ছিলো। ওটার দিকেই চেয়ে আছে সবাই। লস্ট সিটির ওটাই প্রধান দৃশ্য।

'মাস্কিয়ারা যে কলাম্বিয়া থেকে এসেছে—এই পিরামিডটাই তার প্রমাণ,' বললো আসাদ। 'অবশ্য এটা ঠিক পিরামিড নয়। এটা ছিলো প্রাচীন লস্ট সিটির মন্দির। যার নাম জিগ্‌গিউরেট। ব্যাবিলনিয়া আর এসিরিয়ারগুলো হচ্ছে টাওয়ার। যদিও ব্যাবিলনিয়া বা এসিরিয়াতে বর্তমানে জিগগিউরেটের কোনো চিহ্নও নেই। কালের দীর্ঘ যাত্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে সে সব। ইজিপশিয়ানরা ভিন্ন ধরনের পিরামিড তৈরি করেছিলো, যা আজও মিশরের মরুভূমিতে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে।'

'তাহলে পৃথিবীতে মাত্র এই একটাই জিগ্‌গিউরেট আছে বর্তমানে?' না জানার ভান করে জানতে চাইলো ট্রেসি।

'ঠিক তা' বলছি না,' বললো আসাদ। 'তুমি মেক্সিকো, গুয়েতেমালা, বলিভিয়া এবং পেরুতে এগুলোর সুরক্ষিত নমুনা খুঁজে পাবে। কিন্তু এই সেন্ট্রাল আমেরিকা এবং সাউথ আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম অংশ ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও এটার নমুনা খুঁজে পাবে না।' বলেই দ্রুত যোগ করলো, 'একমাত্র মন্টোগ্রসো বাদে।'

হাত তুলে সামনে ইঙ্গিত করলো আসাদ, 'ঐ সিঁড়িগুলো দেখতে পাচ্ছো?'

নদী থেকে মালভূমির মাথা পর্যন্ত খাড়া পাহাড়ের গায়ে একটা

সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে। সিঁড়িটা কোনো কালে কুঠার দিয়ে কেটে তৈরি করা হয়েছিলো। ষাট ডিগ্রী কোন নিয়ে ওপরের দিকে উঠে গেছে ওটা। দূর থেকে সিঁড়িটা দিয়ে ওঠবার কথা কল্পনা করলেও মাথার চুল খাড়া হয়ে যায়।

'দুই শ' আটচল্লিশটা ধাপ,' বললো আসাদ।' প্রত্যেকটা ত্রিশ ইঞ্চি চওড়া। মসৃণ এবং পিচ্ছিল। মাঝে-মধ্যে কয়েকটা ধাপ পড়ে যে গুলো হয়তো কোনো ভূমিকম্পে ভেঙে আলগা হয়ে গেছে। সাবধান না হলে গড়িয়ে পড়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। আর একবার যদি কোন ক্রমে একটা ধাপ—'

'ওহ্‌! নো!' প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো মারিয়া। 'আমি আমি—'

'এটাও একটা কারণ, যে জন্যে আমি তোমাকে আসতে বারণ করেছিলাম।' বললো আসাদ।

অসহায় দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালো মারিয়া।

'ভয় নেই,' বললো আসাদ। 'মিঃ স্মিথতো—' কথাটা শেষ না করে ট্রেসির দিকে তাকালো আসাদ। 'ট্রেসি আছে, ওর কাঁধেই না হয় উঠে বসবে তুমি।'

'ইম্পসিবল্‌!' খেঁকিয়ে উঠলো ট্রেসি। 'আমি পারবো না।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমার কাঁধেই না হয় উঠে বসো তুমি। আমার সঙ্গে মরতে আপত্তি নেই তো?'

লজ্জা পেয়ে চোখ নামালো মারিয়া।

'তাও রাজি হচ্ছো না?' মাথা চুলকে বললো আসাদ। 'ঠিক আছে ঐ সিঁড়িটার কাছ দিয়েও যাবো না আমরা।'

'সিঁড়ির ধাপগুলো গুণেছিলো কে?' অন্যমনস্ক ভাবে জানতে

চাইলেন স্মিথ।

'এই হতভাগা ছাড়া আর কেই বা গুণবে, বলুন ?'

'তার মানে—'

'হ্যাঁ, আমি একবার ব্যবহার করেছিলাম সি'ড়িটা। তখন অবশ্য একটা হ্যাণ্ড রেইল ছিলো। এখন নেই। দড়ি দিয়ে একটা হ্যাণ্ড রেইল তৈরি করার জন্য কিছু যন্ত্রপাতি এনেছিলাম। দুর্ভাগ্য, বেশি ভারি হবে বলে সে গুলো আনা হয় নি হুভারক্রাফট থেকে।'

'মিঃ আসাদ!' জরুরী ভঙ্গিতে ফিস্ ফিস্ করে বললো সিলভার, 'মিঃ আসাদ!'

'কি হয়েছে ?'

'আমি নিচে লস্ট সিটির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একটা লোককে দেখতে পেয়েছি। কসম খেয়ে বলছি।'

'পাইলটের ঈগল চোখ, হ্যা! কসম খাওয়ার দরকার নেই। ওখানে গুটি কতক লোক আছে। তুমি হয়তো বলবে, তাহলে কপ্টার নিয়ে আসি নি কেনো আমি ?'

'তারা আমাদের বন্ধু নয়, তাই না ?' বললো সিরানো।

'শুধু সে জন্যে নয়। আমরা গোপনে লস্ট সিটিতে প্রবেশ করতে চাই। এক মাইল দূর থেকেও কপ্টারের শব্দ শোনা যায়। কপ্টারে করে গোপনীয়তা রক্ষা করা যায় না।' স্মিথের দিকে ফিরলো আসাদ। 'হেলিকপ্টারের কথা বলছি আমি। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, আকাশ থেকে লস্ট সিটি দেখতে কেমন লাগে।'

'আমি বুঝতে পারছি না' কপালে ভাঁজ ফেলে বললেন স্মিথ।

'ফিল্মের কাসেটটা, যেটা হিলার আপনার জন্যে চুরি করেছিলো।'

'আমি জানি না, কি—'

'কিছুদিন আগে ছবিগুলো তুলেছিলাম আমি কপ্টার থেকে। এক জন এমেচার হিসাবে নিশ্চয়ই মন্দ হয় নি ?'

মন্দ হয়েছিলো, নাকি হয় নি, সে উত্তরের ধার দিয়েও গেলেন না স্মিথ। শুধু মুহূর্তের জন্যে ট্রেসি এবং হিলারের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলেন তিনি। তিন জনের মুখেই হতভম্বের ভাব ফুটে উঠলো।

'বাঁ দিকে তাকান,' স্মিথকে লক্ষ্য করে বললো আসাদ। 'যেখানে নদীটা দু'টো শাখায় বিভক্ত হয়ে দ্বীপটার দু'পাশ দিয়ে এগিয়ে গেছে।'

প্রায় আধ মাইল দূরে এবং ওদের অবস্থান থেকে তিনশ' গজ নিচে প্রায় ছেঁড়া এবং পঁচা অবস্থায় ঝুলে আছে দড়ি দিয়ে তৈরি করা একটা সাঁকো। সাঁকোটা মালভূমির চূড়া থেকে ধনুকের মতো বেঁকে ওদের পাহাড়ের গায়ে গিয়ে মিশেছে। রোপ ব্রীজটার ঠিক নিচ দিয়ে পাহাড়ের ফাটল থেকে একটা পানির ধারা সবেগে রঙধনুর মতো বেঁকে নিচের নদীতে পড়ছে।

'একটা রোপ ব্রীজ', বললো আসাদ। 'এই পাহাড় থেকে মাল ভূমিটায় যাওয়ার রিস্কি কিন্তু সবচেয়ে সহজ পথ। পড়ে গেলে হাড়-গোড়ও পাওয়া যাবে না। খড়ের দড়ি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ব্রীজটা। বছরে একবার নতুন করে দড়ি লাগিয়ে তৈরি করা হতো এটা। কিন্তু এখনকারটা পাঁচ বছর আগে তৈরি করা হয়েছিলো। নিশ্চয়ই এতদিনে দড়িগুলো পচে নরম হয়ে গেছে।'

'তাহলে ?' হতাশার সুরে জিজ্ঞেস করলেন স্মিথ।

'যাবার এটাই একমাত্র পথ।'

চুপ চাপ কেটে গেলো অনেক ক্ষণ। অবশেষে মুখ খুললো সিরানো। 'অ্যাণ্ডিয়ান বংশধরদের পক্ষে এটাও আরেকটা প্রমাণ তাই না ? তার মানে মটোগ্রোসোতে আর কোথাও কোন রোপ ব্রীজ নেই।

ইণ্ডিয়ানরা জানেও না, কিভাবে রোপ ব্রীজ তৈরি করতে হয়। জান-বেই বা কি জন্যে? তাদের কোন দরকারই হয় না জানার। কিন্তু ইঙ্কারা জানে, কারণ অ্যাণ্ডিজে রোপ ব্রীজ তৈরি করতে হয় তাদেরকে।'

'আমি একটা দেখেছি পেরুতে,' আসাদ বললো। 'এপারিম্যাক নদীর ওপর দিয়ে তৈরি করা হয়েছিলো ওটা। প্রায় বারো হাজার ফুট লম্বা। ব্রীজের মেইন সাপোর্টের জন্যে তারা বিরাট বিরাট ছয়টা পাকানো দড়ি ব্যবহার করেছে। ফুটপাথের জন্যে চারটা, আর হ্যাণ্ড রেইলের জন্যে দুইটা। নতুন অবস্থায় ব্রীজের ওপর দিয়ে এক ডজন লোক অনায়াসে আসা যাওয়া করতে পারে। কিন্তু এই ব্রীজতো অনেক আগের।'

রোপ ব্রীজ বরাবর পাহাড়ের গভীর ফাটল দিয়ে পানির স্রোতের ধারা। ফাটলটা প্রায় পঞ্চাশ ডিগ্রী এঙ্গেলে নেমে গেছে রোপ ব্রীজের কাছাকাছি। ছল্ ছল্ শব্দে ভেতরে তীব্র ধারায় বয়ে চলেছে ঝর্ণার ধারাটা। ফাটলের একপাশ দিয়ে একটা পুরনো সিঁড়ি নেমে গেছে রোপ ব্রীজের গোড়ার আট বাই আট ফুট মাপের একটা সমতল প্লাট-ফর্ম পর্যন্ত। আসাদের পিছু পিছু একে একে সবাই নেমে গেলো সেখানে।

দড়ি পেঁচানো বড় একটা পাথর আর প্লাটফর্মে গেড়ে রাখা একটা লোহার খুঁটি পরীক্ষা করে দেখলো আসাদ। পাথর আর খুঁটিটার সঙ্গে রোপ ব্রীজের তিনটা আঁশ ওঠা দড়ি বাঁধা। খাপ থেকে ছুরি বের করে লোহার খুঁটির গায়ে খোঁচা মারলো আসাদ। চট্ চট্ করে মরিচার মোটা আবরণ খসে পড়লো ওটার গা থেকে।

'আস্তে কথা বলবেন আপনারা,' বললো আসাদ। ঘুরে দাঁড়িয়ে ব্রীজের দিকে তাকালো ও। সংকীর্ণ ব্রীজ। হ্যাণ্ড সাপোর্ট দু'টো আর

ফুটপাথ্টা ব্যবহারে অথবা বয়সের নির্যাতনে ক্ষয়ে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। কয়েকটা দড়ি পচে ছিঁড়ে ঝুলে আছে নিচের দিকে।

'ব্রীজটার অবস্থা খুব একটা ভালো নয়, কি বলেন?' স্মিথকে বললো আসাদ।

চোখ দু'টো বড়-বড় হয়ে গেলো স্মিথের, 'গুড গড, একটা মৃত্যু-ফাঁদ! পাগল ছাড়া আর কেউ ওটার ওপর দিয়ে হেঁটে আত্মহত্যা করতে চাইবে না। তুমি কি আশা করো ওটার ওপর উঠে আমি জীবনের ঝুঁকি নেবো?'

'অবশ্যই না। আপনাকে কোন ঝুঁকি নিতে হবে না। আপনি এসেছেন শুধু ছবি আর গল্পের জন্যে। আপনি এ দু'টোর জন্যে ঝুঁকি নিতে পারেন মাত্র। হেকনার নেই, আপনার ক্যামরাটা আমার কাছে দিন, ছবির কাজটা আমিই সারিয়ে দিচ্ছি। আর দয়া করে ভুলে যাবেন না—লস্ট সিটির লোকেরা আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে বসে থাকে নি।'

প্রায় দশ সেকেণ্ড চুপ করে থাকলেন স্মিথ। তারপর বললেন, 'আমি সব কিছুর শেষ দেখতে চাই।'

'অনেক সময় শেষ থেকেই উৎপত্তি হয় শুরুর। সুতরাং আপনার শেষ দেখাদেখিতে কোন লাভ নেই। শেষটা যত তাড়াতাড়ি হবে বলে মনে করছেন, তার চেয়েও তাড়াতাড়ি হয়ে যেতে পারে। যথেষ্ট অন্ধকার হয়েছে। ব্রীজের ওপর দিয়ে প্রথমে আমি যাচ্ছি।'

'সেনর আসাদ, আমি আপনার চেয়ে অনেক হালকা।' বললো নেভারো।

'ধন্যবাদ। কিন্তু সেটাই হচ্ছে আসল পয়েন্ট। আমি একজন ভারি

লোক এবং সেই সঙ্গে একটা ভারি বোঝা নিয়ে যাচ্ছি। ব্রীজটা সে ভার সহ্য করতে পারলে তোমরা সবাই নিশ্চিন্তে পার হতে পারবে।'

'একটা ব্যাপারে চিন্তা করছি আমি।' বললো রেমন।

'আমিও,' বললো আসাদ।

ব্রীজের দিকে কথাটা বলেই এগোলো ও।

'ও কথায় কি বোঝাতে চাইছো তোমরা?' জানতে চাইলো আরিয়া।

'সেনর আসাদ ভাবছেন যে, ও পাড়ে হয়তো অভ্যর্থনা কমিটির কোনো সদস্য থাকতে পারে।' বললো নেভারো।

'ও, একজন গার্ড।'

দৃঢ় পদক্ষেপে দড়ির ব্রীজটা দিয়ে এগিয়ে গেলো আসাদ। ভয়ানক ভাবে এ পাশ-ওপাশ দুলতে শুরু করলো ব্রীজটা। রুদ্ধশ্বাসে সবাই চেয়ে রইলো ওর দিকে। অর্ধেক পথ পেরিয়ে গেলো ও। এই সময় ঘটলো বিপর্যয়টা। একটা পচা দড়ির ওপর পা ফেলতেই ছিঁড়ে গেলো ওটা। সঙ্গে সঙ্গে আসাদের বাঁ পাটা সড় সড় করে নেমে গেলো নিচের দিকে। একই সঙ্গে কাত হয়ে গেলো ওর শরীর। কাঁধে বিরাট ক্যানভাস ব্যাগটার ভারে ব্যালেন্স হারিয়ে ব্রীজের বাঁ দিকে কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছে ও। হ্যাণ্ড সাপোর্টটা শক্ত মুঠোয় ধরে ঝপ্ করে বসে পড়লো আসাদ। দশ সেকেণ্ড পর্যন্ত ভয়ানক দোল্ খেলো ব্রীজটা। স্থির হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলো ও। তারপর ধীরে-ধীরে বাঁ পাটা তুলে উঠে দাঁড়িয়ে বাকি পথটুকু নির্বিঘ্নে পেরিয়ে গেলো ও। ব্রীজের ওপাশে ফেলে আসা প্লাটফর্মের মতো এ পাড়েও মালভূমির সমতল এলাকা থেকে কয়েক ফুট নিচু একটা প্লাটফর্ম পেলো সে।

বোঝাটা প্লাটফর্মে নামিয়ে রেখে বসলো কয়েক সেকেণ্ড। তারপর সাবধানে মাথাটা তুলে তাকালো সামনের দিকে।

রেমন আর ওর সন্দেহটা সঠিক প্রমাণিত হলো। একটা গার্ডকে পাঁচ-ছয় ফুট দূরে বসে থাকতে দেখলো আসাদ। নিঃশব্দে প্লাটফর্ম থেকে মালভূমির সমতল এলাকায় উঠে এলো ও। ঘন অন্ধকার। চোখের সামনে হাত মেলে ধরলেও দেখা যায় না। চোখ বুজে সিগারেট টানছিলো গার্ডটা। খাপ থেকে ছুরি বের করে দৃঢ় হাতে সামনে বাড়িয়ে ধরলো আসাদ। সিগারেটের লাল বিন্দুটা মুখের কাছে তুললো গার্ডটা। কষে একটা টান দিলো সিগারেটে। লাল আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠলো গার্ডটার মুখ। এক মুহূর্ত দেরি করলো না আসাদ। চোখের পলকে লোকটার ডান চোখে ছুরির ফলাটা দাবিয়ে দিলো ও। হাত থেকে সিগারেট পড়ে গেলো গার্ডটার। সিগারেটটা তুলে নেয়ার ভঙ্গিতে নিঃশব্দে চেয়ারের সামনের দিকে ঝুঁকলো ও। তারপর থপ্ করে পড়ে গেলো। ইতিমধ্যে মারা গেছে সে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ওপাড়ের উদ্দেশ্যে তিনবার টর্চ জ্বেলে সঙ্কেত দিলো আসাদ। সাত মিনিটের মাথায় একে একে সবাই পৌঁছে গেলো এপাড়ে।

'এবার চলুন পালের গোদার সঙ্গে দেখা করা যাক,' বললো আসাদ। অন্ধকারে নিঃশব্দে প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চললো আসাদ। পেছন থেকে সবাই ওকে অনুসরণ করলো। কয়েক মিনিট পর দাঁড়িয়ে পড়লো আসাদ। হাত তুলে সামনের দিকে ইঙ্গিত করে কাঠের তৈরি একটা বিরাট ঘর দেখালো ও। আলোকিত ঘরটার ভেতর থেকে কথা-বার্তার শব্দ ভেসে আসছে।

'গার্ডদের ব্যারাক,' বললো আসাদ।

'গার্ড!' অবাক হয়ে বললো ট্রেসি। 'গার্ড কেনো?'

'পাপী বান্দারা কত কিছু করে।'

'শব্দটা কিসের?' জানতে চাইলেন স্মিথ।

'জেনারেটর।'

'এখান থেকে কোথায় যাবো আমরা?'

'ওখানে।' হাত তুলে জিগগিউরেটের কাছের আরেকটা আলোকিত কাঠের বিল্ডিংয়ের দিকে নির্দেশ করলো আসাদ। 'সেই পাপী বান্দাটা ওখানেই বাস করে, যে প্রত্যেক রাত্রে নিজের কবরের ওপর মৃত্যুর পদ-ধ্বনি শুনতে পায়?'

'মিঃ আসাদ—'

'কিছু না, কিছু না',' সিলভারকে থামিয়ে দিয়ে বললো আসাদ। 'রেমন, নেভারো, আমি কি দেখতে পাচ্ছি বলতে পারো?'

'ইয়েস, মাই লর্ড,' বললো রেমন। 'ওখানে বারান্দার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে দু'টো লোক।'

মনে মনে কয়েক সেকেণ্ড কিছু ভাবলো আসাদ। তারপর বললো, 'ওরা কি করছে ওখানে?'

'ঠিক আছে, আমরা দু'ভাই গিয়ে জিজ্ঞেস করে আসি।' বললো রেমন।

অন্ধকারে হারিয়ে গেলো রেমন ও নেভারো।

'ছেলে দু'টো কে?' জানতে চাইলেন স্মিথ। 'তোমার এসিস্ট্যান্টদের কথা বলছি আমি। ওরা ব্রাজিলিয়ান নয়।'

'না।'

'ইউরোপিয়ান?'

'হ্যাঁ।'

পাঁচ মিনিট পর নিঃশব্দে ফিরে এলো রেমন ও নেভারো। বিনীত ভঙ্গিতে আসাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

'জিজ্ঞেস করেছো?' জানতে চাইলো আসাদ। নিঃশব্দে মাথা নাড়লো দু'ভাই।

'কি বললো ওরা?'

'বেশি কিছু না,' ঠোঁট উল্টে বললো নেভারো। 'তবে আমার মনে হয় যখন ওদের ঘুম ভাঙবে তখন বলতে পারে।'

আট

ভোঁতা দৃষ্টিতে কাঠের বিল্ডিংটার ভেতরে তাকালে মাত্র একটাই ডাইনিং কাম লিভিং রুম চোখে পড়ে। রুমের দেয়ালগুলো যাদুঘরের মতো তরবারি, বেয়োনেট, রাইফেল, ব্যানার, পতাকা, পোর্ট্রেইট আর বিভিন্ন ছবি দিয়ে সাজানো। এগুলোর সব কিছুই জার্মানীর। রুমের একপাশে একটা বিরাট টেবিল। টেবিলের পেছনে চোয়াল বেরিয়ে পড়া লালমুখো একটা লোক বসে আছে। একলাই রাতের খাবার সারছে সে। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কোথাও কোনো সাড়া-শব্দ নেই। এক মনে খেয়ে চললো লোকটা। হঠাৎ তার সামনের বন্ধ দরোজাটা মড়-মড় করে ভেঙে ফাঁক হয়ে গেলো। চমকে উঠে সামনের দিকে তাকালো সে।

পিস্তল হাতে রুমের ভেতর ঢুকলো আসাদ। তার পিছুপিছু স্মিথ এবং অন্যরাও।

'ব্যাড ইভনিং,' বললো আসাদ। 'আমি তোমার এক পুরনো বন্ধুকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।' স্মিথের দিকে ইঙ্গিত করলো সে, 'আমার মনে হয় উল্লাসে কোলাকুলি করা উচিত পুরনো বন্ধুদের।'

আসাদের পিস্তলটা গর্জে উঠলো। বসে থাকা লোকটার টেবিলের ওপর বিঁধলো গুলিটা।

'তোমার হাত দু'টো অত্যন্ত নাভার্স,' বললো আসাদ। 'রেমন।'

ডেস্কের পেছনে চলে গেলো রেমন। প্রায় আধ-খোলা ড্রয়ার থেকে একটা পিস্তল বের করে আনলো ও।

'বাকি ড্রয়ারটাও দেখো,' বললো আসাদ। নির্দেশ মতো অপর ড্রয়ারটা খুললো রেমন। আরেকটা পিস্তল তুলে নিলো সে ওখান থেকে।

'তোমাকে দোষারোপ করতে পারি না,' বললো আসাদ। 'ইদানীং চোর-ডাকাতের উপদ্রবটা খুব বেড়ে গেছে। যাক, হতভম্ব হয়ে থাকাটা আমার পছন্দ নয়। তোমাদের দু'জনকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমি।' স্মিথের দিকে তাকালো সে। 'ডেস্কের পেছনে বসে আছে কুখ্যাত নাজী এস্ এস্ বাহিনীর মেজর জেনারেল ওলফগেং ভন মেটিউ-ফেল। আর আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে একই বাহিনীর কর্ণেল হেইন-রীখ স্পাজ ওরফে স্মিথ। দু'জনই পুরনো বন্ধু, দু'জন পুরনো খুনী, এবং দু'জন পুরনো লুটেরা। গ্রীসের প্রাচীন মন্দিরের অসহায় বৃদ্ধ পুরোহিতদেরকে নির্মম ভাবে খুন করে মন্দিরের ধন-সম্পদ লুট করে নিয়ে গিয়েছিলো এই দুই বন্ধু।'

একটা শব্দও উচ্চারণ করলো না স্পাজ এবং ওলফগেং। রুমটার মধ্যে পিনড্রপ সাইলেন্স। সবাই চেয়ে আছে আসাদের দিকে। স্পাজ ও ওলফগেং শীতল দৃষ্টিতে চেয়ে আছে পরস্পরের দিকে।

'দুঃখের বিষয়,' বললো আসাদ। 'বড়ই দুঃখের বিষয়। তোমাকে খুন করার জন্যেই এই দীর্ঘ ও বিপদ সঙ্কুল পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে স্পাজ, মিঃ ওলফগেং। উইলহেমস্ হেভেনের ডকে কোনো একটা গোলমাল হয়েছিলো বোধ হয় তোমাদের মধ্যে।'

একটা তীক্ষ্ণ গুলির শব্দ ভেসে এলো আসাদের পেছন থেকে। ঝট করে ঘুরে দাঁড়ালো আসাদ। হাতে একটা স্মল-বোর অটোমেটিক

পিস্তল নিয়ে চোখ-মুখ লাল করে দাঁড়িয়ে আছে মারিয়া। মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ট্রেসি। হাত দু'টো ছড়িয়ে আছে দু'দিকে। তার ডান হাতের অলস মুঠোয় ধরে রাখা একটা পিস্তল দৃষ্টি কেড়ে নিলো আসাদের। বুঝতে পারলো আসাদ, মারা গেছে ট্রেসি।

মারিয়ার বুক বরাবর পিস্তল তাক করলো আসাদ। 'এবার আমার পিস্তলটা তোমার ওপর।' বললো সে।

কাঁপা হাতে বুশ জ্যাকেটের পকেটে অটোমেটিকটা ভরে রাখলো মারিয়া, 'তোমাকে খুন করতে যাচ্ছিলো সে।'

'যাচ্ছিলো,' মাথা নেড়ে সমর্থন করলো রেমন।

বিস্মিত দৃষ্টিতে মারিয়ার দিকে চেয়ে রইলো আসাদ। 'সে আমাকে খুন করতে যাচ্ছিলো, তাই তুমি তাকে খুন করলে?'

'এর জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম আমি।'

দার্শনিক মুডে এপাশ ওপাশ মাথা নাড়লো নেভারো। 'উঁহু, এই মেয়েটাকে আমরা যত কোমল মনে করেছিলাম, ততো কোমল তো নয় সে।'

'তাইতো মনে হচ্ছে,' চিন্তিত সুরে বললো আসাদ, মারিয়ার দিকে তাকালো সে, 'তুমি কার পক্ষে?'

'তোমার।'

হঠাৎ যেন ঘুম ভাঙলো স্পাজের। ভন মেল্টিউফেলের চোখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে মারিয়ার দিকে তাকালো সে। তার দু'চোখে অবিশ্বাসের ছায়া।

'ব্রিটিশ মেয়েদেরকে অন্যান্য দেশের মেয়েদের সঙ্গে এক পাল্লায় মাপা যায় না,' বলে যেতে লাগলো মারিয়া।

'ব্রিটিশ?'

'হ্যাঁ।'

'ইন্টেলিজেন্স?'

'হ্যাঁ।'

'আহ্! তুমি কি স্পাজকেও গুলি করতে চাও?'

'ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স তাকে শুধু লণ্ডন নিয়ে যেতে চায়। এতদিন আমি প্রমাণের অপেক্ষায় ছিলাম।'

'করার কিছু নেই,' হতাশ সুরে বললো আসাদ, 'বড় বেশি ঘৃণার পাত্র হয়ে উঠেছো তুমি, স্পাজ।' সম্বোধন পরিবর্তন করে ফেললো সে। 'অবশ্য এখনও ভন মেল্টিউফেলের পর্যায়ে পড়ো নি তুমি। ব্রিটিশরা তোমাকে চায়, কারণ ওয়ার ক্রিমিন্যালদেরকে খুঁজে বের করার একটা প্রতিষ্ঠান আছে ব্রিটেনে। সেখানে তোমাকে নিয়ে যাওয়া হবে। আর গ্রীকরা—রেমন এবং নেভারোকে ইঙ্গিতে দেখালো আসাদ—'এই দু'জন হচ্ছে গ্রীক আর্মি ইন্টেলিজেন্স অফিসার। মন্দিরের খুন এবং স্বর্ণ-মুদ্রার সিন্দুকগুলো লুট করার জন্যে তোমাকে এবং ওল্‌ফগেংকে গ্রীসে নিয়ে যেতে চাইছে ওরা।'

হিলারের দিকে তাকালো ও। 'ব্যাপারটা হচ্ছে গ্রীক আর্মি ইন্টেলিজেন্স এবং বাংলাদেশ ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির একটা যৌথ অপারেশন। গ্রীক আর্মি ইন্টেলিজেন্সের চীফের কাছ থেকেই স্বর্ণমুদ্রা-গুলো এনেছিলাম আমি। তুমি ভেবেছিলে ওগুলো আমি লস্ট সিটিতে খুঁজে পেয়েছি।' বলে ভন মেল্টিউফেলের দিকে ফিরলো আসাদ। 'মাস্কিয়াদেরকে মেশিনগান আর ডিনামাইট দিয়ে নির্বিচারে খুন করার জন্যে ব্রাজিল সরকার তোমার গলায় দড়ি পরাতে চাইছে। আর আমি এসেছি বিখ্যাত অভিযাত্রী এবং বাংলাদেশ ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির ডেপুটি চীফ কর্নেল আসিফ চৌধুরী ও তার একমাত্র মেয়ে কণিকা

চৌধুরীর হত্যার প্রতিশোধ নিতে।' কণ্ঠস্বর কঠিন হয়ে উঠলো আসাদের। 'ওলফ্‌গেং! বাঘের গায়ে খোঁচা দিয়েছো তুমি। প্রায় চার যুগ গা ঢাকা দিয়ে বেঁচে রয়েছো, কেউ তোমাকে খুঁজে পায় নি। আরো চল্লিশ বছর বেঁচে থাকতে পারতে তুমি, কিন্তু নিজের কবরটা নিজেই খুঁড়লে। রহস্যময় এল ডোরাডো খুঁজতে এসেছিলেন আসিফ চৌধুরী আর তার মেয়ে। তাদেরকে খুন করে বসলে তুমি। কুকুরের মতো তোমাকে গুলি করে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো আমাকে। ব্রাজিল সরকারও তোমাকে চায়, নইলে ঠিক তাই করতাম আমি।'

হাসলো ভন মেল্টিউফেল। প্রথম বারের মতো মুখ খুললো সে, 'তোমরা এতো বেশি বেশি চাও যে, আমার সন্দেহ হয় অতটা তোমরা পাবে কি না।'

ভন মেল্টিউফেলের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিন দিক থেকে ঝন্ ঝন্ করে কাচ ভাঙার শব্দ হলো। রুমটার তিনটা কাচের জানালা দিয়ে বেরিয়ে এলো তিনটা সাব-মেশিনগানের ব্যারেল:

বাঁকা হাসি খেলে গেলো ওলফ্‌গেংয়ের ঠোঁটে। 'কারো কাছে অস্ত্র পাওয়া গেলে গুলি করা হবে তাকে।' বলে এক মুহূর্ত থামলো সে। তারপর বললো, 'এরপরও তোমাদেরকে বলে দিতে হবে নাকি কি করতে হবে?'

বলতে হলো না তাকে। ফ্লোরে অস্ত্র ফেলে-দিলো সবাই। হিলার এবং স্পাজের কাছ থেকেও দু'টো অস্ত্র পড়লো।

'বেশ।' সন্তুষ্ট হয়ে মাথা নাড়লো ওলফ্‌গেং। 'রক্ত-বন্যার চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে, কি বলো তোমরা? আশ্চর্য! কি করে তোমরা জানলে আমি আজো বেঁচে আছি?'

'জিম ক্লিনটন তোমাকে দেখেছিলো। চিনতে অসুবিধা হয় নি

তার।' বললো আসাদ। 'মনে আছে তার কথা? আসিফ চৌধুরীর সঙ্গেই এসেছিলো সে এখানে। তুমি যখন আসিফ চৌধুরী আর কণিকা চৌধুরীকে খুন করো, তখন সে রমোনেতে ছিলো। সেই রিপোর্ট করেছিলো ঢাকায় আর গ্রীসে। অবশ্য পরে তাকেও তুমি খুন করেছিলে। কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে। তার আগেই কবর খোঁড়া হয়ে গিয়েছিলো তোমার।'

ওপর নিচ মাথা নাড়লো ভন মেল্টিউফেল। 'কেবল অবশ্য একটাই খুঁজেছিলাম। এখন দেখছি আরও লাগবে।' গুণতে শুরু করলো সে দলটাকে। 'এক—দুই—তিন—চার——মোট নয়টা।'

চারজন অস্ত্র সজ্জিত লোক ঢুকলো রুমে। প্রত্যেককে সার্চ করলো নিঃশব্দে।

'রাকস্যাকগুলো,' বললো ভন মেল্টিউফেল।

প্রত্যেকটা রাকস্যাক তন্ন তন্ন করে সার্চ করা হলো। অতিরিক্ত কোনো অস্ত্র পাওয়া গেলো না।

'পুরনো দোস্তের সঙ্গে কিছু কথা আছে আমার,' বললো ভন মেল্টিউফেল। 'খামোকা এতোটা পথ ভেঙে এলো সে। আর ঐ লোকটাও।' হিলারের দিকে ইঙ্গিত করলো ও। 'আমার দোস্তের বন্ধু মানে আমারও বন্ধু ওদের জন্যে স্পেশাল ব্যবস্থা করা উচিত। বাকি সবাইকে আমাদের খাদ্য-গুদামে নিয়ে যাও লাগেজ সহ। সেখানে গিয়ে বেচারারা ভাবুক, মেজর জেনারেল ওলফ্‌গেংয়ের পায়ের কাছেও একটা বোতাম থাকে, যেটা তাকে বিপদে-আপদে সাহায্য করে।'

নয়

গুদামটা অনেক পুরনো। ভেতরে অনেক দিনের অব্যবহারে, ধুলো-বালির স্তর। একটা মাত্র দরোজা, তাও কপাট নেই। জানালা নেই গুদামে। স্বাভাবিক কারণেই দরোজা ছাড়া পালানোর অন্য কোনো পথ নেই। দরোজাটার মুখে একজন গার্ড। বন্দীদের দিকে একটা মেশিন কার্বাইন তাক করে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ দু'টো আসাদ এবং তার সঙ্গীদের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। বয়স চব্বিশ পঁচিশের বেশি নয় গার্ডটার। প্রায় ছয় ফুট লম্বা। চোখে হিংস্র দৃষ্টি। ছুতো খুঁজছে কার্বাইনটার সদ্ব্যবহারের জন্যে।

প্রায় পনের মিনিট পর্যন্ত কেউ কোনো কথা বললো না। নীরবতা ভাঙলো নেভারো, 'মিঃ স্মিথ এবং হিলারের জন্যে দুশ্চিন্তা হচ্ছে আমার।' বললো সে।

'নিজের জন্যে দুশ্চিন্তা করো।' বললো আসাদ। 'ওদের খুন করে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না ওলফগেং। এক-এক করে সবাইকে খুন করবে।' হাই তুললো আসাদ। 'ওলফগেং আমাদের সবার পরিচয় জেনে গেছে। সে জানে আমি বাংলাদেশী। মারিয়া ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের স্পাই, আর তোমরা দু'ভাই গ্রীক ইন্টেলিজেন্সের অফিসার। সুতরাং ছাড়বে না সে কাউকে। এমন কি সিলভার এবং সিরানো-

কেও না।'

'সিরানোর ব্যাপারে বলছি,' বললো রেমন, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করতে পারি?'

'বলো। বললো আসাদ।

'একান্তে প্লিজ।'

'তোমার যেমন ইচ্ছা।' রেমনকে নিয়ে রুমটার এক কোনে চলে গেলো আসাদ। নিচু কণ্ঠে দ্রুত কিছু বললো রেমন। ভ্রূ তুললো আসাদ। বিস্মিত দেখালো তাকে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে, ছুবার মাথা নাড়লো সে। তার পর চিন্তিত মুখে ঘুরে দাঁড়িয়ে গার্ডটার দিকে তাকালো।

'দীর্ঘদেহী,' বললো আসাদ। 'আমার সমান। পা থেকে মাথা পর্যন্ত কালো। কালো হেলমেট, কালো জ্যাকেট, কালো ট্রাউজার, কালো জুতা—ওগুলোর প্রত্যেকটা চাই আমি। সবচেয়ে বেশি দরকার মেশিন কার্বাইনটা।'

'সহজ,' বললো রেমন। 'চেষ্টা করলেই পাওয়া যাবে।'

হাতের একটা আঙুল কামড়ে রক্ত বের করে ফেললো আসাদ। টিপে টিপে ক্ষতটা থেকে রক্ত বের করে রেমনের মুখে মেখে দিলো সে। 'অভিনয় করতে হবে,' বললো আসাদ। 'একটু মেক-আপের দরকার।'

এক মিনিট পর শুরু হলো 'মারপিট।' মারপিটটা চলছিলো গার্ডের দৃষ্টির আড়ালে আসাদ এবং রেমনের মধ্যে। তীব্র আক্রোশে একজন আরেকজনকে ঘুষি আর লাথি ছুঁড়ছে। মাঝখানে 'প্রচণ্ড' একটা ঘুষি খেয়ে জোরে ছিটকে পড়লো আসাদ। তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো রেমন। গড়িয়ে একপাশে সরে গিয়ে শোয়া অবস্থাতেই লাথি ছুঁড়লো ও। সামান্য একটু ছোঁয়া লাগলো রেমনের গায়ে, তাতেই চিৎপটাং হয়ে গেলো সে। এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে ভয়ানক মার শুরু

করলো আসাদ। প্রত্যেকটা লাথি আর ঘুষিতে ককিয়ে উঠলো রেমন। এই সময় ব্যাপারটা দেখতে দরোজার মুখে এসে দাঁড়ালো গার্ডটা। মারপিটটা দেখে সিরিয়াস হয়ে গেলো ও। লোকগুলোর ওপর কর্তৃত্ব করার সুবর্ণ সুযোগটা হারাতে চাইলো না ও।

'বন্ধ করো!' কর্তৃত্বের সুরে চেঁচিয়ে উঠলো সে। 'ইউ ম্যাডমেন! মারামারি থামাও, নইলে—' কথাটা শেষ করতে পারলো না সে। একটা প্রচণ্ড ঘুষি খেয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় উঠে গিয়ে গার্ডের পায়ের কাছে পড়লো রেমন। দরোজার বাইরে চলে গেলো তার অর্ধেক শরীর। কয়েকটা পাক খেয়ে উল্টে সাদা হয়ে গেলো চোখ জোড়া। মুখটা রক্তাক্ত। বুকটা উঠা-নামা করছে না। ভড়কে গেলো গার্ড। রেমনের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লো সে। অবস্থাটা মারাত্মক কিনা দেখছে। এই সময় হঠাৎ রেমনের হাত দু'টো চট করে গার্ডের পা দু'টো জড়িয়ে ধরলো অক্টোপাসের মতো।

ভন মেন্টিউফেলের রুমে একটা স্ট্রেচারে তুলে রাখা হয়েছে তিনটা কম্বল-ঢাকা লাশ। স্ট্রেচারটা বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে চারজন গার্ড।

'প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় শত্রুকে জিইয়ে রাখলে পস্তাতে হয়,' বললো ভন মেন্টিউফেল। স্ট্রেচারটার দিকে ইঙ্গিত করলো সে। 'খাড়া পাড় দিয়ে নিচের নদীতে ফেলে দেবে লাশগুলো। এখানকার এলি-গেটরগুলো অনেকদিন উপোস আছে। আমাদের গুদামের বন্ধুদের লাশগুলোও ওখানেই ফেলো। আমার মনে হয় না তারা আমাকে নতুন কোনো তথ্য দিতে পারবে। কি করতে হবে, আশা করি, সেটা

তোমরা জানো।'

'ইয়েস্ হের জেনারেল,' বললো একজন গার্ড। চেহারায় নেকড়ের হিংস্রতা ফুটে উঠলো তার।

ঘড়ির দিকে তাকালো ভন মেন্টিউফেল। 'আমি আশা করি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এলিগেটরগুলো ছুই বার খাবার পাবে।'

সম্পূর্ণ কালো পোষাক পরে হাতে একটা কার্বাইন নিয়ে গুদামের দরোজায় দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক। গুদামের ভেতরের বন্দী-দের দিকে কার্বাইন তাক করে সজাগ দৃষ্টিতে পাহারা দিয়ে যাচ্ছে সে। পেছনে চারজন লোকের বুটের শব্দ শুনতে পেলো লোকটা। দ্রুত একবার কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনের লোকগুলোকে দেখে নিলো সে। প্রায় ত্রিশ গজ পেছনে রয়েছে লোকগুলো। গুদামের দরো-জায় কালো পোষাক-পরা লোকটা যখন বুঝলো, আর মাত্র পাঁচগজ পেছনে রয়েছে চার জনের দলটা, ঠিক তখনি মেশিন কার্বাইনটা নিয়ে ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়ালো সে। গর্জে উঠলো তার মেশিন কার্বাইনটা।

ভন মেন্টিউফেলের পাঠানো চার সদস্যের দলটা মারা যাওয়ার ত্রিশ সেকেণ্ড পর নীরবতা ভাঙলো মারিয়া। করুণ সুরে বললো, 'আত্মরক্ষার জন্যে তুমি অভিনয় করছো, তাই না? লোকগুলোকে খুন না করলেও চলতো তোমার।'

'তা ঠিক। কিন্তু আমিও খুন হতে চাই না ওদের হাতে,' আসাদের কণ্ঠস্বরটা কঠিন হয়ে উঠলো। 'মনে রেখো, বয় স্কাউটের খেলা খেলতে আসি নি আমরা। ওদের প্রত্যেকটা লোক ট্রেনিং প্রাপ্ত খুনী। তোমার মতো রূপসীকে গুলি করে মারতে কারও চোখের পাতাও

কাঁপবে না। সুতরাং অনুতপ্ত নই আমি।'

'অনুতপ্ত হওয়ার দরকারও নেই,' বললো রেমন। 'আমাদের কাছে এখন পাঁচটা মেশিন কার্বাইন রয়েছে। কি করবো আমরা এখন?'

'এই গুদামটাতেই অপেক্ষা করবো আমরা। কারণ এখানে আমরা নিরাপদে আছি। ভন মেল্টিউফেলের ত্রিশ চল্লিশ জন লোক আছে, কিছু বেশিও হতে পারে।' নড়েচড়ে ওঠা মেঝের গার্ডটার দিকে তাকালো আসাদ। 'আহ! বেচারার ঘুম ভেঙে গেছে। আমরা একে ভন মেল্টিউফেলের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারি। তাহলে ভন মেল্টিউফেল অন্ততঃ টের পাবে যে, আবহাওয়ার কিছু পরিবর্তন হয়েছে। ওর কাপড়-চোপড় খুলে পাঠিয়ে দাও। একটু নূতনত্বের স্বাদ পাবে ভন মেল্টিউফেল। কাজের মধ্যে একটু চমক টমক না থাকলে কি আর চলে। কি বলো, নেভারো?'

'ইয়েস, মাইলর্ড।' হাসিটা রোধ করতে পারলো না নেভারো। ঠিক হেসে ফেলেই চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখলো, সে একা নয়, আসাদ ছাড়া বাকি সবাই হাসছে নিঃশব্দে। অন্ধকারে ঝিকমিক করছে সবার দাঁত।

ডেস্কে বসে কয়েকটা নোট তৈরি করছিলো ভন মেল্টিউফেল। দরোজায় নক করলো কেউ। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সন্তুষ্টির হাসি হাসলো সে। ঠিক পাঁচ মিনিট আগে এখান থেকে বেরিয়ে গেছে চার সদস্যের দলটা। আর, ঠিক দুই মিনিট আগে গুদামের কাছ থেকে মেশিন কার্বাইনের শব্দ ভেসে এসেছে। তার অর্থ গুদামের ছয় জন বন্দী নির্দেশ মতো পটল তুলেছে। 'কাম ইন,' ফাইনাল নোটটা তৈরি

করতে করতে বললো ভন মেল্টিউফেল। 'ইউ আর ভেরী পাংচুয়াল।' মুখ তুলে তাকালো সে। সাথে সাথে একটা শক্ খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো ভন মেল্টিউফেল। তার সামনেই ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে গুদামের গার্ডটা। পরনে একটা আণ্ডার ওয়্যার ছাড়া আর কিছুই নেই।

অন্ধকারে ডুবে আছে গুদাম ঘরটা। বাতিটা অফ্ করে দিয়েছিলো আসাদ। খোলা দরোজাটা দিয়ে ঘরে এক চিলতে চাঁদের আলো প্রবেশ করে কিছুটা হালকা করে তুলেছে ঘন অন্ধকারটাকে। পরস্পরের শরীরের আকৃতিটা দেখতে পাচ্ছিলো শুধু ওরা।

'পনের মিনিট হয়ে গেলো,' বললো নেভারো। 'ওরা বোধ হয় আজ রাতে আক্রমণ করবে না।'

'করবে না,' মাথা নেড়ে বললো আসাদ। 'কারণ আমরা অন্ধকারে রয়েছি। আক্রমণ করতে হলে তাদেরকে ফিল্ডে নামতে হবে। ফিল্ডে নামলে আমরা চাঁদের আলোয় ওদেরকে স্পষ্ট দেখতে পাবো। তার মানে, ওদের এককেকজনকে ধরাশায়ী করতে আমাদের একেকটা গুলির বেশি লাগবে না। আর তারা একটা ম্যাগাজিন খালি করেও আমাদের একটা লোক কমাতে পারবে না। কারণ আমরা ঘরটাকে কাভার হিসেবে ব্যবহার করতে পারবো। এই ব্যাপারটা তারাও জানে। সুতরাং জেনে শুনে রাত্রে আক্রমণ করতে চাইবে না তারা। অবশ্য আমার ধারণাটা ভুলও হতে পারে। সেজন্যে ওয়াচ-ম্যান হিসেবে নেভারো থাকছে।'

দুই ঘণ্টা পার হয়ে গেলো। কোনো আক্রমণ আসে নি ভন মেল্টিউফেলের তরফ থেকে। সবাই মেঝেতে শুয়ে আছে। ঘুম আসার কথা নয়। বিশ্রাম।

'উড ইউ মাইণ্ড, ওয়াচ-ম্যান ?' বললো আসাদ। 'আমি ঘুমোতে চেষ্টা করছি। ভয় নেই, একেবারে ঘুমিয়ে পড়বো না। আমার কাছে সিগারেট নেই। কারো কাছে আছে ? নেই ?'

পকেট হাতড়ে এক প্যাকেট সিগারেট বের করে আসাদের হাতে দিলো সিরানো।

'আমি ভেবেছিলাম তুমি ঘুমিয়ে পড়েছো,' বললো আসাদ, 'অবশ্য কারো কাছে সিগারেট না পেলে আমি তোমার পকেট হাতড়াতে বাধ্য হতাম। অবশ্য আগেও একবার মেরেছিলাম। কয়েক ঘণ্টা আগেও সে জন্যে আমার কোনো অনুশোচনা ছিলো না। এখন আমি দুঃখিত।'

'দুঃখটা কিসের জানতে পারি, মিঃ আসাদ ?' কৌতূহলী কণ্ঠে জানতে চাইলো নেভারো।

'অব কোর্স। সিরানো সরকারী লোক। আমার মনে হয় ব্যাপারটা জানাতে ভুলে গিয়েছিলো কর্ণেল ডায়াজ।'

'সরকারী লোক!' চোখ কপালে তুললো নেভারো।

'জয়েন্ট সেক্রেটারী। মিনিস্ট্রি অব কালচার। ফাইন আর্টস।'

'গড হেলপ আস অল!' মাথায় হাত দিয়ে বললো নেভারো। 'আমি ভেবেছিলাম রমোনোর আশে-পাশের সবাই বুঝি খুনী আর ডায়মণ্ড কালেক্টার। ওদের লিস্টে যে কালচার কালেক্টারও আছে, সেটা জানতাম না। মাই গড, তুমি করছোটা কি এখানে সিরানো ?'

'তুমি যেমন বললে, কালচার কালেকশন।'

'আমি ভেবেছিলাম তুমি হিলারের লোক। আমার সন্দেহ হয়, রমোনোতে আমিই তোমার ওয়ালেট থেকে ক্রুজাইরোর নোটগুলো মেরে দিয়েছিলাম কি না। ফেরৎ দিয়ে দেবো আমি। তবে তোমার ঘাড়ের ব্যাপারে আমার করার কিছুই নেই। আমি দুঃখিত।'

ধীরে ধীরে রাতটা পেরিয়ে যাচ্ছে। ভোর হওয়ার আর মাত্র আধা ঘণ্টা বাকি। এই সময় নীরবতা ভাঙলো নেভারো। 'ক্ষুধা পিপাসায় ক্লান্ত হয়ে পড়ছি আমি।' বললো সে।

'তুমি যে এখনও বেঁচে আছো সে জন্যেই আমি আনন্দিত। বললো আসাদ। 'রাত্রে সত্যি কথাটা বলে কাউকে ভয় পাইয়ে দিতে চাই নি আমি। কিন্তু সত্যিই আমি ভাবি নি যে, ভোরের মুখটা দেখতে পাবো আমরা।'

'কি করে সম্ভব হতো সেটা ?' জানতে চাইলো রেমন।

'অত্যন্ত সহজ উপায়ে। অনেকগুলো পথ ছিলো। রকেট ল্যাঞ্চার, অ্যান্টি এয়ার ক্রাফট বা মর্টার দিয়েই আমাদেরকে ঘায়েল করা সম্ভব হতো। দু'-তিন পাউণ্ড সবচে' মারাত্মক হাই এক্সপ্লোসিভ খোলা দরোজা দিয়ে ছুঁড়ে দিলেও চলতো। শার্পনেল ছুঁড়লে হয়তো আমরা সবাই মরতাম না, তবে তার আলোড়নে মারা পড়তাম সবাই। হয়তো ওদের কাছে এসব অস্ত্র নেই। আমার মনে হয় ভন মেন্টিউফেল ভেবেছিলো, রাত্রে আমরা খুবই বিপজ্জনক হতে পারি। তাই হয়তো সে ভোরের আলোর জন্যে অপেক্ষা করছে।'

'ভোর হওয়ার তো আর অল্প বাকি।' বললো সিরানো।

'অল্প বাকি, তাই না ?' নিজের হ্যাভারস্যাকটার দিকে হাত বাড়ালো আসাদ। ফিকে অন্ধকারে মারিয়া, সিলভার আর সিরানো চেয়ে রইলো ওর দিকে। হ্যাভারস্যাক থেকে মুভি ক্যামেরাটা বের করে আনলো সে। ক্যামেরাটার ফিতা ধরে কয়েকটা দোল দিয়ে সবাইকে দেখালো ক্যামেরা কাম ট্রান্সিভারটা। ওটার শরীর থেকে একটা এরিয়াল টেনে বের করলো সে।

'নাইট ওয়াচ,' মাইক্রোফোনে মুখ রেখে বললো আসাদ। 'নাইট

ওয়াচ।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ঘড়ে যান্ত্রিক স্বরে সাড়া পাওয়া গেলোঃ 'আমরা পেয়েছি তোমাকে, নাইট ওয়াচ।'

'এখন।'

'তাহলে এখন। মোট কয়টা শকুন?'

'ত্রিশ-চল্লিশ। অনুমান।'

'আমার কথাটা আবৃত্তি করো: স্টে আণ্ডার কাভার। নাপাম।'

'স্টে আণ্ডার কাভার। নাপাম।' সুইচ অফ করে দিলো আসাদ। দারুণ তাই না?' ট্রান্সিভারের গায়ে মৃদু চাপড় দিলো সে। 'কর্ণেল ডায়াজের দূরদর্শিতার প্রশংসা করতে হয়।'

'নাপাম!' বিস্ময় ফুটে উঠলো নেভারোর কণ্ঠে। মারাত্মক বোমাগুলো—'

'ভয়ের কিছু নেই। এয়ারবোর্ন কমাণ্ডো দলটা সরাসরি ব্যবহার করবে না নাপাম। আমাদের মাথার ওপর ওগুলো ফেলার কোনো ইচ্ছা নেই তাদের। এলাকাটা প্রথমে ঘেরাও করে ফেলবে ওরা। তারপর প্রয়োজন মনে করলে হালকা বোমা ফেলতে পারে ওপর থেকে। আমাদের অবস্থান জানানোর জন্যে আমরা রেডিওতে ব্লিপিং সাউণ্ড দেবো, তাহলেই ওরা বুঝতে পারবে আমরা কোন দিকের ঘরে অবস্থান করছি। জেনে শুনে আমাদের বারোটা বাজাবে না তারা।' ট্রান্সিভারের আরেকটা বোতাম টিপলো আসাদ। একটা ক্ষীণ ব্লিপ শোনা গেলো সঙ্গে সঙ্গে। 'এই সিগন্যালটা ধরে এখানে চলে আসবে কমাণ্ডো দলটা।' ব্যাখ্যা করলো রেমন।

'আগে থেকেই সব কিছু ঠিকঠাক করে রেখেছো তোমরা, কিছুটা অভিযোগের সুরে বললো মারিয়া। 'আমাদেরকে একটুও জানাও নি।'

'আমি একা জানাতে যাবো কেনো?' কপালে ভাঁজ ফেললো

আসাদ, 'আমাকেও তো কেউ কিছু জানায় না।'

'এখানে আসতে ওদের কতক্ষণ লাগবে?'

'বিশ মিনিট। তার বেশি নয়।'

'প্রায় একই সঙ্গে ভোরও হয়ে যাবে?'

'প্রায়।'

'বাইরে তো এখনই আলো ফুটে উঠতে শুরু করেছে। তোমার কম্যাণ্ডো বন্ধুরা আসার আগে ভন মেন্টিউফেলের লোকেরা যদি আক্রমণ করে বসে?'

'ও রকম হবে বলে আমার মনে হয় না। কারণ আক্রমণ রচনা করতে হলে কিছু সময় নিতে হবে ভন মেন্টিউফেলকে। আর সারা রাত যখন সে অপেক্ষা করছে, তখন ভালো করে অন্ধকার কেটে না যাবার আগ পর্যন্ত আক্রমণ করাবে না সে। তা'ছাড়া সে জানে, আমরা কোথাও পালিয়ে যেতে পারবো না। রোপ ব্রীজটা এখনও সে আস্ত রেখেছে বলে মনে হয় না আমার। আর একবার যদি সে এয়ারবোর্ন কম্যাণ্ডোদের হেলিকপ্টারের শব্দ শুনতে পায়, তাহলে আমাদেরকে আক্রমণ না করে সে বড় বিপদটা মোকাবেলা করবে।'

আরও পনের মিনিট পেরিয়ে গেলো। সামনের মাঠে কারও ছায়াও দেখা গেলো না। ভোরের আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠলো চারদিকে।

'কপ্টারের শব্দ শুনতে পাচ্ছি আমি,' হঠাৎ বলে উঠলো রেমন, 'দক্ষিণ দিক থেকে আসছে শব্দটা।'

'আমি শুনতে পাচ্ছি না,' বললো আসাদ। 'অবশ্য তুমি যদি বলো তারা আসছে—তাহলে তারা আসছে। আমি যা দেখতে পাচ্ছি, তুমি কি সেটা দেখতে পাচ্ছো রেমন?'

'ইয়েস, মাই লর্ড। মেস্ হলের ছাদের ওপর বায়নোকুলার লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক। নিশ্চয়ই কানেও ভালো শুনতে পায়

সে।' আসাদের দিকে তাকালো সে। 'খোঁড়া করে দেবো?'

'যদি পারো।'

দ্রুত কার্বাইনটা তুলেই গুলি করলো রেমন। ছাদের ওপর কাত হয়ে পড়ে গেলো লোকটা। কয়েক সেকেণ্ড পর দুই হাত আর এক পায়ে ক্রল করতে করতে নিজের রাস্তায় নেমে পড়লো লোকটা।

'ভন মেল্টিউফেলের এবার টনক নড়বে। আমার মনে হয় না আরেকটা লোককে আকাশের দিকে চোখ রাখার জন্যে ছাদে পাঠাবে সে।' বলে দুই সেকেণ্ডের জন্যে বিরতি নিলো আসাদ। কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করে আবার বললো, 'আমিও এখন হেলিকপ্টারের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।'

এক মিনিট পর কান ফাটানো শব্দে গর্জন করতে করতে দক্ষিণ দিক থেকে উড়ে এলো তিনটা গানশীপ। লস্ট সিটির ওপর প্রথমে তিনটা চক্কর দিলো গানশীপগুলো। তারপর হঠাৎ গানশীপের শব্দকে ছাপিয়ে বিস্ফোরিত হলো একটা বোমা। সঙ্গে সঙ্গে খইয়ের মতো এক নাগাড়ে মেশিনগানের ব্রাশ ফায়ার হতে লাগলো নিচ থেকে।

দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলো মারিয়া। দ্রুত ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো আসাদ। 'ভেতরে যাও!' তাড়া দিয়ে বললো সে।

'কেনো?' অবাক দেখালো মারিয়াকে, 'দেখতে অসুবিধা কি?'

কোনো কথা না বলে মারিয়াকে ঠেলে রুমের ভেতরের একটা কাঠের পার্টিশনের আড়ালে নিয়ে গেলো আসাদ। 'উঃ!' বিরক্তির সুর ফুটে উঠলো মারিয়ার কণ্ঠে। 'ও রকম ঠেলে নিয়ে যাচ্ছো কেনো?'

'বোকা মেয়ে, এর নাম নাপাম। দরোজায় দাঁড়িয়ে থাকলে যে কোনো মুহূর্তে নাপাম বিস্ফোরিত হয়ে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারো—'

একটা বোমা বিস্ফোরিত হলো কোথাও। প্রচণ্ড শব্দে কানে তালা লাগলো সবার। আসাদের কথাটা বিস্ফোরণের শব্দে চাপা পড়ে গেলো। মেশিনগানের একটানা ব্রাশ ফায়ার গানশীপের ইঞ্জিনের গুঞ্জনে যুদ্ধক্ষেত্রের মতো ভয়ানক অবস্থার সৃষ্টি হলো চারদিকে।

দূর থেকে দরোজা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইলো আসাদ। আঙিনাটা ধোঁয়ায় ভরে গেছে। হঠাৎ ওর চোখের সামনে একটা নীল আলো এক ঝলক দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেলো। পরক্ষণেই প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হলো একটা বোমা।

'শুয়ে পড়ো!' উত্তেজিত গলায় বললো আসাদ। 'শুয়ে পড়ো, সবাই!'

ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই আর একটা বোমা বিস্ফোরিত হলো ঠিক দরোজার মুখে। ঝর-ঝর করে চুন-সুরকি খসে পড়লো ছাদ থেকে।

ফ্লোরে চিত হয়ে বুকের ওপর ট্রান্সিভারটা টেনে নিলো আসাদ। একটা সুইচ অন করলো সে। 'নাইট ওয়াচ! নাইট ওয়াচ!'

'কি হয়েছে?' যান্ত্রিক স্বরে সাড়া পাওয়া গেলো সঙ্গে সঙ্গে।

'গুদাম ঘরে রয়েছি আমরা। আক্রমণ বন্ধ করো। সবচেয়ে দক্ষিণ দিকের ঘর। দু'টো বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে।'

'শুয়ে থাকো সবাই। ওগুলো আমরা মারি নি! আমরা জানি তোমরা কোথায় রয়েছো। তোমাদের রেডিও-ব্লিপিং শুনতে পাচ্ছি আমরা।'

কাঠের বেড়াটার পেছনে গুটিসুটি মেরে শুয়ে রইলো সবাই। অতিরিক্ত সতর্কতা হিসেবে বেড়ার দু'দিকের দু'টো ফাঁক দিয়ে কার্বাইন তাক করে ধরে রেখেছে রেমন ও নেভারো। মরে যাবার আগে ক্ষেপে গিয়ে ওদের ওপর প্রতিশোধ নিতে চাইছে ভন মেল্টিউফেলের লোকেরা।

সে জন্যেই বোমা ফেলছে গুদামটার দিকে। তৈরি হয়ে রইলো দুই ভাই। কিন্তু ব্যবহার করতে হলো না কার্বাইনগুলো। দুই মিনিটের পর পরিস্থিতি শান্ত হয়ে গেলো। গোলাগুলি আর হেলিকপ্টারের ইঞ্জিনের শব্দ থেমে গেলো প্রায় একই সঙ্গে। পনের সেকেণ্ড নীরবতার পর একটা ক্রাক্সনের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো।

উঠে দাঁড়ালো আসাদ। 'এবার সবাই বাইরে যেতে পারো,' বললো সে।

'গন্ধটা কিসের?' নাক কুঁচকে বললো মারিয়া।

'নাপামের,' বললো আসাদ।

বাইরে এসে দাঁড়ালো ও। জিগ্‌গিউরেটের সামনে তিনটা গান-শীপকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো ও। ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন শহরটার এখানে ওখানে নাপামের আগুন জ্বলছে। সাদা ধোঁয়ায় ভরে গেছে ভোরের আকাশ। প্রায় পঞ্চাশ জনের কমাণ্ডো দলটা সাব-মেশিনগান তাক করে হ্যাণ্ডস্-আপ করিয়ে নিয়ে আসছে ভন মেন্টিউফেলের প্রায় তিন ডজন লোককে। হাঁটার মধ্যেই এক এক করে হ্যাণ্ড-কাফ পরিয়ে দেয়া হচ্ছে তাদের হাতে। সবার আগে আগে আসছে ভন মেন্টিউ-ফেল। ইতিমধ্যে পিছমোড়া করে তার হাত দু'টোয় হ্যাণ্ড কাফ পরিয়ে দেয়া হয়েছে।

একজন অফিসার দ্রুত এগিয়ে এলো আসাদের সামনে। 'মিঃ আসাদ?' বললো সে। 'আমি মেজর রেমিরেজ। আপনাদের কাজে সহায়তা করতে এসেছি।'

'যথেষ্ট সহায়তা করেছেন, মেজর,' হ্যাণ্ড শেক করলো দু'জনে। 'উই আর মোস্ট গ্রেটফুল।'

'আমার লোকেরা হতাশ হয়েছে,' বললো রেমিরেজ। 'আমরা

ভেবেছিলাম বাঘে-মোষে যুদ্ধ হবে বুঝি।' ভন মেন্টিউফেলের দলটার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট উল্টালো সে, 'উঁহু, কিচ্ছু না। যাই হোক, আপনারা এখন যাবেন নাকি?'

'এক ঘন্টা,' বললো আসাদ। ভন মেন্টিউফেলের দিকে ইঙ্গিত করলো সে। 'ওই লোকটার সাথে কিছু কথা আছে আমার।'

রেমিরেজের ইঙ্গিতে দু'জন কমাণ্ডো এগিয়ে নিয়ে এলো ভন মেন্টিউফেলকে। তার চেহারাটা ধূসর অথচ নির্বিকার।

'মেজর, এ হচ্ছে নাজী এস এস বাহিনীর মেজর জেনারেল ওলফগেং ভন মেন্টিউফেল।'

'আচ্ছা, তাহলে এ-ই হচ্ছে নাজী বাহিনীর সেই সর্বশেষ কুখ্যাত খুনী। হ্যাণ্ড শেক করার কোনো দরকার নেই, নিশ্চয়ই?'

'কোনো দরকার নেই,' বললো আসাদ। ভন মেন্টিউফেলের দিকে তাকালো সে। 'তুমি কর্নেল স্পাঙ্ক এবং হিলারকেও নিশ্চয়ই খুন করেছো। তোমার জীবনে কত মানুষকে যে তুমি খুন করেছো, এক মাত্র খোদা জানে। মেজর, ভন মেন্টিউফেলকে আমি কয়েকটা জিনিস দেখাতে চাই।'

আসাদের অনুরোধে কমাণ্ডো দলটা মাটি খোঁড়ার জন্যে কিছু কোদাল আর সেই সঙ্গে কিছু শক্তিশালী ইলেকট্রিক টর্চ নিয়ে ওর পিছু পিছু জিগগিউরেটটার দিকে এগোলো।

এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ। চতুর্দিকে তাকাতে তাকাতে সবাই এসে দাঁড়ালো জিগগিউরেটটার সামনে। কারো মুখে কোনো কথা নেই। ভোরের আলোয় পরিষ্কার হয়ে উঠেছে চতুর্দিক। হারানো কালের হারানো মানুষদের গড়া বিস্ময়কর জিগগিউরেটটার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সবাই।

আসাদ বললো, 'এই জিগগিউরেটটার গঠন যেমনি সুন্দর, তেমনি অদ্ভুত। অন্যগুলোর মতো করে গড়া হয় নি এটি। এর ভেতরটা প্যাসেজ আর গোপন কক্ষে ভরা। সবাই আমার পেছনে পেছনে আসুন।' জিগগিউরেটটার একটা প্যাসেজ দিয়ে ঢুকলো আসাদ।

প্যাসেজটা অন্ধকার। আসাদের অনুরোধে কয়েক জন কমাণ্ডোকে টর্চ জ্বালাতে নির্দেশ দিলো রেমিরেজ। পকেট থেকে একটা ম্যাপ বের করে দেখে নিলো আসাদ। আঁকা বাঁকা সংকীর্ণ গুহাপথটা ধরে এগিয়ে চললো সবাই। ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে নিচের দিকে নেমে নেমে যাচ্ছে পথটা। হাঁটতে হাঁটতে অনেকগুলো বাঁক ঘুরে একটা দেয়ালের সামনে গিয়ে থেমে গেলো আসাদ। প্যাসেজটা শেষ হয়ে গেছে। আর কোনো পথ নেই কোনো দিকে। প্যাসেজের এই দিকটা আগের চেয়ে অনেক প্রশস্ত। মেঝেটা নুড়ি পাথরে ভরা। প্রায় দেড়-দুই ফুট গভীর হবে পাথরের স্তরটা। হাতের ইশারায় ছোট্ট একটা স্থান নির্দেশ করে রেমিরেজকে কিছু বললো আসাদ। কমাণ্ডো দলটাকে স্থানটা খুঁড়তে নির্দেশ দিলো রেমিরেজ। কোদাল দিয়ে স্থানটা খুঁড়তে শুরু করলো আট জন সৈন্য। দুই মিনিট পর নুড়ি পাথরের নিচে ছয় ফুট বাই ছয় ফুট মাপের বর্গাকৃতির একটা পাথর দেখা গেলো। পাথরটার চার কোনে চারটা লোহার রিঙ লাগানো। রিঙগুলোর ভেতর দিয়ে শাবল ঢুকিয়ে সহজেই পাথরটা তুলে ফেললো সৈন্যরা। পাথরটাকে এক পাশে সরিয়ে রাখলো ওরা। একটা গুহা বেরিয়ে পড়লো পাথরটার নিচে। ইলেট্রিক টর্চের আলোয় গুহার মুখে একটা সিঁড়ি দেখতে পেলো সবাই। সিঁড়িটা নিচের দিকে নেমে গিয়ে একটা বদ্ধ দরোজার সামনে শেষ হয়ে গেছে। একজন একজন করে সবাই আসাদের পিছু পিছু নেমে গেলো সিঁড়ি দিয়ে। কাঠের বিশাল দরোজাটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো

আসাদ। সিরানোর দিকে তাকালো সে।

'যে আশায় এত দূর কষ্ট করে এসেছো তুমি,' বললো আসাদ, 'তোমার সেই আশাটা দরোজার ঠিক ওপাশেই লুকিয়ে আছে।' ভন মেন্টিউফেলের দিকে ফিরলো সে। 'আর, ওলফগেং, তুমি যদি জানতে, ঠিক তোমার পায়ের নিচেই ঘুমিয়ে আছে এক স্বর্ণ-রাজ্য, তাহলে নিজের জীবনটা মাটি করে হলেও তুমি সেই স্বর্ণ-রাজ্যটা হস্তগত করতে চাইতে।'

থেমে কয়েক সেকেণ্ড কিছু ভাবলো আসাদ। তারপর বললো, 'আমরা এখন মাটির অনেক নিচে রয়েছি। যে গুহার মধ্যে যাচ্ছি, ওটার মধ্যে আলো-বাতাস ঢোকার কোনো পথ নেই। ওখানকার বাতাস কিছুটা ভ্যাপসা হতে পারে। তবে ভয় নেই, ওতে দম বন্ধ হয়ে মারা যাবার কোনো আশঙ্কা নেই। রেমন, নেভারো, আমার সঙ্গে একটু ধাক্কা লাগাও তো দরোজাটাতে।

তিনজনে এক সঙ্গে কাঁধ দিয়ে চাপ দিলো ভারি দরোজাটার গায়ে। পাঁচ সেকেণ্ড ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করে দড়াম করে খুলে গেলো দরোজাটা। ভেতরের দিকে এক যোগে তাকালো সবাই। গুহাটা বড়সড় একটা রুমের মতো। কোনো এক কালে শক্ত পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে ওটা। প্রত্যেকটা দেয়ালে শেলফের মতো করে তাক তৈরি করা। একটা ফ্লাড লাইট নিয়ে ভেতরে ঢুকলো আসাদ। পেছনে পেছনে ঢুকলো সবাই। ফ্লাড লাইটের আলোয় প্রথম দৃষ্টিতেই তারা যা দেখলো, তাতে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলো সবাই। তাকের মধ্যে থরে থরে সাজিয়ে রাখা প্রত্যেকটা জিনিসই স্বর্ণের। প্রত্যেকটা জিনিসই বিস্ময়কর। অবিশ্বাস্য। ফ্লাড লাইটের আলোয় ঝল-মল করছে পুরো গুহাটা।

'অবিশ্বাস্য! অবিশ্বাস্য!!' বিস্মিত কণ্ঠে বললো সিলভার।

কারো কানে প্রবেশ করলো না সিলভারের কথাটা। বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছে যেন সবাই। শুধু এ দেয়াল থেকে ও দেয়ালে নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে সবার চোখ।

তাকের মধ্যে রাখা বাসন, পেয়ালা, গামলা, হাঁড়ি-পাতিল—সবই স্বর্ণের। হেলমেট, শীল্ড, নেকলেস, মানুষের আবক্ষ মূর্তি, চিত্র খোদাই করা প্লেট—সবই স্বর্ণের। ঘন্টা বাঁশি, শিকল, পিঁড়ি, চেয়ার শিরস্ত্রাণ, বুকের বর্ম, তরবারি, মুখোশ—প্রত্যেকটাই খাঁটি সোনার তৈরি। এক দিকের দেয়ালের তাকে শুধু বানর, এলিগেটর, সাপ ঈগল, কনডর, প্যালিকান, শকুন আর জাগুয়ারের মূর্তি। ঝলমল করছে মূর্তিগুলো। নিখাদ সোনার তৈরি সবই। তাছাড়া মেঝের একপাশে কয়েক ডজন স্বর্ণের তৈরি খোলা-বাক্সের মধ্যে জ্বলজ্বল করছে হাজার হাজার হীরা, মুক্তা আর এমারেল্ড। বেশির ভাগ বাক্সেই শুধু এমারেল্ড।

চোখে মুখে বিস্ময় নিয়ে নিঃশব্দে সবাই দেখছে এই রত্নভাণ্ডার। এ দেখার যেন কোনো শেষ নেই। শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই গুহাটার মধ্যে। সারা জীবন অটুট থাকুবে যেন এই নীরবতা। এটা দেখবে, না ওটা দেখবে, বুঝে উঠতে পারছিলো না কেউ। প্রত্যেকটা জিনিসেই লুকিয়ে আছে একেকটা বিস্ময়।

অবশেষে নীরবতা ভাঙলো সিরানো: 'হারানো মানুষদের হারানো ধন-ভাণ্ডার এটা। লক্ষ-লক্ষ মানুষের স্বপ্নের এল-ডোরাডো। যে এল-ডোরাডোর খোঁজে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে গেছে হাজার-হাজার দুঃসাহসী অভিযাত্রী। স্প্যানিশরা সব সময় বিশ্বাস করতো যে, কিছু উপজাতীয় লোক ধন-ভাণ্ডারের বিরাট একটা অংশ নিয়ে স্রেফ হারিয়ে গেছে পৃথিবী থেকে। তারপর ষোড়শ শতাব্দীতে এক

দল লোক নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেও যখন খুঁজে পেলো না এই এল-ডোরাডো, তখন থেকে সবাই আবার বিশ্বাস করতে শুরু করে-ছিলো যে, এটা শুধুই পৌরাণিক গল্প। আজ তার প্রমাণ হলো ওটা পৌরাণিক গল্প নয়, নিতান্তই বাস্তব।'

'এল-ডোরাডোই হোক, আর স্বর্ণ-ভাণ্ডারই হোক, এর জন্যে সবাই খোঁজাখুঁজি করেছিলো ভুল জায়গায়। আর খোঁজও করেছিলো ভুল জিনিস। তারা ভেবেছিলো ধন-রত্নগুলো ইঙ্কার সম্রাটদের। কিন্তু এটা ছিলো আসলে কুম্বিমবায়াদের—ইতিহাসের সেরা স্বর্ণকার-দের। যাদের কাছে স্বর্ণের কোনো বাণিজ্যিক মূল্য ছিলো না। দেখতে সুন্দর এবং ব্যবহার উপযোগী বলে স্বর্ণ দিয়ে তারা শুধু বিভিন্ন জিনিস তৈরি করতো।'

'স্প্যানিশরা এটা পেলে গলিয়ে বিক্রি করে ফেলতো। কিন্তু, আসাদ, শিল্প-কলা জগতে তুমি যে অবদান রাখলে, সেটা কল্পনাতীত। তুমিই একমাত্র নন-ইণ্ডিয়ান লোক, যে জানতো এই বিরাট বিস্ময়ের ভাণ্ডারটা কোথায়। ইচ্ছে করলে তুমি পৃথিবীর সেরা ধনী হতে পারতে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।' বললো আসাদ, 'এই কথাটা মনে রাখলে পৃথিবীর সেরা ধনীর চেয়েও বেশি সুখী হবো আমি।'

'কি করা হবে এগুলো দিয়ে?' জানতে চাইলো রেমিরেজ।

'ব্রাজিলের ন্যাশনাল মিউজিয়াম।' বললো আসাদ। ভন মেল্টিউফেলের দিকে তাকালো সে। মরা মানুষের মতো ফ্যাকাশে ও মলিন দেখাচ্ছে ভন মেল্টিউফেলের চেহারাটা।

'ভন মেল্টিউফেল,' ডাকলো আসাদ।

ধীরে ধীরে আসাদের দিকে ফিরলো বিহ্বল দৃষ্টিতে সে।

'চলো। তোমাকে শেষ একটা জিনিস দেখাবো আমি।'

'আরেকটা গুহা পথ দিয়ে সবাইকে নিয়ে চললো আসাদ। গুহা-টার শেষ প্রান্ত থেকে প্রায় ফুট দশেক দূরে দাঁড়িয়ে পড়লো সে। তার সামনেই ছ'টো কবর, পাশাপাশি। কবর ছ'টোর ওপর ছ'টো সমাধি-প্রস্তর রাখা।

'আমার এক বন্ধু করেছিলো এ সব, ভন মেন্টিউফেল। জিম ক্লিন-টন। মনে আছে জিম ক্লিনটনের কথা? থাকা উচিত। তাকেও তুমি খুন করেছো। পড়ো পাথর ছ'টো।'

বিহ্বল দৃষ্টিতে আরেক বার আসাদের দিকে তাকালো ভন মেন্টিউ-ফেল। তারপর পড়তে লাগলো: 'কর্ণেল আসিফ চৌধুরী।'

'আর ওটা?' বললো আসাদ।

'কণিকা চৌধুরী। হতভাগ্য মেজর আসাদ মাহমুদের বাগদত্তা।' পড়লো ভন মেন্টিউফেল।

আসাদের দিকে তাকালো সবাই। একটা বিষণ্ণ নীরবতায় ছেয়ে গেলো পরিবেশটা।

'আমি মরে গেছি,' বিষণ্ণ কণ্ঠে ধীরে ধীরে বললো ভন মেন্টিউফেল।

পাঁচ মিনিট পর জিগ্ গিউরেট থেকে বেরিয়ে এলো সবাই। হেলি-কপ্টারের দিকে এগুচ্ছে আসাদের দলটা। সঙ্গে ভন মেন্টিউফেল। পনের-বিশ গজ দূরেই মালভূমির খাড়া পাড়টা। নেমে গেছে অনেক নিচে। হঠাৎ সেদিকে দৌড়াতে শুরু করলো ভন মেন্টিউফেল। ঝাঁপিয়ে পড়ে পেছন থেকে তাকে ধরতে ছুটলো রেমন। খপ্ করে ওকে ধরে ফেললো আসাদ। 'যেতে দাও। শুনেছো তো ওর কথাটা। মরে গেছে ও।' ॥ শেষ ॥

আমার কিছু কথা

আমার একটা স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো এই ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে । ছোটবেলা থেকেই আমার বইপড়া অভ্যাস । আমার পড়া প্রথম উপন্যাস শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী',তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি হইনি ।তারপর থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে অসংখ্য বই আমি পড়েছি,সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অবস্থা আমাকে সেই সুযোগ দেয় নি । ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি বাংলা বই ডাউনলোডের সুযোগ খুঁজতাম,কিন্তু এক মূর্চ্ছনা ছাড়া আর তেমন কোন সাইট আমি পাইনি । মূর্চ্ছনাতেও নিয়মিত বই আপডেট হয়না বলে আমি নিজেই আমার অতিক্ষুদ্র সামর্থ্যের (এতই ক্ষুদ্র যে গ্রামীনের ইন্টারনেট চার্জ টা আমাকে টিউশনি করে জোগাড় করতে হয় ।

তবু আমি আমার চেষ্টা অব্যাহত রাখব, নতুন পুরাতন সমস্ত (বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার লেখকদের বই) লেখাই আমি এখানে দেওয়ার আশা রাখি ।

আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ, আমাকে একটু সাহায্য করুন,তবে টাকা দিয়ে নয় । আমার এই ওয়েবসাইটে কিছু Google এর বিজ্ঞাপন আছে,যে কোনো একটা বিজ্ঞাপন মাসে একবার (হ্যাঁ,মাসে একবারই,তার বেশী নয়) যদি একটু ১০ মিনিট ব্রাউজ করেন,তাহলে আমি একটু উপকৃত হই । আপনাদের পছন্দের বইগুলো যদি ডাউনলোড চান তাহলে মেসেজবক্সে আমাকে মেসেজ দেবেন । আমি চেষ্টা করব বইটা দেওয়ার । যদি সফটওয়্যার দরকার হয়,তাহলে যান http://www.download-at-now.blogspot.com/ এই ঠিকানায় । সব সফটওয়্যার সিরিয়াল/ক্রাক/কিজেন যুক্ত । কোন সফটওয়্যার তৈরী করার দরকার হলেও আমাকে বলতে পারেন,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার ।

মোবাইল: ০১৭৩৪৫৫৫৫৪১
ইমেইল: ayan.00.84@gmail.com